NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ মাঠে বিবাদ, জরিমানা দিতে হল সিরাজকে, তুলনায় কম শাস্তি হেডের

১৭ বলে ৩২, ১৩টি ডট বল, বাংলাকে কোয়ার্টারে তুললেন শামি ৭

কলকাতা ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৭৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.12.2024, Vol.18, Issue No. 179, 8 Pages, Price 3.00

ঢাকায় দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘু-সুরক্ষা ও উন্নয়ন নিয়ে বার্তা বিদেশসচিবের

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর: বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের সঙ্গে আগের মতোই সুসম্পর্ক চায় ভারত। ঢাকায় বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠক শেষে নয়াদিল্লির এই অবস্থানের কথা স্পষ্ট করলেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। একই সঙ্গে বৈঠকে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করার কথাও জানান তিনি।

দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপড়েনের আবহেই সোমবার সকালে ঢাকায় যান মিশ্রি। বেলার দিকে অতিথিনিবাস পদ্মা ভবনে বাংলাদেশের বিদেশসচিব মহম্মদ জসীম উদ্দিনের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে বসেন। প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকের আগে দুই দেশের বিদেশসচিব একান্তে বৈঠক সারেন। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ধরে চলে বৈঠক। তবে ওই বৈঠকে কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাৎক্ষণিক ভাবে তা জানা যায়নি। বৈঠকের পর বাংলাদেশের বিদেশ দপ্তরের উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মিশ্রি। সৌজন্য সাক্ষাতের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বৈঠকের নির্যাস জানান ভারতের বিদেশসচিব।

মিশ্রি বলেন, 'আমাদের মধ্যে অত্যন্ত খোলামেলা, গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং উভয়ের পক্ষে লাভজনক সম্পর্ক চায় ভারত।' অতীতের মতোই বর্তমানেও নয়াদিল্লি ঢাকার সঙ্গে সুসম্পর্ক চায় বলে জানান তিনি। বৈঠকে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা জানিয়ে ভারতের বিদেশসচিব বলেন, 'আমরা বিদ্যুৎ, শক্তি, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া, কূটনৈতিক বোঝাপড়া-সহ একাধিক বিষয়ে কথা বলেছি।'

একই সঙ্গে মিশ্রি বলেন, 'আমরা সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়েও আলোচনা করেছি এবং আমি সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং উন্নয়ন নিয়ে আমাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছি। আলোচনায় এসেছে সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সম্পত্তির উপরে হামলার ঘটনাও।' শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে বাংলাদেশে যে একাধিক 'বদল' হয়েছে, সে কথা জানান মিশ্রি।

একই সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি ভারতের মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, সেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে মুহাম্মদ ইউনূস শপথ নেওয়ার পর প্রথম যে রাষ্ট্রপ্রধানেরা অভিনন্দন জানান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

'ভাববেন না আমরা বসে ললিপপ খাব..'

বাংলা দখল নিয়ে পাল্টা হুঁশিয়ারি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রভাবে এপার বাংলাতেও যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ নষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করতে রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সোমবার বিধানসভায় বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত বিবৃতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোনও সম্প্রদায় নয়, দাঙ্গা করে সমাজবিরোধীরা।' এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক উস্কানিরও অভিযোগ তোলেন তিনি। বলেন, 'কোনও একটি রাজনৈতিক দল ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে আগুন লাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে যাঁরা রাজনীতি করতে চাইছেন, তাঁরা রাজ্যের ক্ষতি করছেন, ক্ষতি করছেন ওপার বাংলারও।' তবে তাঁর ভাষণে নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম করেননি। এ ব্যাপারে কয়েকটি গণমাধ্যমের ভূমিকারও সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ যেভাবে এক সুরে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন, তাঁর প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জেরে এপার বাংলাতেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে আহ্বান জানান ।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁর বক্তব্যে বাংলা দখল নিয়ে পাল্টা হুঁশিয়ারিও দেন। দিন কয়েক আগে বাংলা-বিহার ওডিশা দখলের ডাক দিয়েছিলেন বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভি। বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনা কর্মীরাও চার দিনের মধ্যে কলকাতা দখলের হুমকি দেন। অন্যদিকে, কলকাতা এবং আগরতলার পাশাপাশি সেভেন সিস্টার্স দখল করার হুমকি দেন বাংলাদেশ তিসরাই ইনসাফ পার্টির নেতা মিনাজ প্রধান। এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। কেউ যদি কলকাতা বা বাংলা দখল করতে আসে, তাহলে এদেশের মানুষ মোটেও চুপচাপ বসে ললিপপ খাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিধানসভায় তিনি বলেন, 'কেউ কলকাতা দখলের কথা বলছেন। কেউ কেউ আবার পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ওডিশা ফেরত চাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সেই ক্ষমতা নেই আপনাদের। আপনারা বলবেন, দখল করবেন, আর আমরা বসে ললিপপ খাব, সেটা ভাববেন না। আমরা সচেতন, আমরা সক্রিয়। আমরা ধৈর্যের পরীক্ষা দিই। রবীন্দ্রনাথই আমাদের তা শিখিয়ে গিয়েছেন। আমরা অখণ্ড ভারতবর্ষ। বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। আমরা যেন অন্য কোনও উস্কানিতে পা না দিই।' মুখ্যমন্ত্রীর আরও বলেন, বাংলাদেশ থেকে অনেকেই এখানে আসতে চাইছেন। গরিব মানুষ আসতে পারছেন না। কিন্তু সেটা দেখছে বিএসএফ। আমরা এই নিয়ে মন্তব্য করব না। সীমান্ত আমাদের দেখার বিষয় নয়। মমতা স্পষ্ট করে দেন, ওপার বাংলা থেকে আসা নিপীড়িত মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি মেনে চলবেন।

সকলের উদ্দেশে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, কেউ কোনও প্ররোচনামূলক কথা বলবেন না। পরিস্থিতি খারাপ হয়, এমন কোনও মন্তব্য না করার আবেদন জানান তিনি। বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি বাংলাদেশ সফরে গিয়েছেন। এই সফরের কথা উল্লেখ করে বিদেশ সচিবের দৌত্য সফল হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন মমতা। তিনি বলেন, 'আসুন আমরা দেখিয়ে দিই, এপার বাংলা দেখিয়ে দিক জাতীয়তাবোধ, মমত্ববোধ, স্নেহবোধ। কেউ বিচ্ছিন্ন করতে এলে, প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। আর যারা বলছে দখল করবে, তাদের বলবো সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন।'

রাশিয়ায় আশ্রিত আসাদ

মস্কো, ৯ ডিসেম্বর: রবিবারই সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস ছেড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর গন্তব্য নিয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সোমবার সকালে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছিল, রবিবারই মস্কো পৌঁছেছেন সিরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ। তাঁর পরিবার আগেই মস্কো পাড়ি দিয়েছেন। এ বার ক্রেমলিন নিশ্চিত করল বাশারকে রাশিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সোমবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন বাশারকে রাশিয়ায় আশ্রয় দেওয়া হবে। তবে তিনি কোথায় থাকবেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত করেননি পেশকভ। রাশিয়াতে থাকলেও পুতিনের সঙ্গে বাশারের সাক্ষাতের কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি।

সংসদে ভাষণ মোদির

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: ভারতের সংবিধানের ৭৫তম বার্ষিকীতে সংসদে সংবিধান নিয়ে আলোচনা সভা। এখানেই বক্তব্য রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর লোকসভায় এই ইস্যুতে বিতর্ক সভায় যোগ দেবে শাসক ও বিরোধী শিবির। সূত্রের খবর, ১৪ ডিসেম্বর সেই বিতর্ক সভাতেই বক্তব্য রাখবেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি আগামী ১৭ ডিসেম্বর রাজ্যসভাতে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বাংলাদেশ ইস্যুতে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে রাজভবনে কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের পরিস্থিতি ক্রমশ বাড়াচ্ছে উদ্বেগ। হিন্দুদের উপর লাগাতার আক্রমণও নেমে আসছে। সেই আবহে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। বাংলাদেশ ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করুন রাজ্যপাল, এই দাবিতে স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হল।

বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিক। হস্তক্ষেপ করুন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। সেই বক্তব্য নিয়েই সোমবার নগেন্দ্র মঠ ও বাংলা সিটিজেন্স ফোরামের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে রাজভবনে যান কুণাল ঘোষ। রাজভবনে বৈঠক শেষে কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটছে, কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এটি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে। রাজ্যপালকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছেন তিনি। বাংলাদেশের উপর যাতে চাপ তৈরি করা যায়। সেই হিসেবে রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বলুক। সেই কথাও বলেছেন তিনি।

রাজ্যপাল গোটা বক্তব্য শুনেছেন। এই বিষয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যপাল যোগাযোগ করবেন। সেই কথা তাঁদের জানানোও হয়েছে। এমনই মন্তব্য করেছেন কুণাল। বাংলাদেশে এমন ঘটনা ঘটলে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের উপর প্রভাব পড়বে। সে কথাই ফের শোনা গেল তাঁর গলায়।

সেনার হাতে নিঃশব্দে আঘাত হানতে সক্ষম মারণ ড্রোন 'খড়্গ'

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: শত্রু নিকেশে সেনার হাতে মারণ হাতিয়ার। রাডারের নজরদারিকে ফাঁকি দিয়ে শত্রু শিবিরে আঘাত হানতে ভারতের হাতে এল নয়া ড্রোন 'খড়্গ কামিকেজ'। অত্যন্ত হালকা ওজনের হলেও, এই ড্রোনের মারণ ক্ষমতা ভয়াবহ। জানা যাচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়েছিল ড্রোনটি। নিঃশব্দ ঘাতক এই আকাশযানকে 'সুইসাইড ড্রোন'ও বলা হয়ে থাকে।

বিশেষজ্ঞদের অনুমান, জম্মু ও কাশ্মীরে যেভাবে নতুন করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তা সামাল দিতে অত্যন্ত কার্যকর হয়ে উঠতে পারে এই ড্রোন। দুর্ভেদ্য জঙ্গলে জঙ্গিদের খুঁজে বের করা তো বটেই, চুপিসাড়ে তাদের উপর হামলা চালিয়ে নিকেশ করতে পারবে ড্রোনটি।

এনডিটিভির রিপোর্ট অনুযায়ী, নিঃশব্দে শত্রুর ঘাঁটিতে আঘাত হানতে এর জুড়ি নেই। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উড়তে সক্ষম খড়্গ। এর গতিবেগ সেকেন্ডে ৪০ মিটার। দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ায় শত্রুর রাডারে ধরা পড়ে না এর গতিবিধি। ৭০০ গ্রাম পর্যন্ত বিস্ফোরক বহন করতে পারে এই ড্রোন। রয়েছে জিপিএস নেভিগেশন সিস্টেম, হাই ডেফিনেশন ক্যামেরা। যদি কোনও এলাকায় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম জ্যামিং করা থাকে তা চিড়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যও রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থ। প্রায় দেড় কিলোমিটার দূর থেকে এই ড্রোন হামলা চালাতে পারে শত্রুর উপরে।

মুর্শিদাবাদে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমকল: বোমা বাঁধতে গিয়ে ফের অঘটন। মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ার খয়েরতলায় মৃত্যু হল অন্ততপক্ষে ৩ জনের। আরও বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন বলেই খবর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃতদের নাম মুস্তাকিন শেখ (২৮), বাড়ি মহাতাব কলোনিতে। মামন মোল্লা (৩০) ও সাকিরুল ইসলাম (৩২) বাড়ি খয়েরতলায়। মামন মোল্লার বাড়িতেই বোমা বাঁধা হচ্ছিল। বিস্ফোরণের অভিঘাতে পাকা ঘরের ছাঁদ উড়ে গিয়েছে। ঠিক কী কারণে ওই বোমা বাঁধা হচ্ছিল পুলিশ তা ক্ষতিয়ে দেখছে। রবিবার গভীর রাতের ওই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা সকলেই ফেনসিডিল পাচারের সঙ্গে জড়িত। কিছুদিন আগে ফেনসিডিল পাচার নিয়ে অপর এক গোষ্ঠীর সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল। তারা মারও খেয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ওই মারের বদলা নেওয়ার জন্যই মামন মোল্লার বাড়িতে বোমা বাঁধা হচ্ছিল। সেই সময় অসাবধানতা বশত তা ফেটে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বোমায় কারও হাত উড়ে গিয়েছে তো কারও হাত মুখ-বুক ক্ষত বিক্ষত। ওই অবস্থায় স্থানীয় মানুষ মামন মোল্লা ও সাকিরুল ইসলামকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ জানায় হাসপাতালে যাওয়ার পথেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। ওই মৃতদেহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে।

পাঁচ পড়ুয়া-সহ মৃত সাত

আমদাবাদ, ৯ ডিসেম্বর: পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল পাঁচ কলেজপড়ুয়ার। সোমবার সকালে গুজরাতের জুনাগড়ে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পাঁচ পড়ুয়ার পাশাপাশি ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে আর একটি গাড়িতে থাকা দুই যাত্রীর। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ জুনাগড়-সোমনাথ সড়কের উপর ভান্দুরি গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সে সময় গাড়িতে চেপে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন পাঁচ কলেজপড়ুয়া। আচমকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে গিয়ে ধাক্কা মারে। গতি বেশি থাকার কারণে গাড়িটি উল্টে বিপরীত লেনে গিয়ে পড়ে। তখনই উল্টো দিক থেকে ছুটে আসা আর একটি গাড়ির সঙ্গে গাড়িটির সংঘর্ষ হয়।

মনোনয়ন জমা দিলেন ঋতব্রত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভায় বেলা আড়াইটা নাগাদ মনোনয়ন পেশ করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস-সহ আরও কয়েকজন। তার আগে বেলা বারোটা নাগাদ বিধানসভায় এসে মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষের ঘরে শেষ মুহূর্তের সমস্ত খুঁটিনাটি ও পেপার ওয়ার্ক সেরে ফেলেন ঋতব্রত। সুব্রত বক্সি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে যান। এরপর ঋতব্রত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা করে প্রণাম করেন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি।

আরবিআই-এর নতুন গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (আরবিআই) নতুন গভর্নর নিয়োগ করল কেন্দ্র। অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব সচিব সঞ্জয় মালহোত্রাকে এই গুরু দায়িত্ব দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। শক্তিকান্ত দাসের স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। আরবিআইয়ের ২৬তম গভর্নর হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন সঞ্জয়। ১৯৯০ ইউপিএসসি ব্যাচের রাজস্থান ক্যাডারের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের অফিসার তিনি। মঙ্গলবার, ১০ ডিসেম্বর শেষ হবে শক্তিকান্ত দাসের কার্যকালের মেয়াদ। এর পরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন মালহোত্রা।

জল চুরিতে কড়া রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: জল চুরি রুখতে কড়া রাজ্য। বেনিয়ম আটকাতে জলস্বপ্ন প্রকল্পে আগাম টাকা দেওয়া বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাফ জানালেন, কাজ শেষ রিপোর্ট পেশ না করা পর্যন্ত কোনও টাকা দেওয়া হবে না। পাশাপাশি এক ঠিকাদারকে কেন একাধিক বরাত তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। রীতিমতো ধমক দিলেন আধিকারিকদের।

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ০৯/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Malay Chakrabarti S/o. Nirmal Kumar Chakrabarti ও Moloy Chakraborty S/o. N. Kr. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৯/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Jaydeb Ghosh S/o. Tarapada Ghosh ও Joydeb Ghosh S/o. T. P. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৯/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে Dulal Chandra Ghosh S/o. Gangadhar Ghosh ও Dulal Ghosh S/o. Lt. G. D. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৬/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে Mohitosh Mondal S/o. Paresh Chandra Mondal ও Mahitosh Mondal S/o. P. Ch. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৬/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৭ নং এফিডেভিট বলে Sk. Manoyar Ali S/o. Sekh Hamid Rahaman ও Sk. Manowar Ali S/o. H. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০৬/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Kumar Ghosh S/o. Mahadeb Ghosh ও Shyamal Ghosh S/o. M. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
আমি Swapan Banerjee S/O.- Late Nikunja Behari Banerjee, R/O.- 17/B/3 ভাগিরথী লেন, P.O. & P.S. শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী। ভুলবশতঃ আমার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেটে (SCETE) আমার নাম Swapan Kumar Banerjee লেখা আছে। যেটি হবে Swapan Banerjee গত ০৭/১২/২০২৪ তারিখে শ্রীরামপুর নোটারী পাবলিক থেকে এফিডেভিট (No. 25) করে আমি প্রমান করেছি যে Swapan Banerjee আর Swapan Kumar Banerjee দুই জন এক আর অভিন্ন ব্যাক্তি।

নাম-পদবী
আমি Shankar Biswas, পিতা- * প্রফুল্ল বিশ্বাস, সাং ২, রামগোপাল সেন স্ট্রিট, পোঃ ও থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম Sankar Biswas হইয়াছে। ২৫-১১-২০২৪ তারিখের রানাঘাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Shankar Biswas ও Sankar Biswas একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সংশোধনী
আমমোক্তারনামা পত্র

একদিন পত্রিকায় 08.12.24 তারিখে প্রকাশিত সুরজিত দাস পিতা বিজয় কুমার দাস ও অনুপ সামন্ত পিতা রবিন সামন্ত সাং দুইল্যা, থানা জগাছা, জেলা হাওড়া। হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকের অর্ন্তগত, জে.এল নং ৩৫, মৌজা দুইল্যা, হাল (এল.আর) খতিয়ান নং ৬৭০৪, ৬৭০৫, ৬৭০৬, ৬৭০৮ এর পরিবর্তে ৬৭০৪, ৬৭০৫, ৬৭০৬, ৬৭০৭, ৬৭০৮ পড়িতে হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তারর নামা

মোমতাজ বিবি স্বামী মৃত মজিদ আনসারী সাকিম এফ/১৭, ১৪৭ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড় মঠ, বালী, হাওড়া-৭১১২০২, বিগত ইং 08/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাভুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0094/2024 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমাকে (সেখ জাকির হোসেন পিতা সেখ আক্তার হোসেন সাকিম সুলপুর, রামনাথপুর, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮) ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামায় দলিল বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 10/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর. পাভুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0145/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আয়েশা বিবি স্বামী সেখ জাকির হোসেন সাকিম সুলপুর, রামনাথপুর, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, পাভুয়া থানার অন্তর্গত, পুরুষোত্তমপুর মৌজায়, ৪০ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৬৯০ নং খতিয়ানে হাল এল.আর ৬৯০ নং দাগে শালি জমি বর্তমানে ভিটি, ঘোষ আমায় ১১৯ শতকের মধ্যে ০.১২৯৫ শতকে দাগে ১৫.৪৯ শতক ভবন ১০.৪৭ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ০.৩৩ শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এক্ষেত্রে সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আয়েশা বিবি স্বামী সেখ জাকির হোসেন, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এন্ড এল.আর.ও, পাভুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পরিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য করা হইবে।

সেখ জাকির হোসেন
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মোকাম চুঁচুড়া
২০২৪ সালের ৩৪ নং এ্যাক্ট ৩৯ (সাকসেশন) মোকদ্দমা

দরখাস্তকারী:- শ্রী ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা-ৰামুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম-এম.জি. রোড, (রানী কোম্পানীর পশ্চাতেগ), চুঁচুড়া, পোঃ ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১০১।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরিউক্ত দরখাস্তকারী স্বর্গীয় কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এর ওয়ারিশ বিধায় স্বর্গীয় কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর নামিত এস.বি.আই. আখনবাজার চুঁচুড়া শাখার ১১০৩৫৪৪৯৬৬৫ নং পি.পি.এফ. এ্যাকাউন্টে মজুত বাবদ: ১১,৭৬,৬৪৯.০৬(এগারো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয় শত উনপঞ্চাশ টাকা ছয় পয়সা) তথা উক্ত স্বর্গীয় কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর নামিত এস.বি.আই. আখনবাজার চুঁচুড়া শাখার ১১০৩৫৫৩৭০৮১ নং সেভিংস এ্যাকাউন্টে মজুত বাবদ ৫০,৬৩৮.৭৯ (পঞ্চাশ হাজার ছয় শত আটত্রিশ টাকা উনআশি পয়সা) এর নিমিত্তে সাকসেশন সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় উপরিউক্ত মোকদ্দমা উপরিউক্ত আদালতে আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া কাহারো কোনরূপ ওজরাপত্তি বা দাবি-দাওয়া থাকিলে বা রহিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইবার দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্ব-শরীরে বা নিযুক্ত আমমোক্তারের দ্বারা উপরিউক্ত আদালতে হাজির হইবেন এবং তথায় নিজ/নিজেদের লিখিত বক্তব্য দাখিল করিবেন, অন্যথায় উপরিউক্ত আদালত কর্তৃক উপরিউক্ত মোকদ্দমার আইনানুগ শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
অর্ণব মিত্র (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মোকাম চুঁচুড়া

NOTICE
Take notice that SADHANA BISWAS, wife of Late Basudeb Biswas, resident of Nilima Apartment, First Floor, Flat No. 4, 43/36, Jaffarpur Road, P.O. Nona Chandanpukur, P.S. Titagarh, District North 24 Parganas, Kolkata-700122, is the exclusive owner in respect of the property comprised in R.S. Dag No. 523, RS Khatian No. 378, L.R. Dag No. 1574, L.R. Khatian No. 9678, J.L. No. 3, Mouza Nona, P.S. Titagarh, District North 24 Parganas, situated within the ambit of Ward No. 5 of Barrackpore Municipality.
The original three deeds in respect of the aforesaid property i.e. (i) Deed of Sale Being No. 00973 dated 03.03.2015. (ii) Deed of Sale Being No. 150500316 dated 31.01.2017, and (iii) Deed of Sale Being No. 150500318 dated 31.01.2017, all registered in the office of ADSR, Barrackpore, have been lost from the custody of said SADHANA BISWAS.
A general diary has been lodged in the Titagarh Police Station vide GDE No. 1341 dated 21.11.2014 for loss of the aforesaid three deeds. But till date, no information has been received regarding loss of the aforesaid three deeds. If anyone shall search out the same, please intimate the undersigned within 15 (Fifteen) days from this date. No claims, demand shall be entertained after the aforesaid stipulated period.

MOHUA CHONGDER (SAMANTA)
Advocate, Judges' Court, Howrah
M: 9433078659

পুর এলাকায় সম্পত্তিকর আদায়ে স্বচ্ছতা আনতে উদ্যোগী সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পুর এলাকায় সম্পত্তিকর নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ এর কলকাতা পুর আইন এবং ২০০৬ এর পুর নিগম আইনের দু'টি সংশোধনী সোমবার রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে শহর মফস্বল এলাকায় সম্পত্তিকর নির্ধারণ প্রক্রিয়া অনেক বিজ্ঞানসম্মত ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠবে বলে সরকার পক্ষের দাবি। বিল দুটির উপর আলোচনা শেষে জবাবি ভাষণে পুর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'এই ব্যবস্থা রাজ্যের বাকি পুরসভা এলাকায় কলকাতার ধাঁচে ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট চালু করার প্রথম ধাপ।' সংশোধনীতে পুরনিগম, পুরসভা ও শিল্পনগরীতে সম্পত্তির মূল্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সম্পত্তির মূল্যমান কমলে একইভাবে তারা কর ছাড়ের ও সুযোগ পাবেন বলে জানান মন্ত্রী। আয়করের মত করদাতা নিজেই নিজের সম্পত্তির স্ব-মূল্যায়ণ করতে পারবেন এবং কর দিতে পারবেন। তবে কোনও ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর সম্পত্তির সেলফ অ্যাসেসমেন্ট না করেন অথবা তথ্য গোপন করেন, তা হলে সেই ব্যক্তি পরিকল্পিত ভাবে এই কাজ করেছেন বলে চিহ্নিত করা হবে। এর জন্য তাঁকে নির্ধারিত করের সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ হারে জরিমানা দিতে হবে। পুরনিগম, পুরসভা ও শিল্পনগরী সর্বত্র এই নিয়ম বলবৎ হবে। মন্ত্রী জানান, রাজ্যের সমস্ত পুর এলাকায় সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করার জন্য ভ্যালুয়েশন বোর্ড আছে। এই বোর্ড পাঁচ বছর অন্তর সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করে। তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পুরসভা সম্পত্তি কর ধার্য করে। এই জোড়া সংশোধনী বিল অনুযায়ী যদি ভ্যালুয়েশন বোর্ড পাঁচ বছর অন্তর কোনও কারণে ভ্যালুয়েশন করতে না পারে সে ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ভ্যালুয়েশনের ১০ শতাংশ হারে সম্পত্তি মূল্য বৃদ্ধি পাবে। কর নির্ধারণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর করে তোলা হচ্ছে বলে মন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক পুরসভার প্রতিটি বাড়ি ছবি-সহ জিও ট্যাগিং করা হচ্ছে। খাতায় কলম নিয়ে আর কোনও কর্মী বাড়ি বাড়ি গিয়ে সম্পত্তির হিসাব নেবেন না। আমরা ইন্সপেক্টর আর দালাল রাজত্বের অবসান ঘটাচ্ছি।'

২৫'এপ্রিলের মধ্যে প্রতিটি ঘরে পৌঁছবে পানীয় জল: রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫ সালের এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছানোর টার্গেট রয়েছে রাজ্যের। সব মিলিয়ে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ বাড়িতে জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কথা। ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাজ্যজুড়ে সেই কাজও চলছে। পিএইচই-র দাবি ইতিমধ্যে ৯০ শতাংশ বাড়িতে সংযোগ পৌঁছে গেছে।

সোমবার এ ব্যাপারে পূর্ত দপ্তরকে নিয়ে বৈঠকে ফের উষ্মা প্রকাশ করলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, '৯০ লক্ষ লোক কি সত্যি জল পাচ্ছে? এবার অন্য সংস্থাকে দিয়ে সার্ভে করান। পুলিশি নজরদারিতে এই সার্ভে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেউ যেন না ভাবে এটা তার জমিদারী। এটা মানুষের অধিকার। নাম কা ওয়াস্তে শুধু পানীয় জলের পাইপ লাইন বসালেই হবে না। প্রতিটি বাড়িতে যেন জল পৌঁছয়, সেটাও দেখতে হবে প্রশাসনকে। এটা প্রশাসনের দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজের হাল হকিকত খতিয়ে দেখতে এদিন নবান্নে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, প্রতিটি জেলার জেলাশাসক-সহ প্রশাসনিক কর্তারা। জেলায় জেলায় বেশ কিছু এলাকায় পাইপ লাইন পৌঁছেলেও তা থেকে জল পড়ছে না বলে অভিযোগ। এ নিয়ে আগের বৈঠকে তদন্তের নির্দেশও দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কাজে গাফিলতির অভিযোগে ৩৭৩টি সংস্থাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। একই কারণে ১১২টি সংস্থার চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। ২৩ জন আধিকারিককে শোকজ করা হয়েছে। রেল, ন্যাশনাল অথরিটি-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা অসহযোগিতা করছিল। এ ব্যাপারে ৬ তারিখ মুখ্যসচিব বৈঠক করেছেন। আশা করছি এবার তাদের সহযোগিতা পাবো।

বিশ্বখ্যাত রকস্টার ব্রায়ান অ্যাডামস-এর সঙ্গে অনুষ্ঠানের আয়োজক রাজদীপ চক্রবর্তী।

রাজ্য সভার নির্বাচনে তৃণমূলের পদপ্রার্থী হিসেবে বিধানসভায় মনোনয়নপত্র জমা করলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ২৪শে অগ্রহায়ণ। দশমী তিথী। জন্মে মীন রাশি। অষ্টত্তরী শুক্রর দশা, বিংশোত্তোরী শনি দশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ। প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(শহীদ প্রফুল্ল চাকী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস । বিশ্ব মানবাধিকার দিবস।)

:: বিজ্ঞপ্তি ::
এতদ্বারা জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে, থানা ও জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত জগদল্লা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ (বাঁকুড়া ১ নং ব্লক) ১৭৩ নং থানাওয়ার ভাতুড়ী মৌজার বর্তমান L.R. রেকর্ডে ৫২৪ এবং ৫৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত নিম্নলিখিত দাগ গুলিতে (১) শ্রীমতী আরতী মন্ডল ওর্ফে আরতী বাগ, পিতা ˇফকির বাগ, স্বামী শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, সাং-ভাতুড়ী, পোষ্ট- হেলনা শুশুনিয়া, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া, (২) শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, পিতা ˇহাঁন্দু মন্ডল, সাং- দুন্দা, পোষ্ট- হীরাপুর, থানা- ওন্দা, চৌকী ও জেলা বাঁকুড়া গত ইং ০৪/০৩/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া এ.ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-010200899/2024 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জী, পিতা ˇকালীপদ ব্যানার্জী সাং- আনন্দ নগর কাটজুড়িডাঙ্গা, পোঃ অঃ - কেন্দুয়াডিহি, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া কে ২৬০.৬ শতক জায়গার আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার ২২/০৩/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া ডি.এস. আর, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 1854/2024 নং কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রীমতী শুভ্রা সিনহা মহাপাত্র ওর্ফে শুভ্রা সিংহ মহাপাত্র স্বামী শ্রী সঞ্জয় মহান্তি সাকিম- কুলডোবা, পোষ্ট পাথরডোবা, থানা- সিমলাপাল, চৌকী খাতড়া, জেলা বাঁকুড়াকে উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে উক্ত মৌজা ভাতুড়ী, জে.এল. নং- ১৭৩, বর্তমান L.R. রেকর্ডের ৫২৪ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১৫৬৪ দাগে শোল ০৩ (তিন) শতক, ১৬৮৯ দাগে বাইদ ০৩½ (সাড়ে তিন) শতক, ১৮৯৪ দাগে বাইদ ০২½(আড়াই) শতক, ১৮৬২ দাগে বাইদ ০১(এক) শতক, ১৮৯২ দাগে গড়লায়েক পতিত ০১ (এক) শতক, ১৪৭৭ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক, ২২১৭/২৩০০ দাগে গড় লায়েক পতিত ০৫ (পাঁচ) শতক। একুনে সর্ব মোট ১৮ (আঠার) শতক জায়গা এবং বর্ত্তমান L.R. রেকর্ডে ৫৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১৮৯৬ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক, ১২৪৭ দাগে বাইদ ০১½ (দেড়) শতক, ৫৭৮ দাগে বাইদ ০২½ (আড়াই) শতক, ৯৯৬ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক, ২২১৭ দাগে গড়লায়েক পতিত ০৩ (তিন) শতক, ১৮৯২ দাগে গড়লায়েক পতিত ০২ (দুই) শতক, ১৫৬৪ দাগে শোল ০২ (দুই) শতক। একুনে সর্ব মোট ১৫ (পনের) শতক জায়গা। এমতে উক্ত দুইটি খতিয়ানে উপরোক্ত দাগগুলিতে সর্ব মোট ৩৩ (তেত্রিশ) শতক জমি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত দলিলে উক্ত দুইটি খতিয়ানের উক্ত দাগ গুলিতে বিক্রয়ের ব্যাপারে এবং উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করানোর ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি / অভিযোগ থাকিলে উপযুক্ত তথ্য-প্রমান লইয়া এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী এক মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O. বাঁকুড়া-১ নং অফিসে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Swapan Kumar Banerjee, Advocate, District Judge's Court, Bankura
E.N. No.-W.B. 911/84

:: বিজ্ঞপ্তি ::
এতদ্বারা জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে, থানা ও জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত জগদল্লা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ (বাঁকুড়া ১ নং ব্লক) ১৭৩ নং থানাওয়ার ভাতুড়ী মৌজার বর্তমান L.R. রেকর্ডে ৫২৪ এবং ৫৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত নিম্নলিখিত দাগ গুলিতে (১) শ্রীমতী আরতী মন্ডল ওর্ফে আরতী বাগ, পিতা ˇফকির বাগ, স্বামী শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, সাং- ভাতুড়ী, পোষ্ট- হেলনা শুশুনিয়া, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া, (২) শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, পিতা ˇহাঁন্দু মন্ডল, সাং- দুন্দা, পোষ্ট- হীরাপুর, থানা- ওন্দা, চৌকী ও জেলা বাঁকুড়া গত ইং ০৪/০৩/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া এ.ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-010200899/2024 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জী, পিতা ˇকালীপদ ব্যানার্জী সাং- আনন্দ নগর কাটজুড়িডাঙ্গা, পোঃ অঃ কেন্দুয়াডিহি, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া কে ২৬০.৬ শতক জায়গার আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার ১৬/০৮/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া ডি.এস, আর, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 5125/2024 নং কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রীমতী খেয়া ব্যানার্জী স্বামী শ্রী গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জী, সাকিম- আনন্দনগর কাটজুড়িডাঙ্গা, পোষ্ট কেন্দুয়াডিহি, থানা চৌকী ও জেলা বাঁকুড়া কে উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে উক্ত মৌজা- ভাতুড়ী, জে.এল. নং- ১৭৩. (ক) বর্তমান L.R. রেকর্ডের ৫২৪ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১০১ দাগে বাইদ ০.০১০০ একর, ১০৪৪ দাগে বাইদ ০.০০১০ একর, ১০৮ দাগে বাইদ ০.০০৫০ একর, ১০৮৯ দাগে বাইদ ০.০০৮৫ একর, ১০৯৫ দাগে বাইদ ০.০১৭০একর, ১১৬৮ দাগে বাইদ ০.০০১০ একর,১১৭১ দাগে বাইদ ০.০১৩০ একর, ১২৪৭ দাগে বাইদ ০.০১৮০ একর, ১৩৯২ দাগে বাইদ ০.০০৪৩ একর, ১৪৬৮ দাগে শোল ০.০০৪৫ একর, ১৫৪২ দাগে বাইদ ০.০০৪৫ একর, ১৫৫৪ দাগে গড়লায়েক পতিত ০.০০০১ একর, ১৫৫৬ দাগে শোল ০.০০৪৫ একর, ১৫৯৮ দাগে বাইদ ০.০২০০ একর, ১৬৩৩ দাগে শুনা ০.০১০০ একর, ১৬৫৩ দাগে বাইদ ০.০০৪৫ একর, ১৬৫৯ দাগে বাইদ ০.০০৪৩ একর, ১৬৭৪ দাগে বাইদ ০.০০৪৩ একর ১৬৮৪ দাগে বাইদ ০.০২১০ একর, ১৬৮৯ দাগে বাইদ ০.০০৭১ একর, ১৬৯৭ দাগে বাইদ ০.০৩৪৩ একর, ১৭২০ দাগে বাইদ ০.০২৫৭ একর, ১৭২২ দাগে বাইদ ০.০০৮৬ একর ১৭২৪ দাগে বাইদ ০.০০৮৬ একর ১৭৮ দাগে বাইদ ০.০১০০ একর ১৭৯৩ দাগে তড়া ০.০২০০ একর ১৮৮৪/২২৯৭ দাগে তড়া ০.০০৫০ একর ১৮৮৮ দাগে গড়লায়েক পতিত ০.০২১৩ একর, ১৮৯২ দাগে গড়লায়েক পতিত ০.০০৬৪ একর, ১৮৯৪ দাগে বাইদ ০.০০২০ একর, ১৯২ দাগে বাইদ ০.০৩০০ একর,১৯৩৭ দাগে তড়া ০.০১০০ একর, ২১৪ দাগে বাইদ ০.০২০০ একর, ২১৯৩ দাগে বাইদ ০.০১০০ একর, ২২১১ দাগে গড়লায়েক পতিত ০.০২৫৭- একর, ২২১৭/২৩০০ দাগে গড়লায়েক পতিত ০.০০৫৭ একর, ২২৩ দাগে বাইদ ০.০১০০ একর ২৪৫ দাগে বাইদ ০.০০৭০ একর, ২৪৮ দাগে বাইদ ০.০০৪৫ একর, ৩২৩ দাগে বাইদ ০.০০২১ একর, ৩৯২ দাগে বাইদ ০.০০৪৩ একর, ৪১৫ দাগে বাইদ ০.০০৮৬ একর, ৪৪৯ দাগে বাইদ ০.০০৮৬ একর, ৪৮৪ দাগে বাইদ ০.০১২৮ একর, ৫২৬ দাগে বাইদ ০.০০৮৬ একর, ৫৬৫ দাগে বাইদ ০.০০৮৬ একর, ৫৭৮ দাগে বাইদ ০.০০৭১ একর, ৬৪৭ দাগে বাইদ ০.০০৪৩ একর, ৬৯৭ দাগে বাইদ ০.০০৪৩ একর, ৭০০ দাগে বাইদ ০.০০২০ একর, ৮১৬ দাগে বাইদ ০.০০৬৪ একর, ৮৪৩ দাগে বাইদ ০.০০০১ একর, ৮৪৪ দাগে বাইদ ০.০০৪২ একর, ৮৬১ দাগে বাইদ ০.০০২১ একর, ৮৮৭ দাগে বাইদ ০.০০২১ একর, ৮৯৭ দাগে বাইদ ০.০১৯২ একর, ৯২৭ দাগে বাইদ ০.০০৮৬ একর, ৯৫৫ দাগে বাইদ ০.০০২১ একর, ৯৬৯ দাগে বাইদ ০.০০৪২ একর, এবং (খ) বর্ত্তমান L.R. রেকর্ডের ৫৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১০১ দাগে বাইদ ০.০০২০ একর, ১০৮ দাগে বাইদ ০.০০৩১ একর, ১১৫ দাগে বাইদ ০.০০৩১ একর, ১৭৮ দাগে বাইদ ০.০০৮০ একর, ২৪৮ দাগে বাইদ ০.০০০১ একর, ৩২৩ দাগে বাইদ ০.০০১৯ একর, ৩৯২ দাগে বাইদ ০.০০১৭ একর, ৩৯৪ দাগে বাইদ ০.০০১০ একর, ৪১৫ দাগে বাইদ ০.০০২৮ একর, ৪৪৯ দাগে বাইদ ০.০০২৮ একর, ৪৮৪ দাগে বাইদ ০.০০৪২ একর, ৫২৬ দাগে বাইদ ০.০০২৮ একর, ৭০০ দাগে বাইদ ০.০০১১ একর, ৮৪৪ দাগে বাইদ ০.০০৪৫ একর, ৮৯৭ দাগে বাইদ ০.০১২৮ একর,৯২৭ দাগে বাইদ ০.০০৫৭ একর, ৯৫৫ দাগে বাইদ ০.০০১৪ একর, ৯৬৯ দাগে বাইদ ০.০০২৮ একর, ৯৯৬ দাগে বাইদ ০.০০২৮ একর, ১০৪৪ দাগে বাইদ ০.০০৫০ একর, ১০৮৯ দাগে বাইদ ০.০০৩৫ একর, ১১৩৪ দাগে বাইদ ০.০০৫০ একর, ১১৬৮ দাগে বাইদ ০.০১৫০ একর, ১১৭১ দাগে বাইদ ০.০০৫০ একর, ১২৪৭ দাগে বাইদ ০.০১৫০ একর, ১৩৯২ দাগে বাইদ ০.০০১৭ একর, ১৪৬৮ দাগে শোল ০.০০১৫ একর, ১৪৭৪ দাগে শোল ০.০০৬০ একর, ১৪৭৭ দাগে বাইদ ০.০০৮৫ একর, ১৫৩১ দাগে বাইদ ০.০০৮৫ একর, ১৫৪২ দাগে বাইদ ০.০০১৫ একর, ১৫৫৪ দাগে গড়লায়েক পতিত ০.০০০১ একর, ১৫৫৬ দাগে শোল ০.০০১৫ একর, ১৫৬৪ দাগে শোল ০.০০০৫ একর, ১৫৯৮ দাগে বাইদ ০.০০৮৫ একর,১৬৩৩ দাগে শুনা ০.০০২০ একর, ১৬৫৯ দাগে বাইদ ০.০০১৭ একর, ১৭২০ দাগে বাইদ ০.০০৯৮ একর, ১৭২২ দাগে বাইদ ০.০০৫৭ একর, ১৭৯৩ দাগে তড়া ০.০১১৪ একর, ১৮৬২ দাগে বাইদ ০.০২৫০ একর, ১৮৮৮ দাগে গড়লায়েক পতিত ০.০০৩০ একর, ১৮৯৬ দাগে বাইদ ০.০০৫০ একর, ১৮৯৭ দাগে গড়লায়েক পতিত ০.০১৫০ একর, ২১৯৩ দাগে বাইদ ০.০০২৯ একর, ২২১১ দাগে গড়লায়েক পতিত ০.০০৫০ একর, ১৮৮৪/২২৯৭ দাগে তড়া ০.০০১৪ একর, ২২১৭/২৩০০ দাগে গড়লায়েক পতিত ০.০১০০ একর, ১৬৮৪ দাগে বাইদ ০.০০৯০ একর, ১৬৮৯ দাগে বাইদ ০.০২৫০ একর। এমতে ৫২৪ নং ও ৫৪৬ নং খতিয়ান সমূহে উপরোক্ত দাগ গুলির সর্ব মোট ৮২.৪৬ শতক জমি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত দলিলে উক্ত দুইটি খতিয়ানের উক্ত দাগ গুলিতে বিক্রয়ের ব্যাপারে এবং উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করানোর ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি / অভিযোগ থাকিলে উপযুক্ত তথ্য-প্রমান লইয়া এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী এক মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O. বাঁকুড়া-১ নং অফিসে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Swapan Kumar Banerjee, Advocate, District Judge's Court, Bankura
E.N. No.-W.B. 911/84

আমার মক্কেল শ্রী রতন জানা, পিতা- স্বর্গীয় নারায়ন জানা গত ইং ২০২১ তারিখে A.D.S.R. বারুইপুর বুক নং-১, বহির ১৬১১-২০২১, পাতা নং-৫৬৭৬৮ হইতে ৫৬৭৮৪, বিষয় নং- ২০৫৫ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে সব্যসাচী মিস্ত্রী, পিতা মনিলাল মিস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে ভাটা মৌজায় হাল ১৯৮৭, ২০০৭খতিয়ানে সাবেক ও হাল ৪০৮ নম্বর দাগে ০.০২৪৮ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বারুইপুর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

নোটিশ
আমার মক্কেল ডাঃ মনোরঞ্জন দাস, পিতা ˇগোবর্দ্ধন দাস, সাং-ঘাঁটরা, থানা-হরিপাল, জেলা হুগলীর বাসিন্দা। তাহার নিজস্ব মালিকানাধীন ডায়গোনোস্টিক এন্ড মেডিক্যাল সেন্টার, সাং গোপীনগর, পোঃ খামারচন্ডী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী (হরিপাল লোকমঞ্চের কাছে) অবস্থিত। তিনি এফিডেভিটের মাধ্যমে ঘোষনা করিতেছেন যে, তাহার বয়ঃবৃদ্ধি ও শারিরীক নানাবিধ অসুবিধার জন্য তিনি তাহার উক্ত সেন্টারে ইকো-কার্ডিয়গ্রাফ সিস্টেম যথাযথ দেখাশুনা করিতে না পারার কারনে সমস্ত ইকো কার্ডিয়গ্রাফ সিস্টেম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উক্ত ইকো কার্ডিয়গ্রাফ লাইসেন্স যাহার নম্বর ৩৩৮২৭৭২৪, তাং- ১১.০৫.২০২১ বাতিলের জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন।

গদাধর নন্দী
উকিলবাবু
চন্দননগর কোর্ট

আমার মক্কেল শ্রী প্রশান্ত মুখার্জী, পিতা স্বর্গীয় যুগল সেবক মুখার্জী, সাং কোনা তেঁতুলতলা, মহাশয় গত ইং ১৭.১০.২০০০ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে বুক নং-৪, ভলুম নং- ১০, পাতা নং-১৯২ হইতে ১৯৪, বিষয় নং- ৫৫৯ নং পাওয়ার অফ এটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে ১। শ্রীমতী বুলি মুখার্জী, স্বামী স্বর্গীয় যুগল সেবক মুখার্জী, ২। শ্রীমতী শুভ্রা চ্যাটার্জী, স্বামী অজিত চ্যাটার্জী, ৩। শ্রীমতী তনুশ্রী ঘোষ, স্বামী হারাধন ঘোষ মহাশয়া গনের নিকট হইতে কোনা মৌজায় হাল (১৮২০) ১২২৩/১ নং খতিয়ানে তাহাদের পৈত্রিক / স্বামীর ওয়ারিশন সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত দাগের সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

:: বিজ্ঞপ্তি ::
এতদ্বারা জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে, থানা ও জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত জগদল্লা -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ (বাঁকুড়া ১ নং ব্লক) ১৭৩ নং থানাওয়ার ভাতুড়ী মৌজার বর্তমান L.R. রেকর্ডে ৫২৪ এবং ৫৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত নিম্নলিখিত দাগ গুলিতে (১) শ্রীমতী আরতী মন্ডল ওর্ফে আরতী বাগ, পিতা ˇফকির বাগ, স্বামী শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, সাং- ভাতুড়ী, পোষ্ট- হেলনা শুশুনিয়া, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া, (২) শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, পিতা ˇহাঁন্দু মন্ডল, সাং- দুন্দা, পোষ্ট- হীরাপুর, থানা- ওন্দা, চৌকী ও জেলা বাঁকুড়া গত ইং ০৪/০৩/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া এ.ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-010200899/2024 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জী, পিতা ˇকালীপদ ব্যানার্জী সাং- আনন্দ নগর কাটজুড়িডাঙ্গা, পোঃ অঃ - কেন্দুয়াডিহি, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া কে ২৬০.৬ শতক জায়গার আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার ২২/০৩/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া ডি.এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 1858/2024 নং কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রীমতী রাধারানী চট্টোপাধ্যায় স্বামী শ্রী ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, সাকিম- জুনবেদিয়া, পোষ্ট জুনবেদিয়া, থানা চৌকী ও জেলা বাঁকুড়া কে উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে উক্ত মৌজা ভাতুড়ী, জে.এল. নং- ১৭৩, বর্ত্তমান L.R. রেকর্ডের ৫২৪ নং খতিয়ান ভূক্ত সাবেক ও হাল ১৮৯২ দাগে গড়লায়েক পতিত ০৭ (সাত) শতক, ১৮৯৭ দাগে গড়লায়েক পতিত ০৩ (তিন) শতক, ১৮৯৬ দাগে বাইদ ০৪ (চার) শতক, ২২১৭ দাগে গড়লায়েক পতিত ০৫ (পাঁচ) শতক, ৫৭৮ দাগে বাইদ ০৪ (চার) শতক, ৯৯৬ দাগে বাইদ ০৪ (চার) শতক, ১৮৬২ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক একুনে সর্ব্ব মোট ২৯ (উনত্রিশ) শতক জায়গা এবং বর্ত্তমান L.R. রেকর্ডে ৫৪৬ নং খতিয়ান ভূক্ত সাবেক ও হাল ৯৯৬ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক, ১১৩৩ দাগে তড়া ০২ (দুই) শতক একুনে সর্ব্ব মোট ০৪ (চার) শতক জায়গাএমতে উক্ত দুইটি খতিয়ানে উপরোক্ত দাগগুলির সর্ব মোট ৩৩ (তেত্রিশ) শতক জমি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত দলিলে উক্ত দুইটি খতিয়ানের উক্ত দাগ গুলিতে বিক্রয়ের ব্যাপারে এবং উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করানোর ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি / অভিযোগ থাকিলে উপযুক্ত তথ্য-প্রমান লইয়া এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী এক মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O. বাঁকুড়া-১ নং অফিসে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন। তান্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Swapan Kumar Banerjee, Advocate, District Judge's Court, Bankura
E.N. No.-W.B. 911/84

:: বিজ্ঞপ্তি ::
এতদ্বারা জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে, থানা ও জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত জগদল্লা -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ (বাঁকুড়া ১ নং ব্লক) ১৭৩ নং থানাওয়ার ভাতুড়ী মৌজার বর্তমান L.R. রেকর্ডে ৫২৪ এবং ৫৪৬ নং খতিয়ান ভূক্ত নিম্নলিখিত দাগ গুলিতে (১) শ্রীমতী আরতী মন্ডল ওর্ফে আরতী বাগ, পিতা ˇফকির বাগ, স্বামী শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, সাং- ভাতুড়ী, পোষ্ট- হেলনা শুশুনিয়া, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া, (২) শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, পিতা ˇহাঁন্দু মন্ডল, সাং- দুন্দা, পোষ্ট- হীরাপুর, থানা- ওন্দা, চৌকী ও জেলা বাঁকুড়া গত ইং ০৪/০৩/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া এ.ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-010200899/2024 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জী, পিতা ˇকালীপদ ব্যানার্জী সাং আনন্দ নগর কাটজুড়িডাঙ্গা, পোঃ অঃ- কেন্দুয়াডিহি, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া কে ২৬০.৬ শতক জায়গার আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার ২২/০৩/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া ডি.এস. আর, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 1857/2024 নং কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রীমতী রীতা মন্ডল (সাহা) স্বামী শ্রী উদ্ধব চন্দ্র সাহা, সাকিম ও পোষ্ট হামিরপুর, থানা পাত্রসায়ের, চৌকী বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া পিন- ৭২২২০৬ নং হাল সাকিম উত্তর অরবিন্দ নগর বাঁকুড়া পোষ্ট থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া কে উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে উক্ত মৌজা ভাতুড়ী, জে.এল. নং-১৭৩, বর্ত্তমান L.R. রেকর্ডের ৫২৪ নং খতিয়ান ভূক্ত সাবেক ও হাল ১৮৯২ দাগে গড়লায়েক পতিত ০৩ (তিন) শতক, ১৮৯৬ দাগে বাইদ ০৩ (তিন) শতক, ১৮৯৭ দাগে গড়লায়েক পতিত ০৩ (তিন) শতক, ২২১৭ দাগে গড়লায়েক পতিত ০২ (দুই) শতক, ৫৭৮ দাগে বাইদ ০৩ (তিন) শতক, ৭২ দাগে বাইদ ০৩ তিন) শতক, ৯৯৬ দাগে বাইদ ০৩ (তিন) শতক, ১১৩৩ দাগে তড়া ০২ (দুই) শতক, ৩২৩ দাগে বাইদ ০.০১৫০ (শুন্য দশমিক শুন্য এক পাঁচ শুন্য) একর, ১২৪৭ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক, একুনে সর্ব মোট ২৫½ (সাড়ে পঁচিশ) শতক জায়গা এবং বর্ত্তমান L.R. রেকর্ডে ৫৪৬ নং খতিয়ান ভূক্ত সাবেক ও হাল ১৮৬২ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক, ১৮৯৬ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক, ৫৭৮ দাগে বাইদ ০২(দুই) শতক, ১১৩৩ দাগে তড়া ০১ (এক) শতক, ৩২৩ দাগে বাইদ ০.০০৫০ (শুন্য দশমিক শুন্য শুন্য পাঁচ শুন্য) একর, একুনে সর্ব মোট ৭½ (সাড়ে সাত) শতক জায়গা এমতে উক্ত দুইটি খতিয়ানে উপরোক্ত দাগগুলিতে সর্ব মোট ৩৩ (তেত্রিশ) শতক জমি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত দলিলে উক্ত দুইটি খতিয়ানের উক্ত দাগ গুলিতে বিক্রয়ের ব্যাপারে এবং উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করানোর ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি / অভিযোগ থাকিলে উপযুক্ত তথ্য-প্রমান লইয়া এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী এক মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O. বাঁকুড়া-১ নং অফিসে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Swapan Kumar Banerjee, Advocate, District Judge's Court, Bankura
E.N. No.-W.B. 911/84

:: বিজ্ঞপ্তি ::
এতদ্বারা জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে, থানা ও জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত জগদল্লা -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ (বাঁকুড়া ১ নং ব্লক) ১৭৩ নং থানাওয়ার ভাতুড়ী মৌজার বর্তমান L.R. রেকর্ডে ৫২৪ এবং ৫৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত নিম্নলিখিত দাগ গুলিতে (১) শ্রীমতী আরতী মন্ডল ওর্ফে আরতী বাগ, পিতা ˇফকির বাগ, স্বামী শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, সাং- ভাতুড়ী, পোষ্ট- হেলনা শুশুনিয়া, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া, (২) শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, পিতা ˇহাঁন্দু মন্ডল, সাং- দুন্দা, পোষ্ট- হীরাপুর, থানা- ওন্দা, চৌকী ও জেলা বাঁকুড়া গত ইং ০৪/০৩/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া এ.ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-010200899/2024 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জী, পিতা ˇকালীপদ ব্যানার্জী সাং- আনন্দ নগর কাটজুড়িডাঙ্গা, পোঃ অঃ - কেন্দুয়াডিহি, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া কে ২৬০.৬ শতক জায়গার আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার ২২/০৩/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া ডি.এস. আর, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 1859/2024 নং কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল ১। শ্রী দেবকুমার মন্ডল ২। শ্রী রাজকুমার মন্ডল উভয়ের পিতা শ্রী তপন কুমার মন্ডল, সাকিম- নবগ্রাম, পোষ্ট- শালবেদিয়া, থানা- গঙ্গাজলঘাটী চৌকী ও জেলা বাঁকুড়া, হাল সাকিম বনবিতান, পলাশতলা রোড কালভার্টের সন্নিকটে, পোষ্ট- জুনবেদিয়া, থানা চৌকী ও জেলা-বাঁকুড়া কে উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে উক্ত মৌজা ভাতুড়ী, জে.এল, নং- ১৭৩ বর্তমান L.R. রেকর্ডে ৫২৪ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১১৩৩ দাগে তড়া ০৮ (আট) শতক, ১৪৭৪ দাগে শোল ১০ (দশ) শতক, ১৮৬২ দাগে বাইদ ১১ (এগার) শতক, ২২১৭ দাগে গড় লায়েক পতিত ১০ (দশ) শতক, ১৮৯২ দাগে গড়লায়েক পতিত ১১ (এগার) শতক ১১৫ দাগে বাইদ ০২½ (আড়াই) শতক, ১০৪৪ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক, ১১৬৮ দাগে বাইদ ০২½ (আড়াই) শতক, ১৫৩১ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক, ১০৮ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক, ১৮৯৭ দাগে গড়লায়েক পতিত ০৩ (তিন) শতক, ১১৩৪ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক। একুনে সর্ব মোট ৬৬ (ছেষট্টি) শতক জায়গা বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত দলিলে উক্ত খতিয়ানের উক্ত দাগ গুলিতে বিক্রয়ের ব্যাপারে এবং উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করানোর ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি / অভিযোগ থাকিলে উপযুক্ত তথ্য-প্রমান লইয়া এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী এক মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O. বাঁকুড়া-১ নং অফিসে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আমার মক্কেলগন তাহাদের নিজ নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Swapan Kumar Banerjee, Advocate, District Judge's Court, Bankura
E.N. No.-W.B. 911/84

:: বিজ্ঞপ্তি ::
এতদ্বারা জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে, থানা ও জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত জগদল্লা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ (বাঁকুড়া ১ নং ব্লক) ১৭৩ নং থানাওয়ার ভাতুড়ী মৌজার বর্তমান L.R. রেকর্ডে ৫২৪ এবং ৫৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত নিম্নলিখিত দাগ গুলিতে (১) শ্রীমতী আরতী মন্ডল ওর্ফে আরতী বাগ, পিতা ˇফকির বাগ, স্বামী শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, সাং-ভাতুড়ী, পোষ্ট- হেলনা শুশুনিয়া, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া, (২) শ্রী শান্তিরাম মন্ডল, পিতা ˇহাঁন্দু মন্ডল, সাং- দুন্দা, পোষ্ট- হীরাপুর, থানা- ওন্দা, চৌকী ও জেলা বাঁকুড়া গত ইং ০৪/০৩/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া এ.ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-010200899/2024 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জী, পিতা ˇকালীপদ ব্যানার্জী সাং আনন্দ নগর কাটজুড়িডাঙ্গা, পোঃ অঃ কেন্দুয়াডিহি, থানা চৌকী ও জেলা- বাঁকুড়া কে ২৬০.৬ শতক জায়গার আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার ২২/০৩/২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া ডি.এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 1853/2024 নং কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রী সত্যজিৎ ভট্টাচার্য্য পিতা ˇলালবিহারী ভট্টাচার্য্য, সাকিম- উত্তরায়ন পল্লী কাটজুড়িডাঙ্গা পাঁচবাগা, পোষ্ট- কেন্দুয়াডিহি, থানা চৌকী ও জেলা বাঁকুড়া কে উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে উক্ত মৌজা ভাতুড়ী, জে.এল. নং- ১৭৩, বর্ত্তমান L.R. রেকর্ডে ৫২৪ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১৫৬৪ দাগে শোল ০২ (দুই) শতক, ১৬৮৯ দাগে বাইদ ০.০৩৫০ (শুন্য দশমিক শুন্য তিন পাঁচ শুন্য) একর, ১৮৯৪ দাগে ০২ (দুই) শতক, ৭২ দাগে বাইদ ০২ (দুই) শতক, ১৬৮২ দাগে গড় লায়েক পতিত ০৩ (তিন) শতক একুনে সর্ব মোট ১২½(সাড়ে বার) শতক এবং বর্তমান L.R. রেকর্ডে ৫৪৬ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ১৮৯২ দাগে গড়লায়েক পতিত ০২ (দুই) শতক, ১৪৭৪ দাগে শোল ০২ (দুই) শতক একুনে সর্ব মোট ০৪ (চার) শতক এবং উক্ত দুটি খতিয়ানে উপরোক্ত দাগ গুলিতে সর্ব মোট ১৬½ (সাড়ে ষোল) শতক জমি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত দলিলে উক্ত দুইটি খতিয়ানের উক্ত দাগ গুলিতে বিক্রয়ের ব্যাপারে এবং উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করানোর ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি / অভিযোগ থাকিলে উপযুক্ত তথ্য-প্রমান লইয়া এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী এক মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O. বাঁকুড়া-১ নং অফিসে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Swapan Kumar Banerjee, Advocate, District Judge's Court, Bankura
E.N. No.-W.B. 911/84

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ২০২৪, ২৪ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার

মুখ্যমন্ত্রী যা বলছেন তা সবই ফেক, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিক্সন হালদার। বরিশালের ফিরোজপুরের বাসিন্দা। হিন্দু হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে কলকাতায়। এই নিক্সন হালদারকে পাশে নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোমবার বিধানসভার বাইরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, বাংলাদেশে সবথেকে অত্যাচারিত হচ্ছে জনজাতির সব পরিবার। যার জন্য বহু হিন্দু বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এই অত্যাচারের মধ্যে রয়েছে নমঃশূদ্র, মতুয়া, হালদারদের মতো এই পরিবারগুলো। আর এরই রেশ টেনে শুভেন্দু এও দাবি করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যা বলছেন তা সবই ফেক।' আমরা এই সব পরিবারের পাশে রয়েছি। আমাদের তরফ থেকে মোটা চাল, মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে আশ্রয়ের জন্য খুলে দেওয়া হবে বাসস্থানও।'

এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দার্জিলিং এবং দিঘা সফর নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শুভেন্দু। বলেন, 'ওঁনার একটা সিডিউল থাকে দার্জিলিং এবং দিঘা যাওয়ার। এটা প্রায় প্রথার পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এই দুই সফর থেকে কিছু হবে এমনটা আশা করা অন্যায়।' সঙ্গে এও মনে করিয়ে দেন, মুখ্যমন্ত্রী গত চার মাস আগে লোকসভা নির্বাচনে ওই তমলুক জেলা তাঁর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়েছে। উনি ওখানে তাঁর বাড়ির কাছ দিয়ে পাঁচ কিলোমিটার পদযাত্রা করেছেন। সভা করেছেন একাধিক। সভা করেছেন অভিষেকও। মমতা এও বলেছেন, তিনি অধিকারীর

চোখ দিয়ে তমলুককে দেখতেন। অধিকারী মুক্ত তমলুক গড়ার বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষ যে তাঁর কথায় কান দেননি তা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সৌমেন্দু অধিকারীরকে প্রায় ৫০ হাজার ভোটে, প্রাক্তন জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রায় ৮০ হাজার ভোটে জিতিয়ে ৪৬ শতাংশ ভোট বিজেপিকে দিয়ে ১৬টি বিধানসভার ১৫টি ওঁনার পার্টিকে হারিয়ে 'পিসিমুক্ত' পূর্ব মেদিনীপুর গড়েছেন।' এরই পাশাপাশি শুভেন্দুর এও দাবি, তিনি একবার কেন ১০০ বার গেলেও কোনও লাভ হবে না। বরং ২০২৬-এ ১৬টি আসন পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষ উপহার দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তবে সিএএ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি এদিন বিরোধী দলনেতা। এদিন তিনি এও মনে করিয়ে দেন তিনি একজন বিজেপি বিধায়ক ব্যতীত আর কিছু নন। সেক্ষেত্রে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যে তিনি চান না এদিন তাও স্পষ্ট ভাষায় জানান শুভেন্দু।

বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ গড়ার ভাবনা

উদ্বোধনে আগাম আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রীকে: হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলডাঙায় তৈরি হবে বাবরি মসজিদ, এমনটাই ঘোষণা করেছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার বিধানসভার সামনে দাঁড়িয়ে এ ব্যাপারে বিশদে জানাতে গিয়ে বিধায়কের ব্যাক্ষা, কোনও রাজনৈতিক নেতা বা বিধায়ক নয়, এক ইসলাম ধর্মাবলম্বী হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। একটি ট্রাস্ট তৈরি করে তার মাধ্যমেই মসজিদ তৈরি করবেন তিনি। সেই ট্রাস্টে থাকবেন বিভিন্ন মাদ্রাসার কর্তারা।

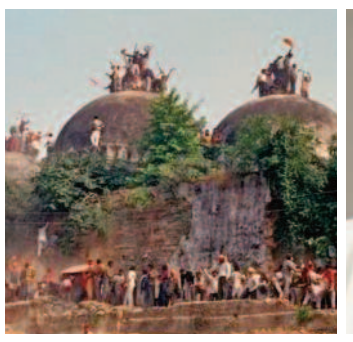

এমনকী এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে হুমায়ুন কবীর এদিন এও বলেন, 'ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের আবেগে সাড়া দিয়ে আমি এই ঘোষণা করেছি। বাংলায় ৩৫ শতাংশ নাগরিক মুসলিম, মুর্শিদাবাদের ৭০ শতাংশ মানুষ মুসলিম। এই বেলডাঙাতেই রয়েছে রাজ্যের সব থেকে পুরনো মাদ্রাসা, যার বয়স প্রায় ১১১ বছর। তাদের আবেগকে গুরুত্ব দিয়ে এই মসজিদ তৈরি করা হবে। তাই এই জায়গাকেই তিনি বেছে নিচ্ছেন বাবরি মসজিদ বানানোর জন্য।' একইসঙ্গে তিনি এও জানান, আগামী ২০২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর সেই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। আর মসজিদের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সময় লাগবে ৩ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত। অযোধ্যায় যে বাবরি মসজিদ ছিল, তার থেকেও বড় মসজিদ তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন।

বিধায়ক আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তিনি আমন্ত্রণ জানবেন। হুমায়ুন কবীর বলেন, 'মসজিদ বানাব। তাতে শৃঙ্খলার কোনও ব্যাপার নেই। আমার ধর্ম আমি করতেই পারি। আর মুখ্যমন্ত্রীও খুশি হবেন। তাঁকে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাকব। ট্রাস্টিকে অনুরোধ করব তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।'

বরখাস্ত ১১ জন চিকিৎসক পড়ুয়াকে কলেজে প্রবেশের অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের পর সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের 'সাসপেন্ডেড' ১১ জন চিকিৎসক পড়ুয়াকেও কলেজে প্রবেশের অনুমতি দিল বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ। তবে এই অনুমতির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে শর্তও। সঙ্গে জানানো হয়, আর কোনও অশান্তি কলেজে করবেন না, এই মর্মে মুচলেকা দিতে হবে 'সাসপেন্ডেড' পড়ুয়াদের। মুচলেকা না দিলে ক্লাস করার অনুমতি পাবেন না বলেই শর্ত হাইকোর্টের।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অগাস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুন করা হয় তাঁকে। এই ঘটনা নিয়ে উত্তেজনার মাঝে রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে 'থ্রেট কালচার' বা 'হুমকি সংস্কৃতি' শিরোনামে চলে আসে। উত্তেজনার মাঝে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক চলাকালীন হামলার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মনোজিৎ মুখোপাধ্যায় নামে এক জুনিয়র চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কামারহাটি থানায় এফআইআর হয়। এর পরই কলেজ কর্তৃপক্ষ ১১ জনকে সাসপেন্ড করে।

ওই ১১ জনের সাসপেনশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের হয়। সোমবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে মামলার শুনানি ছিল। সাসপেনশনের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ জারি করে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের তরফে জানানো হয়, কলেজে ক্লাস করতে পারবেন তাঁরা।

সোমবার বিকেলে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচয় বদলাতে স্পোকেন হিন্দি প্রশিক্ষণ ধৃত বিএনপি নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েকদিন আগেই পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন সেলিম মাতব্বর নামে বাংলাদেশের মাদারিপুরের বাসিন্দা এক বিএনপি নেতা। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি জাল আধার কার্ড ও ভুয়ো পাসপোর্ট। সঙ্গে উদ্ধার হয় বাংলাদেশ সরকারেরও একটি পরিচয়পত্র। এদিকে সেলিম পুলিশের কাছে নিজেকে রবি শর্মা পরিচয় দিয়ে দাবি করে বলে, সে দিল্লির মেন সার্কুলার রোনিয়া বিহারের বাসিন্দা। এরপরই সমস্যা বাধে রবি শর্মা নামে জাল পাসপোর্ট উদ্ধারের পর।

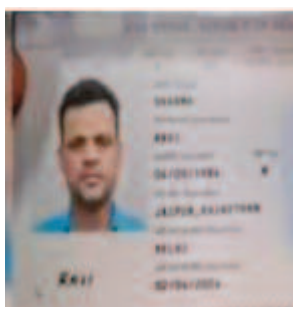

এদিকে তদন্তকারীদের হাতে এ তথ্যও এসেছে, গত বছরের শেষে বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে আসা সেলিম হিন্দিও জানত না। তাই বাংলা থেকে হিন্দি 'স্পিকিং কোর্স'-এর একটি বই দেখে সেলিম হিন্দি শিখতে শুরু করে। ওই বইটি উদ্ধারের পর সেলিম তার হিন্দি শিক্ষার ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্যও দেয় তদন্তকারী আধিকারিকদের। পুলিশের সূত্রে এ খবরও মিলেছে, কোনও ভুয়ো আধারকার্ডের ভিত্তিতে শুধু পাসপোর্ট তৈরি হয় না। ভুয়ো পাসপোর্টের জন্য প্রয়োজন জাল ভোটার কার্ডের মতো পরিচয়পত্রও। যেহেতু জাল পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তৈরি, তাই আরপিও বা পাসপোর্ট অফিস থেকে বানানো হলেও সেই পাসপোর্টকে জাল বলেই গণ্য করা হয়। পুলিশের মতে, সেলিম মাতব্বরের ভুয়ো পাসপোর্টের ক্ষেত্রেও ভুয়ো আধার কার্ডের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হয় একটি ভোটার পরিচয়পত্রের। ফলে দিল্লির এক চক্র সেই ভুয়ো ভোটার পরিচয়পত্র যে পাসপোর্ট তৈরির জন্য ব্যবহার করেছিল, সেই ব্যাপারে পুলিশ নিশ্চিত। কিন্তু পাসপোর্ট তৈরির পর পরই ভুয়ো চক্রের দালালরা সেই ভুয়ো ভোটার পরিচয়পত্রটি নষ্ট করে ফেলে বলে ধারণা পুলিশের। যদিও জেরার মুখে পুলিশকে সেলিম ভোটার পরিচয়পত্রের ব্যাপারে কোনও তথ্য জানায়নি। আবার পরে ওই ভুয়ো ভোটার পরিচয়পত্র অন্য কোনও জাল নথি তৈরির কাজেও তারা ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে। তবে দিল্লি থেকে পাসপোর্ট তৈরির আগে নদিয়ার হরিণঘাটা থেকেও একটি ভুয়ো আধারকার্ড তৈরি করে সেলিমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। নদিয়ার ভুয়ো আধারকার্ডেও সেলিম মাতব্বরের নাম রবি শর্মা ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সিবিআইয়ের নজরে ৯০০ ঘণ্টার সিসিটিভি ফুটেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের তদন্তে সিবিআই-এর নজরে এবার ৯০০ ঘণ্টার সিসিটিভি ফুটেজ। সোমবার সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে জানান এমনটাই। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ঘটনা পরবর্তী আটটি সিসিটিভি ক্যামেরা ও দিনের আটটি ক্যামেরার ২৪ ঘণ্টার ফুটেজ ফরেন্সিক পরীক্ষার পর খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকেরা। একইসঙ্গে সিবিআইয়ের তরফ থেকে এও জানানো হয়, তদন্তকারীদের আশঙ্কা, এই ফুটেজেই লুকিয়ে থাকতে পারে সব রহস্যের চাবিকাঠি। তথ্যপ্রমাণ লোপাটের যে অভিযোগ সামনে এনেছে সিবিআই তার সন্ধানেই এই ডিজিটাল প্রমাণকেই হাতিয়ার করা হচ্ছে আদালতে, অন্তত সূত্রে এমনটাই খবর। ধৃত সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবীদের সওয়ালের জবাবে সিবিআই আইনজীবী বলেন, '৯০০ ঘণ্টার ফুটেজ খতিয়ে দেখা কোনও মজার বিষয় নয়।' দুই অভিযুক্তকে চারদিনের জেল হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত। উল্লেখ্য, এর আগে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনায় সন্দীপ ঘোষ-সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছিল সিবিআই। ১২৫ পাতার চার্জশিট। তার সঙ্গে ৫০০ পাতার নথি জমা দিয়েছিল সিবিআই।

'ভুল তথ্য' পেশ হলে অশোক দিন্দার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় 'ভুল তথ্য' পেশ করা হলে ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সম্প্রতি দিন্দা মন্তব্য করেন, জলপাইগুড়ি স্টেডিয়াম তৈরির জন্য ৫০ কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। এমন মন্তব্যের জন্যই বিজেপি বিধায়ককে প্রমাণ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

এবার সেই বিষয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন অধ্যক্ষ।

গত বুধবারই বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে রাজ্য সরকারের ক্রীড়া বিষয়ক বরাদ্দ নিয়ে সরব হন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ক্রীড়া মন্ত্রী আরও মনে করিয়ে দেন, জলপাইগুড়িতে বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গণ তৈরি করে সাইয়ের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল ২০১৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর।

এপ্রসঙ্গে অশোক দিন্দা বলেন, 'সাই ২৫ একর জায়গা চেয়েছিল, ২০২১ সালে প্রশ্ন করেছিলাম স্পোর্টস কমপ্লেক্স এর জন্য। সাই অথরিটি চেয়ে পায়নি। ৫০ কোটি না ২০০ কোটি টাকা থেকে বাংলা বঞ্চিত হয়েছে।'

এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'অশোক দিন্দা হাউসকে মিসগাইড করছে। উনি বলেছেন জলপাইগুড়ির জন্য ৫০ কোটি দিয়েছেন। আমরা ৫০ কোটির জমি ও ৬০ কোটির পরিকাঠামোতে খরচ করেছি, যেখানে এখন গরু চড়ছে।' বিধানসভায় বিধায়ক অশোক দিন্দা একটি কাগজ পেশ করলে অধ্যক্ষ জানান, এবিষয়ে খোঁজ করে ব্যবস্থা নেবে। বিধায়ককে সঠিক তথ্য ও কাগজ বিধানসভায় দ্রুত জমার নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিরূপাক্ষের সদস্যপদ ফেরানোর সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ আইএমএ-র

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের সদস্যপদ ফেরানোর সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ জারি করল আইএমএ। আরজি কর আবহে ভাইরাল 'হুমকি'র অডিওকে কেন্দ্র করে চর্চায় এসেছিলেন বর্ধমান মেডিক্যালের প্যাথোলজি বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। এদিকে সূত্রে খবর, ৯ আগস্ট সকালে অর্থাৎ তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের দিন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সেমিনার হলে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। অভিযোগ ওঠে, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নাকি চলত তাঁর 'দাদাগিরি','থ্রেট কালচার'। তার জেরেই স্বাস্থ্যদপ্তর

তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে। পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর রাজ্য শাখা তাঁকে সাসপেন্ড করে। পরবর্তীতে দিন কয়েক আগে আইএমএ-র বৈঠকে দেখা যায় বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে। তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক মাথা চাড়া দেয়। এরপরই আইএমএ হেড কোয়ার্টারের তরফে সর্বভারতীয় সভাপতি চিঠি দিয়ে জানান, তাঁদের রাজ্য শাখার এক্তিয়ার নেই কাউকে সাপপেন্ড করার। সেখানেই বিরূপাক্ষের সাসপেনশন প্রত্যাহারের কথা বলা হয়। তা নিয়েও বিতর্কের ঝড় ওঠে। জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস অভিযোগ করে পরিকল্পনামাফিকই সাসপেনশনের পদ্ধতিতে এই ত্রুটি রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে হেড কোয়ার্টারের দ্বারস্থ হন আইএমএ কলকাতা শাখার সভাপতি। তিনি সাসপেনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার আবেদন করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত।

গায়ক থেকে নায়ক, শতবর্ষে তালাতকে সম্মান কেআইএফএফ-এর

শুভাশিস বিশ্বাস

গজলকে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের পুরোধা হিসেবে ধরা হয় তালাত মাহমুদকে, বাংলা সঙ্গীত জগতে একসময় যিনি পরিচিত ছিলেন তপন কুমার নামে। এই তালাত মাহমুদের গান শুরু হয়েছিল গজল দিয়ে লখনউয়ে, ১৯৩৯ সালে ম্যারিস কলেজে। পরে যার নাম বদলে হয় ভাতখণ্ডে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। ১৯৩৯-এ, বয়স তখনও মোটে ষোলো, তখনই লখনউ রেডিয়োতে ওঁর গাওয়া মীর, দাগ, জিগরের গজলের সুরভি বিস্তারিত হতে শুরু করে সারা ভারতে। এরপর উর্দু, হিন্দির সঙ্গে শুরু বাংলা গানের পথচলা। কলকাতায় পা রেখে কমল দাশগুপ্তের সুরে পরপর ক'টা বাংলা গানও গাইলেন, যার প্রথমটি (শোনো গো সোনার মেয়ে, ১৯৪৪)। পরের গান (সুর কমল দাশগুপ্ত), কথা (গিরীন চক্রবর্তী) অবাক-করা। 'দুটি পাখি দুটি তীরে' (১৯৪৫)-তে তালাতের বাংলা উচ্চারণটাও ছিল বড়ই বাঙালি। এরপর এই তালিকায় যোগ হয় কমল দাশগুপ্ত, পবিত্র মিত্র, শ্যামল মিত্র, শ্যামল গুপ্ত, কানু ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, ভি. বালসারা, রবীন চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কথায় ও সুরে আরও বেশ কিছু গান। যে তালিকায় রয়েছে 'আলোতে ছায়াতে', 'চাঁদের এত আলো', 'ঘুমেরও ছায়া', 'এই তো বেশ এই নদীর তীরে', 'যেথা রামধনু ওঠে', 'সে কোন শাওনি মেঘ', 'অনেক সন্ধ্যাতারা', 'তুমি সুন্দর যদি নাহি হও', 'শোনো গো সোনার মেয়ে', 'আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়', 'এই রিমঝিম ঝিম বরষায়'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে তাঁর গাওয়া 'এ যদি আকাশ হয়, তোমায় কী বলে আমি ডাকব বল' বাংলা গানকে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা।

১৯৪৪-এই তালাত-ই গেয়ে ফেলেন ওঁর বেসিক হিন্দি হিট 'তসবির তেরি দিল মেরা ব্যাহেলা ন সকেগি'। আজও নন-ফিল্মিক রেকর্ডের বিক্রির তালিকায় ওপরের দিকে থেকে গেছে এই গানটা। এই গানের সাফল্যই ওঁকে কলকাতায় বানানো তিনটে হিন্দি ছবির নায়কের রোলও পাইয়ে দেয়। যার দুটোতে কাননদেবী ('রাজলক্ষ্মী' আর 'তুম অউর ম্যাঁয়) আর একটিতে ভারতী দেবী ('সমাপ্তি')।

এরপর ১৯৪৯-এ, বোম্বাই পাড়ি দেন তালাত। অভিনয়ের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই ছিল, তবে তত দিনে বড় টান হয়েছে বম্বেতে প্লে-ব্যাক গাওয়ার। কলকাতা থেকেই ওঁর নাম পৌঁছেছিল বম্বেতে, তাতে একটার পর একটা অফার এসেই চলেছিল। কিন্তু বম্বেতে তালাত মাহমুদের 'তালাত মাহমুদ' হয়ে ওঠার শুরু অনিল বিশ্বাসের সুরে 'আর্জু' ছবিতে 'অ্যায় দিল মুঝে অ্যায়সি জগহ লে চল যাঁহা কোই ন হো' গেয়ে।

বম্বের ছবির সাউন্ডট্র্যাকে যিনি গজলের স্টাইলকে মসৃণভাবে বুনে দিয়েছিলেন সেই অনিল বিশ্বাসই যেন হিন্দি গানে তালাতের গায়কির ছায়াপথ নির্দিষ্ট করে দিলেন। বাংলায় বেসিক গানে যেমন ওঁর গজল স্টাইলের অনুচ্চ স্বরতরঙ্গকে কাজে লাগিয়েছিলেন তেমনই হিন্দি ফিল্মগানেও তখনকার বাংলা গীতিধারার মূর্ছনা ও আবেশ বয়ে

এনেছিলেন। ওঁর অনেক হিন্দি প্লে-ব্যাকে শ্রোতা যেন এক বাঙালি কণ্ঠস্বর খুঁজে পায়। যার সম্যক প্রতিফলন বাঙালি পরিচালক বিমল রায়ের বাঙালি জীবন নিয়ে তৈরি 'সুজাতা' ছবিতে বাঙালি সুরকার শচীনদেব বর্মনের নির্মিত 'জ্বলতে হ্যায় যিসকে লিয়ে' গানে। পর্দায় গানটা নায়ক সুনীল দত্ত টেলিফোনে গেয়ে শোনাচ্ছেন নায়িকা ন্যূতনকে। দৃশ্যের বাঙালি আমেজটা সম্পূর্ণ হয়েছে তালাতের একটা প্রায় নিখুঁত বাঙালি আওয়াজে।

এই কণ্ঠে মজেই সলিল চৌধুরী ওঁর সুরারোপিত দুটি হিন্দি ছবির তিনটি অবিস্মরণীয় গানে তালাতের গলা নিয়েছেন। তার একটি 'ইতনা ন মুঝসে তু পিয়ার বঢ়া', যা অর্ধশতাধীকাল পেরিয়েও ঘুরেছে ঠোঁটে ঠোঁটে। দ্বিতীয় গানটাও কানে বসে আছে বাঙালির, কারণ এর সুর নির্ভুল ভাবে সলিলীয়। হিন্দিতে গানটা ডুয়েট ছিল তালাত ও লতার। 'আহা রিম ঝিম কে ইয়ে পিয়ারে পিয়ারে গীত লিয়ে'। সুরটাকে বাংলাতে গেয়েছেন শ্যামল মিত্র-'আহা, ওই আঁকাবাঁকা যে পথ যায় সুদূরে'।

আর তৃতীয় গানটাও 'ছায়া' ছায়াছবির। 'আঁসু সমঝ কে কিঁউ মুঝে আঁখসে তুমনে গিরা দিয়া'। রাজিন্দার কৃষণের কথায় ধরা এই গানের বাংলা ভার্সানে সলিল কথা বসিয়েছিলেন, 'কী যে করি, কী যে করি/দূরে যেতে হয় তাই/ সুরে সুরে কাছে যেতে চাই'। লতাকে দিয়ে গাওয়ানো সে গান বাংলায় ক্ল্যাসিক হয়ে আছে। এরই পাশাপাশি ভোলা যাবে না 'জ্বলতে হ্যায় জিসকে লিয়ে', 'যায়ে তো যায়ে কাঁহা', 'ফির ওহি শাম', 'অ্যায় মেরে দিল কাঁহি অউর চল', 'রাত নে কেয়া কেয়া খেয়াব দিখায়ে', 'রাহি মতওয়ালে', 'অ্যায় দিল মুঝে অ্যায়সি জগা লে চল', 'রো রো বিতা জীবন সারা'-র মতো গানগুলোও। শুধু গানই নয়, বাংলাকেও ভালোবেসে ফেলেছিলেন তালাত। জীবনসঙ্গিনীও নির্বাচন করেছিলেন লতিকা মল্লিককে, যিনি ছিলেন একজন বাঙালি খ্রিস্টান। ভালোবাসা দিয়ে মুছে ফেলেছিলেন রক্ষণশীল পরিবারের সব বাধা-বিপত্তি।

তালাতের 'ওপরওয়ালার দান' বলতে ছিল কণ্ঠের পাশাপাশি মুখে রও অপরূপ শ্রী। যার জেরে ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৮-র মধ্যে অভিনয় করে ফেলেন ডজনখানেক ছবিতেও। শুরুতে নায়িকা হিসেবে 'রাজলক্ষ্মী' ছবিতে পান কাননবালাকে। শেষ করলেন নূতনকে নায়িকা পেয়ে 'সোনে কি চিড়িয়া' ছবিতে। মাঝখানে নায়িকা হয়েছেন মধুবালা, সুরাইয়া, শ্যামা, রূপমালা, শশীকলা, মালা সিনহার গ্ল্যামারাস অভিনেত্রীরা।

তালাত সম্পর্কে দিলীপ কুমার তালাতকে দেখে তো বলেই ফেলেছিলেন, 'মানুষটার ভদ্রতা ওঁর চেহারায় বেরিয়ে আসে।' আরও এক প্রতিভাধর বাঙালি গায়ক সুবীর সেন বলেছিলেন, 'তালাত মাহমুদের ভদ্র, সুজন ব্যক্তিত্বের একটা তুলনা হতে পারে রাহুল দ্রাবিড়। নির্ভরশীল ও কীর্তিমান, কিন্তু প্রচারের আলোকবৃত্ত থেকে সরে। তাঁর এই নির্জনতাটাই ফুটে ওঠে শ্যামল গুপ্তের কথায় আর ভি বালসারার সুরে- 'তুমি সুন্দর যদি নাহি হও-এ।' বাঙালি আজও তাঁর কণ্ঠস্বরেই যেন খুঁজে পায় চাঁদের চোখে নেমে আসা ঘুমের ছায়া।

'সবলা'র শুভ সূচনা করলেন নগরপাল অলোক রাজোরিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাসে-ট্রেনে মাঝে মধ্যেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয় মহিলাদের। বিশেষত স্কুল-কলেজের ছাত্রীদেরও পথেঘাটে নানান বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

সেদিকে নজর রেখেই ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে স্কুল-কলেজে আত্মরক্ষার পাঠ দেওয়া শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৬ ডিসেম্বর ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির 'সবলা'র শুভ সূচনা হয়েছে। সোমবার ব্যারাকপুর স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের এই আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবিরের শুভ সূচনা হল। মশাল প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরের শুভ সূচনা করলেন ব্যারাকপুরের নগরপাল আলোক রাজোরিয়া।

এদিন সবলার শুভ সূচনা করে নগরপাল অলোক রাজোরিয়া বলেন, 'ছাত্রীদের নিজেদের আত্মরক্ষায় স্কুল কলেজে প্রশিক্ষণ শিবির 'সবলা' শুরু করা হয়েছে। আগামী দিনে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আত্মরক্ষার এই প্রশিক্ষণ শিবিরের ওপর জোর দেওয়া হবে।'

সম্পাদকীয়

প্রাণিজগতের ইতিহাসে শ্রম, উৎপাদন থেকে পণ্য উৎপাদনেরও ইতিহাস আছে

‘প্রাইভেসি’ কোনও বানিয়ে তোলা ধারণা নয়, অন্তস্তলে প্রোথিত এক আকাঙ্ক্ষা, যা সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে মানুষের মজ্জায়। এই কথা মানতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। আদিম মানবের ‘প্রাইভেসি’ ছিল না। প্রধান কারণ যৌনতা ও সম্পদ ব্যক্তিগত হয়নি। জীবজগতে মানুষ একমাত্র প্রাণী, যে দ্বিতীয় সাঙ্কেতিক স্তরের মাধ্যমে কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করেছে। আর মূলত এই কথার মাধ্যমে এবং জৈব রাসায়নিক ও উন্নত স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে ‘অন্তস্তলে প্রোথিত’ হয়ে ‘প্রাইভেসি’ ধারণাটি ‘বানিয়ে তুলেছে’ ও তা মজ্জায় ‘সম্পৃক্ত’ হয়েছে। প্রাণিজগতের ইতিহাসে কোনও কিছুই শূন্য থেকে শুরু হয়নি। শ্রম, উৎপাদন থেকে পণ্য উৎপাদনেরও ইতিহাস আছে। প্রাইভেসি ও পণ্যের ইতিহাসের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক আছে। তা বুঝতে ‘প্রাইভেসি’, ‘পণ্য’; কার নির্মাণ, কী ভাবে হয়, সেটা জানতে হবে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে হবে। শিশুর জন্মের পর থেকে তাকে কেন্দ্র করে সমাজব্যবস্থা ও বাজারব্যবস্থার সৌজন্যে সে পণ্য হয়ে যেতে থাকে। যার জন্য তার চুরি যাওয়ার ভয়, নানা রকম ক্ষতির ভয়ও বাড়ে। শিশুকে তাই যথাসাধ্য প্রাইভেসি, নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যে বড় করতে হয়। ঝুঁকি কমাতে শিশুর হাতে নেটওয়ার্ক-সহ আধুনিক গ্যাজেট তুলে দেওয়া হয়। এ ভাবে শৈশব থেকে নিরাপত্তার সঙ্গে বোঝাপড়া চলে। শিশু থেকে বৃদ্ধ; সকলেই পণ্য হয়ে যান। এত দিন মানবপণ্যের যৌনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও অর্থসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ সবচেয়ে ঝুঁকিপ্রবণ ছিল। প্রাইভেসিও ততটাই মূল্যবান ছিল। ক্রমশ যন্ত্রের কৃত্রিম মেধা ও সেটির সুবিধাভোগীরা এই জায়গা গোলমাল করে দিচ্ছে। এত দিন মানুষের বোধ, জ্ঞান, প্রজ্ঞার মাধ্যমে ঝুঁকির মোকাবিলা করা যাচ্ছিল। কিন্তু এখন যেন ভূপেন হাজরিকার গানই সত্য হয়ে উঠছে, মানুষ মানুষকে পণ্য করে।

শব্দবাণ-১২৭

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সভাসমিতি প্রভৃতির বৈঠক বসা ৩. চক্রাকার ৫. অব্দ, সন ৭. অন্ধকার ৮. পদ্ম, তামরস ১০. হুঁশিয়ার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. প্রচুর, অঢেল ২. যাতে শক্তি বা জোর বাড়ে ৩. বিস্তীর্ণ ৪. গভর্নর, রাজ্যপাল ৬. আমগাছ ৯. এক রাশি।

সমাধান: শব্দবাণ-১২৬

পাশাপাশি: ১. আহাম্মক ৩. সদর ৪. গরিমা ৬. জনিত্র ৯. রগড়া ১০. মহারাজ।

উপর-নীচ: ১. আরম্ভ ২. কড়ারি ৩. সরসিজ ৫. মাথাখোঁড়া ৭. নিঝুম ৮. গরজ।

জন্মদিন

আজকের দিন

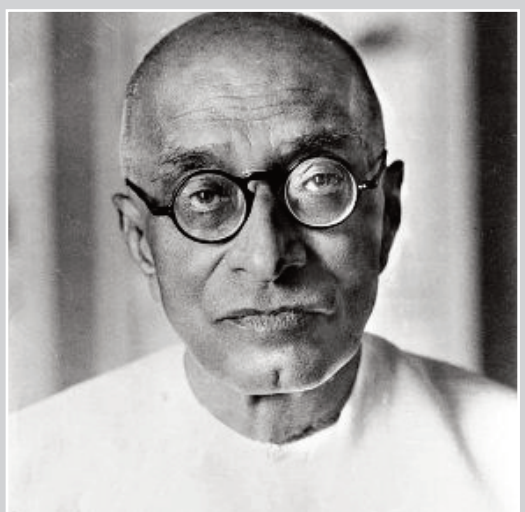

সি রাজাগোপালাচারি

১৮৭৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সি রাজাগোপালাচারির জন্মদিন।*
১৮৭০ *বিশিষ্ট ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

নতুন করে বিতর্ক কলকাতার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে

অশোক সেনগুপ্ত

জওহরলাল নেহরু কলকাতাকে বলেছিলেন ‘মিছিল-নগরী’। তাঁর নাতি রাজীব গান্ধী আশির দশকের মাঝপর্বে কলকাতাকে ‘মুমূর্ষু নগরী’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আমবাঙালির একটা বড় অংশ এসব মন্তব্য মেনে নিতে পারেননি। বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের রেভান্থ রেড্ডি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরকে জঞ্জালের শহর বলে উল্লেখ করেছেন। এই সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশের বহু বাসিন্দা কলকাতাকে জঞ্জালনগরী বলে ক্রমাগত আক্রমন করে যাচ্ছেন।

সত্যি কি কলকাতার এই নেতিবাচক ভাবমূর্তির যথেষ্ঠ কারণ আছে? না থাকলে শোভন চট্টোপাধ্যায় মেয়র থাকাকালীন ভিনরাজ্যের মহিলা রাজনীতিকদের প্রতিনিধিদল কেন এসে প্রকাশ্যেই নাক সিঁটকাবেন কালীঘাটের অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে? কেন যত্রতত্র লোকে প্রকাশ্যেই প্রস্রাব করবে, এই প্রশ্ন করে পুরভবনে গিয়ে অস্বস্তিতে ফেলে দেবেন খোদ মেয়র শোভনকে?

তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর মতে তেলাঙ্গানা বাংলার শহর থেকে অনেক ভালো। কার্যত নতুন বিতর্ককে উসকে দিলেন তিনি।*এনিয়ে ‘মিরর নাউ’ সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলেছেন বিজেপি ও তৃণমূল নেতৃত্ব। বঙ্গ বিজেপির নেতা তথা কলকাতার পুরপিতা সজল ঘোষের দাবি, তেলাঙ্গানার সিএম বলছেন কলকাতা সব থেকে নোংরা শহর। আমি এর বিরোধিতা করছি। আমি খুব লজ্জিত। আমি খুব দুঃখ পেয়েছি এই কথায়। এই সব কথা শুনতে হচ্ছে। এর আগে রাজীব গান্ধী একবার বলেছিলেন, কলকাতা একটা মৃতপ্রায় শহর। বহু বছর আগে তিনি এটা বলেছিলেন। এবার ৪০ বছর পরেও সেই একই কথা বলা হচ্ছে। একথা মিথ্যে এটা বলছি না।*কলকাতাবাসী হিসাবে আমরা লজ্জিত।

কলকাতাকে এভাবে জঞ্জালের শহর বলে দাগিয়ে দেওয়ার জেরে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূলের অন্যতম নেত্রী দোলা সেন বলেন,*তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ থাকুন এটা আমরা চাই। আমরা জানি, দেশবাসীও জানেন কলকাতা কী ধরনের শহর। কলকাতা হল সিটি অফ জয়।

প্রাক্তন চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল (সিপিএমজি), প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী গৌতম ভট্টাচার্য অবশ্য এই প্রতিবেদককে জানান, ‘কলকাতার রাস্তাঘাট সাফসুতরো রাখার প্রয়াসে স্বল্পকাল আগে তৃণমূলেরই শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরবোর্ড (২০১০-১৫) যতটা উদ্যোগ নিয়েছিল, এখন সেটাও দেখা যায় না। তাই অবস্থা যা হবার তাই হয়েছে, অসুন্দরের শিরোপা আটকায় কে! - অথচ এই কলকাতার মতো সবুজ শহর বিশ্বে ক'টা আছে। এখানকার মাটির গুণে এবং জলের প্রাচুর্যে, বিনা প্রয়াসেই ঘাস জন্মায়, গাছ বড়ো হয়। শহরে যতোগুলো জলাশয় আছে অন্য সব শহরের কাছে সেটা ঈর্ষণীয়।- নগরবাসীকে একটু সচেতন করার প্রয়াস পুরবোর্ড করবে, শহরকে আরেকটু পরিছন্ন রাখতে তাঁরা উদ্যোগী হবেন - এটুকু কি তথাকথিত কল্লোলিনী-তিলোত্তমার নগরবাসীরা আশা করতে পারেন না?’

কী ভাবে শহর জুড়ে পরিচ্ছন্নতার কাজ হবে, তার রূপরেখা ঠিক করতে ২০১৭-র ১৯ জানুয়ারি কলকাতার পুলিশ এবং পুরসভার বরো চেয়ারম্যান-সহ অন্য অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। ঠিক হয় নৈশ জঞ্জাল অভিযান। শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেই কাজ চালাবে পুর প্রশাসন। বৈঠকে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, ‘‘শহর পরিষ্কার রাখতে পুরসভা কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। যাঁরা শহর নোংরা করছেন, এটা তাঁদের মনে রাখা দরকার।’’ এখন পুরসভা নিজে থেকে দিনে ও রাতে জঞ্জাল সাফাই করে দিচ্ছে ঠিকই। তবে এ ভাবে বেশি দিন চলবে না। রাস্তায়, ফুটপাথে যাঁরা জঞ্জাল ফেলছেন, আগামী দিনে তাঁদেরই সাফ করতে হবে। এর জন্য পুরসভা শহরের বিভিন্ন স্থানে ডাস্টবিন রেখে দেবে বলে জানান মেয়র। সেই সঙ্গে বলেন, এই অভ্যাস কিছু দিন চললে ব্যবসায়ী, হকার ও বাসিন্দারা কিছুটা সজাগ হবেন। তাতেও কাজ না হলে ট্রেড লাইসেন্স আটকে দেওয়ার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান শোভনবাবু।

কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল জার্মানিতে ছিলাম। সেদেশের এবং ইওরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন শহর দেখার সুযোগ হয়েছে। সেই সুবাদে পশ্চিমী শহরগুলোর পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। ওই সব জায়গায় বোতল-বাক্সের মতো মোড়কবন্দী জিনিসের কেনাবেচা অনেক বেশি। কিন্তু প্রতিটি বাড়ির সামনে বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং সেগুলো রাখার সুন্দর ব্যবস্থা, সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে স্বয়ংক্রিয় গাড়ি এনে পুরসভার তরফে সেগুলো সংগ্রহ করা আমাকে চমৎকৃত করেছিল। এই সব পুরপ্রক্রিয়ায় সহায়ক হয় আমজনতার সার্বিক পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতাবোধ।

শহরবাসী, সরকার, পুরসভা; শহরের অপরিচ্ছন্নতার জন্য কে বেশি দায়ী? এর জবাবে প্রাক্তন সিপিএমজি গৌতম ভট্টাচার্য বলেন, ‘অপরিচ্ছন্নতার নিরিখে আজকের কলকাতা নিঃসন্দেহে বিশ্বের সমস্ত মেট্রোপলিটান শহরগুলোর মধ্যে প্রতিযোগীতায় শিরোপা পাবে। এর দায় যতটা শহরবাসীর, ঠিক ততটাই সরকারের এবং কলকাতা কর্পোরেশনেরও। বাইরে থেকে যখন আমাদের এই শহরে কেউ আসেন যেই দুটো ব্যাপার সবচেয়ে বেশী পীড়াদায়ক হয় সেটা হলো অমসৃণ রাস্তা এবং দ্বিচক্রযানের হর্ন। অথচ দু-দশক আগেও রাস্তাঘাটের অবস্থা এতোটা শোচনীয় ছিল না!’

কলকাতাকে পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে নানা সময় নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে নানা সময় কলকাতার নানা জায়গায় আবর্জনা পড়ে থাকার ঘটনাও হয়। এবার একেবারে তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কলকাতাকে ঘিরে মন্তব্য করেছেন। আর তারপরই এনিয়ে তোলপাড়।*কর্মসূত্রে বিভিন্ন শহরে যাতায়ত করেন ভারতের জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কের (নাবার্ড) প্রাক্তন আধিকারিক বিদ্যুৎ বসু। এই প্রতিবেদককে তিনি জানান, ‘এটা ঠিক যে কলকাতা অনেক বড় শহরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী অপরিষ্কার। এক্ষেত্রে পৌরসভা এবং শহরবাসী দুপক্ষই সমান দায়ী। আরেকটা পক্ষ আছে, ফুটপাথ এবং রাস্তার বিক্রেতারা। শহরবাসীর যত্রতত্র এবং যখন তখন ময়লা ফেলা পুরসভার পরিষ্কার রাখার দায়িত্বপ্রাপ্তদের হতাশ করে। পরিষ্কার করে কী হবে - সাফ করার পরই ময়লা ফেলে দিল।

আবার রাস্তা অপরিষ্কার থাকলে, জঞ্জাল জমে থাকলে লোকেদের রাস্তা নোংরা করতে কোনো দ্বিধা হয় না। পুরসভার ও শহরবাসী দের মধ্যে একটা বোঝানোর চেষ্টা হয় যে এই সময় জমাদার ময়লা তুলে নিয়ে যাবে, তার পর ওই দিন আর রাস্তায় ময়লা ফেলবেন/ রাখবেন না।কিন্তু অনেকেই সেটা মানেন না। আবার জমাদারদের অনুপস্থিত বা সময় না মানার রাস্তা অপরিষ্কার থেকে যায়। হকারদের ছাউনি এবং ফুটপাথ ও রাস্তায় ছড়িয়ে বসা ব্যাপারীদের জন্যও শহরটাকে অনেক নোংরা দেখায়।

কলকাতা কতটা পরিচ্ছন্ন তা নিয়ে নানা সময়ে নানা বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কলকাতার বহু এলাকা রয়েছে যেখানে এখনও আবর্জনা জমে থাকার নজির রয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিবাদ, বিতর্ক সবটাই ওঠে ঘরের ভেতর থেকে। কিন্তু বাংলার বাইরে থেকে কেউ যখন আঙুল তুলেছেন তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। শহরবাসীর অনেকে অন্য একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে অপমান মেনে নিতে পারছেন না।

গৌতম ভট্টাচার্য বলেন, ‘মনে পড়ে কলকাতা কর্পোরেশন বোর্ড যখন প্রথমবার তৃণমূল কংগ্রেসের অধীনে আসে (২০০০-০৫), সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই বোর্ড কিন্তু কলকাতার রাস্তাঘাটের ভোল অনেকটাই বদলে দিয়েছিল! বাইক-ওয়ালারা যে সর্বদা হর্নে হাত চেপে চলাচল করেন, সেই দায় অবশ্য নগরবাসীরই। এই রোগটা শহরতলী অঞ্চলে আরো বেশী। কিন্তু সরকার বা কর্পোরেশনের তরফে প্রথম প্রজন্মের বাইকওয়ালাদের সচেতন করার কোনো প্রয়াস তো চোখে পড়ে নি!

শহরের অপরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে পুরসভাকে কাঠগড়ায় তুলে গৌতমবাবু এই প্রতিবেদককে জানান, ‘শহরের সবচেয়ে নতুন ব্যাধি কেবলের তারের জট। এই রোগটির বয়স বছর বিশেক। বর্তমান পুরবোর্ড চিকিৎসার বিধান নিয়ে মাঝেমধ্যে কিছু কথা বলেছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছু চোখে পড়ে নি। এই রোগটাতো দিল্লী-মুম্বাই প্রমুখ ভরতেরই অন্যান্য শহরে চোখে পড়ে না! চেন্নাইতে দেখেছিলাম মধ্যরাত্রে রাজপথ ঝাঁট দেওয়া হয়। এতটা না হয় নাই বা আশা করলাম, কিছুটা তো করা যায়!’

সমাজকর্মী, শিশু অধিকার রক্ষার প্রবক্তা সত্যগোপাল দে এই প্রতিবেদককে জানান, ‘যে কোনও শহর গ্রাম ও জনপদের পরিচ্ছন্নতার অধিকাংশ নির্ভর করে আমজনতার দায়িত্ববোধের উপর, সঙ্গে সরকারের সদিচ্ছা। একটা সময় কলকাতার রাস্তা ধোয়া হতো কাকভোরে। কখন কিভাবে সেটি যে প্রাগৈতিহাসিক হয়ে গেল জানা নেই। ‘কমিট নো লুইসেন্স’ লেখা নোটিশের সামনে জনতার প্রকৃতির ডাকে সাড়া কোন সভ্য দেশে হয় কি? পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণী, দুর্গাপুর যতটা পরিচ্ছন্ন কলকাতা, মালদহ ততটা নয়। আগরতলা, ডিব্রুগড়ে নগর প্রশাসনের ভূমিকা খুব ভাল। নূতন ও পুরাতন দিল্লির তুলনা কি দিতে হবে? দায়িত্ব সরকার ও নাগরিক উভয়ের।

সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রসঙ্গে গৌতমবাবু জানান, ‘সত্তরের দশকের শুরু থেকেই শহরের রাস্তাঘাট ভেন্ডারদের দখলে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় ধুলি-ধুসরিত প্লাস্টিকের চাদরে ঢাকা দোকানগুলোকে ঝুপড়ি-ঘর বলে ভ্রম হয়! লক্ষ লক্ষ লোকের রুজি-রোজগারের প্রশ্নে সরকারও যে কিছু করতে অপারগ সে বিষয়টা সকলেই বোঝেন, কিন্তু ফুটপাথের দোকানগুলোকেও কি একটু পরিচ্ছন্ন এবং বর্ণময় করা যায় না?’

পিকনিক: চলুন আরও গভীরে যাই

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

চলুন বেড়িয়ে আসি। মানে পিকনিক! দারুন মজা। ফাটাফাটি। মানে বনভোজন। মানে ক্লান্তির অবসান নাকি জাস্ট ছুটি কাটানো। উত্তর সব কটি হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কারণ এই অসময়ে আনন্দ অনেকেরই বিলীন। অনেকটা দায় অর্থনৈতিকতায়। তাও লুপ্তপ্রায় মনের ইচ্ছা উঁকি মারে অনেকেরই। আর যায় হোক না কেন এই ঘর থেকে বাইরে বের হতে লাগে মনের একরাশ আনন্দ ও ইচ্ছা। আর কিছুটা সাহসও। যাদের অনেক আছে তাদের বিষয়টি সর্বদা আলাদা। সবসময় সুবিধে হয় না মধ্যবিত্তের জীবন যাপনে। তাই চলুন আমরা বরং মধ্যবিত্তের নিয়ে মাথা ঘামায়।

শীত জাস্ট উঁকি মারছে। ছোঁয়া দিয়েছে ধরা দেয় নি। মানে আমরা শীতের আভাসে আছি, নাগালে নই। তাই অনেকেই হয়তো আছে আরো অপেক্ষায়। ভুল বললাম জাঁকিয়ে পড়ার অপেক্ষায়। কারণ শীতের সঙ্গে ভালই জমে কোথাও বেড়াতে যাওয়া বা সাদা বাংলায় পিকনিক। পিকনিক কথাটার মধ্যে কোথাও যেন একটা বাচ্চামো ব্যাপার লুকিয়ে আছে। মানে, মনে হয় ঠিক অনেকে মিলে এনজয়। মানে নো রান্নার লোক, নো এনি হেলপার। জাস্ট সকলেই যেন মনে করে পিকনিক তার এলাকা। এমনটা বইয়ের পাতায় ছিল। মনে পড়ে পিকনিকের রচনায়। ভুল বললাম আরো ভালোভাবে বনভোজনের রচনায়।মাধ্যমিকে তৈরিও করা হয়েছিল। ডেপোরা অবশ্য হলে দেখে নেবে বলে ঠিকঠাক রচনা প্রস্তুতিও করেনি। হলে মেরে দেবে বা ঠিক ম্যানেজ হবে এমন ভাব। অনেক ক্ষেত্রে ম্যানেজ হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে নয়। তবে আবেগ কিন্তু থামেনি। কি ছিল না সেখানে একটা ভালো স্পটের অপেক্ষার জন্যে হন্যে হয়ে খোঁজা। না, পয়সা দিলেও মেলেনি অনেক স্পট। সব বুকড। বাড়োরা খুঁজেছে একটু আড়াল আর ছোটরা খুঁজেছে একটু ফাঁকা জায়গা। মানে একটু ঢেঁকি, একটা দোলনা, বাডমিন্টন এর ঠিকঠাক প্লেস -- এইসব আরকি। আর মাঝবয়সি মানে মা, মাসি গোচের মানুষেরা কখন রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তা টের পাওয়াও যায়নি। সঙ্গে জোগাড় দিচ্ছে ছোট কর্মকর্তারা। মানে আলুর বস্তা এগিয়ে দেওয়া, কড়া ধরে গাড়ি থেকে নামানো বা এগিয়ে দেওয়া, শিল নোড়া রান্নার জায়গায় এনে দেওয়া বা জলের ড্রাম তুলে আনা এইসব আর কি। মানে ভারী কাজগুলি ছেলেরা করে। ঠিক এই সময়ে একজন বা একজন মেয়ের ঠিক রান্নার এক্সপার্ট পাওয়া যায়। আর সেই হয়ে যায় মাতব্বর। মানে কিসে কি লাগবে সেই যেন পাকা পুরোহিত। একেবারে চাল ফোটা থেকে কতটা আঁচে কি রান্না ভালো হয় বা কিসে কি ফোরণ বা কতটা মশলা সব তার যেন জানা। আর এই সময়ে ঠিক বাধ্য গোচের অনেকেই জুটে যায়। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা কিনা রান্না টেস্ট করার জন্যে ব্যস্ত। তাই অপেক্ষা বা ঘুর ঘুর যত বা কত রান্নার যায়গায়। আর মুখে মিথ্যা তারিফ করতে ব্যস্ত। আর একাধিক লোক এই বিভাগ দেখলে যা হয় ওই নুন কম, ঝাল বেশি কিম্বা স্বাদ পেরিয়ে আরেকটু ফোটার কথা বলে বসবে। আর এর মধ্যে কোনো নামডাক করা কর্তা ব্যক্তি থাকলে তো তাকে প্রাধান্য দিতেই হবে। সে বললে তবেই ওকে।

ওদিকে আবার মেন কর্তা ব্যস্ত এখনও যারা টাকা দেয়নি তাদের কালেকশনে। কারণ ওই কর্তা দেখেছে দেবো দেবো করে শেষ অবধি কেউ না কেউ বা একাধিক লোকে টাকা মেরে দেয়। আবার কোনো ক্যাপালকে আড়ালের সুযোগ দেওয়ার জন্যে ওই কর্মকর্তা নাকি হেব্বি হুজুর। ওদের কাছে জাস্ট পিকনিকটা ছুঁত। মানে রসালো প্রেমের একটা নিপাট নির্যাস তো ওরা পায়-ই পায় এই পিকনিকে। আজকেই নাকি ভালোবাসার কথাটা বলে ফেলবে রোহণ। সেটা আরন্যা ও জানে। ফলে সুযোগের অপেক্ষাই। ওদিকে বক্সে গান ' কে প্রথম ভালোবেসেছে ...'। লজ্জায় লাল আরণ্যা। ওরা এও ভাবে আর কর্মকর্তা যখন রাজ দা তখন কোনো কথা হবে না। ফুলটু মস্তি। ছোঁয়া ছুঁয়ে হয়েছে কবেই এবার একটু বেশি হলে ক্ষতি কি। তাই মনে হয় পিকনিক তো সত্যিই ছুঁতো।

ওদিকে রাজদা কম ব্যস্ত নন। সব গুলিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে। কম হ্যাপা! তবে চিন্তা নেই এই স্পটের চারিদিকে উঁচু পাঁচিলে কাঁটাতার বিছানো। পালানোর পথ নেই। আছে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা। তাও ভাবে আজকালকার ছেলে পেলে বলে কথা! কিভাবে বুদ্ধি খাটাবে তার ঠিক নেই। ছোটদের নিয়ে কোনো টেনশন নেই। দিব্যি আছে দোলনা, কানামাছি, ব্যাডমিন্টন --এইসব নিয়ে। মজার ব্যাপার এবার কুইজ হবে। মাস্টার আরমান। সঙ্গী ইরানি। দুজনেই তুখোড়। খেলা শুরু। হাজির প্রায়। অনেক পার্টিসিপেকট। আরমান বলে --ইরানি গ্রুপ করতে হবে। তবে তাই। মোট আটটা গ্রুপ। আছে নক আউট পর্ব। ইন্টারেস্টিং। ফাটাফাটি প্রশ্ন। দু'একটা বলতেই হবে। চট জলদি উত্তরে যেমন -হাওড়া ব্রিজ ব্লেড দিয়ে কাটা সম্ভব না অসম্ভব? বাবরের বাবার ছেলের নাম কি? এই সব অদ্ভুতরে প্রশ্ন। তবে বেশ ইন্টারেস্টিং। এবার বাকিরা আমি খেলবো খেলবো বলে লাফাতে লাগে। না আর লাগলে তো হবে না আরমান সাফ জানিয়ে দেয়। এতটাই ইন্টারেস্টিং হয় এই খেলা যে অন্য পিকনিক পার্টি এসে এখানে ভিড় ,জমায়। ও মা! কোথা থেকে এক মিডিয়াও এসে হাজির। সম্পূর্ণ শুটিং করলো আর সঙ্গে জানিয়েও দিল কবে টেলিকাস্ট হবে। সকলের বেশ আনন্দ হলো। খেলা শেষ। অন্য অনেক খেলা তখনও বাকি। বল গোলে ফেলা, উইকেট বল ছোড়া,হাঁড়ি ভাঙ্গা এইরকম কত কি। এই করতে করতে বিকেল গড়িয়ে এলো। আবার হালকা টিফিন। রাজদের যেনো এবার রিলিফ। কিন্তু না, এত সহজে সব শেষ হলো না। এই পিকনিক পার্টি থেকে দু' জন হাওয়া। মানে নেই এক জোড়া ছেলে মেয়ে। তাদের নাম আরমান আর ইরানি। বোঝো কান্ড! গোপন সূত্রের খবর ওই দুই ট্যালেন্টেড সময়মতো কাঁটাতার টপকে পালিয়েছে।

ছেলেটা পাঁচিল টপকে গেলেও মেয়েটা ফেঁসে যায়। চিৎকার করতেও পারছিল না। আর পাঁচিলের ওপার থেকে ছেলেটা আসতেও পারছিল না। না কোনো ধরার পজিশন নেই। নিচে দু'তিন ফোটা রক্ত পড়ে। ওপরে তাকানোতে দেখে যায় একটা লাল ওরনা। না ওটা লাল নয়,রক্তে ভেজা গলায় প্রায় ফাঁস লাগে লাগে অবস্থা। দেখে ফেলে নিচে থাকা দু'জন। নিচের ছেলেটা কিছুটা ভাঙ্গা ইটে রিস্কে পা দিয়ে কিছুটা হাত দিয়ে বেয়ে যতটা সম্ভব প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কোনো মতে উপরে ওঠে। তারপর উপরের একটি ভাঙ্গা লোহার রড ধরে মেয়েটার গলার ফাঁস সরায়। ততক্ষণে কিভাবে যে নিচে থাকা আরেকটি মেয়ে উপরে উঠলো জানা নেই। দু'জনের চেষ্টায় কাঁটাতার থেকে মেয়েটাকে বের করা হয়। অতি কষ্টে দু'জন ও বাইরে থাকা ওই পাঁচিল টপকে যাওয়া ছেলেটার সাহায্যে উপরে আটকে থাকা মেয়েটার প্রাণ বাঁচে। তখন সন্ধ্যা হবে হবে। আর ওই নিরালায় পিকনিক স্পটের বাইরে তেমন লোক নেই। তবে সামনেই একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে মেয়েতার শুস্রসা করে। প্রান বাঁচানো আরেকটি পিকনিক পার্টির জন্যে আরমান ইরানি রাজদার ফেরার টাইম মত ফিরতে পারেনি। অনেকটা দেরি হয়। ঘটনা রাষ্ট্র হয়। সবাই জানতে পেরে বলে-- হ্যাটস আপ। হ্যাঁ, সত্যি তোদের ট্যালেন্ট আছে।

দেখুন তো একটা পিকনিক কত কিছু শেখায়। যেমন ভালো তেমন মন্দ। এখন আপনার পছন্দ আপনি কোনটা নেবেন। আরমানরা না থাকলে ওই মেয়েটা কিভাবে উদ্ধার হতো ভাবুন তো! এমন তো হতেও পারে যে নদীতে সুন্দরবনে সন্ধ্যের বোর্ড ভর্তি লোক হারিয়ে গেলেন। মানে মাঝি অন্ধকারে পথ হারিয়ে বসেছে। অনেক পড়ে হয়ত অন্য মাঝির সহায়তায় আপনার জলদস্যুদের থেকে প্রাণ বাঁচলো। ভাবুন সেই অবস্থার কথা! সমুদ্রে গলা অবধি জলে চলে গিয়ে নিচের বালি সরে গেলে! অথচ সাঁতার আপনার জানা নেই। কি করবেন শ্বাসকষ্টের রুগী হয়ে ইনহেলার ছাড়া পাহাড়ের টপে আপনার চরম হাঁপানি হলে? এরকম কত কত কত! আপনার আমার বহু সমস্যা আসতে পারে। মনে করি স্মৃতির আবেগ থেকেও প্রাণটা আগে। তাই সচেতনতা হলো আসল। আপনি সাঁতার না জানলে বেশি জলে যাবেন কেন? আপনারা শ্বাসকষ্ট থাকলে বেশি উপরে উঠবেন কেনো? আরও বহু গোপন কথা বলা হলো না যেগুলি মার্জিত হলেই ভালো। আর মনে করি সব কিছু নিয়ন্ত্রণে থাকলে জীবনের ঝুঁকি কম। সবকিছুর পরেও আছে ভাগ্য। সমস্ত সাবধানতা আর সচেতনতার পর ভাগ্য মানতেই হবে। তার আগে ভাগ্যের দোহায় কখনোই নই। কর্ম ভাগ্য যতটুকু আপনি ঠিক ততটুকু। মানবেন তো?

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

নমাজ পড়তে গিয়ে খুন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলপি: নমাজ পড়তে গিয়ে মসজিদের কাছে খুন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার দৌলতপুর গ্রামে। নির্মমভাবে সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে লাগাতার কুপাতে থাকে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ জানিয়েছে নিহতের নাম নুরুদ্দিন হালদার (৫৫)। তিনি কুলপির দক্ষিণ গাজীপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমায় জখম হন আরও দুই বাসিন্দা।

ঘটনার খবর পেয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মন্দিরবাজারের এসডিপিও সুবীর বাগ, কুলপি থানার ওসি জাহাঙ্গির আলির নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় গুলির খোল, কয়েকটি তাজা বোমা এবং ফেটে যাওয়া বোমার সুতলি। এই খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই ইলিয়াস হালদার সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আলফাজ হালদার নামে কংগ্রেসের এক কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেই খুনের ঘটনায় এফআইআরে নাম ছিল তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য নুরুদ্দিন হালদার এবং তার দুই ছেলের। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ নুরুদ্দিনের দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার পর থেকে দুই পরিবারের বিবাদ চরমে পৌঁছয়। একাধিকবার নুরুদ্দিনের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে নিহত আলফাজের পরিবার এবং তাঁদের দলবলের বিরুদ্ধে। নিহত নুরুদ্দিনের পরিবার অভিযোগ, মৃত আলফাজের ভাই ইলিয়াস হালদার ও তার দলবলই নুরুদ্দিনকে মেরেছে। এ দিন খুনের ঘটনার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছিল ইলিয়াস সহ বাকিরা। পরে পুলিশ ইলিয়াস সহ দু'জনকে পাকড়াও করে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি কোটেশ্বর রাও নালাভাট বলেন, 'পুরনো শত্রুতার জেরে এই খুন বলে মনে হচ্ছে। দু'জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।'

তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি আব্দুর রহিম মোল্লা ও বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারের মধ্যে রাজনৈতিক কাজিয়া শুরু হয়েছে। খুনের ঘটনায় বিধায়কের লোকজন যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ করছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। তবে অভিযোগ নস্যাৎ করে বিধায়ক পাল্টা অঞ্চল সভাপতির লোকজন যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ করছেন। বিধায়কের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মানতে রাজি নয় নিহত পঞ্চায়েত সদস্যের পরিবারের সদস্যরাও।

তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে কাঁকসায় আমরণ অনশনে বসল বেকার যুবকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাজের দাবিতে সোমবার সকাল থেকে আমরণ অনশনে বসল কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামের বেকার যুবকরা। এদিন কাঁকসার বাঁশকোপা এলাকায় একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানার গেটের সামনে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ঝান্ডা ও তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ল্যাকার্ড পোস্টার নিয়ে আমরণ অনশনে বসে তারা। অনশনকারীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের কাজ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। অনেক যুবক পূর্বে কাজ করলেও তাদের ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ কারখানার দূষিত জলে গ্রামের অধিকাংশ জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেখানে আর ফসল হয় না। কারখানার দূষণে গ্রামে টেকা যায় না। কাজ পাওয়ার আশায় গ্রামের মানুষ জমি দিলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি রাখেনি। দীর্ঘদিন ধরে কাজের দাবি নিয়ে আন্দোলন করলে তাদের শুধু প্রতিশ্রুতি মেলে, কাজের কাজ কিছুই হয় না। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের এই বিষয়ে বলা হলেও তারাও দেখছি দেখছি বলে পার করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই যতদিন না তারা কাজ পাচ্ছে ততদিন তাদের আন্দোলন চলবে। এবং মঙ্গলবার থেকে কারখানার গেটের সামনে পরিবার নিয়ে আমরণ অনশন শুরু হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কারখানার গেটের সামনে মোতায়েন ছিল কাঁকসা থানার পুলিশ।

মৃত বিজেপি নেতার মূর্তি উন্মোচন করতে এসে সিবিআই তদন্তের দাবি বিজেপির

পাল্টা জবাব তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সন্দীপ ঘোষের পূর্ণাবয়ব মূর্তির উন্মোচন হল সোমবার। এদিন মূর্তি উন্মোচন করেন বিজেপির বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ তা, সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ৯ ডিসেম্বর কাঁকসার মলানদিঘি এলাকায় বিজেপি নেতা সন্দীপ ঘোষের দেহ উদ্ধার হয়। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে খুন হন বিজেপির বুথ সভাপতি সন্দীপ ঘোষ। এই ঘটনায় দোষীরা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি এখনও। ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে ৬ বছর পর তার গ্রাম রূপগঞ্জের গ্রামে সন্দীপের পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানান সকলে। এদিন চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অবৈধ কারবারিদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল বুথ সভাপতি সন্দীপ ঘোষ। তাই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। বিদবিহারের জাঠগড়িয়া, মলানদিঘি, গোপালপুরে যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের ২০২৬ এর মধ্যে জেলে যেতে হবে। আমরা কলকাতা হাইকোর্টে ইতিমধ্যেই সিবিআই তদন্তের আর্জি করেছি। সিবিআই তদন্ত হবেই। দোষীরা শাস্তি পাবেই।'

অন্যদিকে কাঁকসা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা ভবানী ভট্টাচার্য বলেন, কয়েক বছর আগে রূপগঞ্জের বাসিন্দা বিজেপি সমর্থক সন্দীপ ঘোষ কয়লা এবং বালি মাফিয়াদের হাতে খুন হন। বিজেপি চক্রান্ত করে তৃণমূলকে দোষারোপ করেছিল। তৃণমূলের বেশ কিছু ব্যক্তির নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল। এর পর দীর্ঘদিন তদন্ত চলার পরে দেখা যায় সে কয়লা এবং বালি মাফিয়াদের হাতে খুন হয়। এই ঘটনা এখনও বিচারাধীন। এতদিন পরে বিজেপির বোধোদয় হয়েছে। তারা এখন সিবিআই তদন্তের দাবি তুলছে। আগেও এই ঘটনাকে নিয়ে তারা ভোটের প্রচারে বেরিয়েও তাদের কোনো লাভ হয়নি। কাঁকসার মানুষ তথা দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দিয়ে তৃণমূলকেই জিতিয়েছেন। বিগত দিনের সমস্ত নির্বাচনেও জবাব দিয়েছে। এখন ২৬ এর নির্বাচনের আগে তারা ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক | punjab national bank

হেড অফিস : প্লট নং ৪, সেক্টর -১০ দ্বারকা, নিউ দিল্লি - ১১০০৭৫
সম্ভ ডিভিশন, সার্কেল অফিস: কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেল : cs4479@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ সংশোধনী

গত ইংরেজি ০৯.১২.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত ৬ নং পাতার বিজ্ঞাপনে লট নং ৮ -তে অ্যাকাউন্ট - মেসার্স মন্ডল বিল্ডিং মেটেরিয়ালস এর বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত কলমে 'দলিল নং ১-০৫৫৪৫-২০১৩ সালের, মিন্টু মন্ডল, পিতা শরদিন্দু মন্ডলের নামে' এর পরিবর্তে **'দলিল নং I-০৫৫৪৫-২০১৩ সালের, মিন্টু মন্ডল, পিতা সোরাবুদ্দিন মন্ডলের নামে'** পড়তে হবে। বাকী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

SBI

এসবিআই হোম লোন সেন্টার, রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঙ্গমারি, সিটি সেন্টার - ২ এর নিকট, সম্রাট চেম্বার, ব্লক-এ, ৩য় তল, রাজারহাট, নিউ টাউন, থানা ও জেলা - নিউ টাউন, পোস্ট - হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল : sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে ২০.০৮.২০১৮ তারিখে **ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা - শ্রী সব্যসাচী জাভেদ অরমান সেনগুপ্ত জেবি/১৩০২, সুখোবৃষ্টি সাপুরজি পালনজি হাউজিং কমপ্লেক্স, নিউ টাউন, অ্যাকশন এরিয়া ৩, রাজারহাটা জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১৩৫ আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং সি-১ এবং সি-২, ৪র্থ তল, শ্রদ্ধা অ্যাপার্টমেন্ট , ১১৫ ক্রিপার রোড (বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধি রোড) পোস্টা - কোন্নগর, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৩৫** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,৭১,৩৫৮.০০ টাকা (সাত লাখ একাত্তর হাজার তিনশ আটান্ন টাকা)** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৭,৭১,৩৫৮.০০ টাকা (সাত লাখ একাত্তর হাজার তিনশ আটান্ন টাকা)** এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ১৩৮০.৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ফ্ল্যাট নং সি-১ এবং সি-২, ৪র্থতলে, চার বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক ঠাকুর ঘর, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক ব্যালকনি, **"শ্রদ্ধা অ্যাপার্টমেন্ট"** ভবনে অবস্থিত ১১৫, ক্রিপার রোড (বর্তমানে ইন্ডিয়া গান্ধি রোড), দাগ নং ১৬৬৫, খতিয়ান নং ১৭৬১, মৌজা : কোন্নগর, হোল্ডিং নং ৪২৭/৩৬১, ওয়ার্ড নং ১৪, কোন্নগর পুরসভা অধীন, থানা : উত্তর পাড়া, জেলা হুগলি।
চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী পি পি কংসবণিক এর ভবন, **দক্ষিণে :** ১০ চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** শ্রী সুজয় দত্তর ভবন, **পশ্চিমে :** বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট।

তারিখ - ০৪.১২.২০২৪
স্থান - রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস
কলকাতা সেন্ট্রাল, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল-৮(১) অধীন]

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নোটিস দেওয়া হয়েছে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে করে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছে, অতঃপর প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগনকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে। আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩ (৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার মুক্তির অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম	১. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ
১.	**শ্রী দত্তাত্রেয় বসু,** পিতা- শ্রী হিমাংশু শেখর বসু, শ্রী হিমাংশু শেখর বসু, পিতা- শ্রী শান্তি দুলাল বসু এবং **শ্রীমতী কুহু বসু,** স্বামী-শ্রী হিমাংশু শেখর বসু, ফ্ল্যাট নং ১০১, ব্লক-বি, মেফেয়ার লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, সি/৫, নয়াবাদ অ্যাভিনিউ, পোস্ট - পঞ্চসায়ার, কলকাতা- ৭০০০৯৪ **শাখা : টালিগঞ্জ**	১. ১১.০৬.২০২৪ ২. ০৫.১২.২০২৪ ৩. **১৮,৬৮,১৭২.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ আটষট্টি হাজার একশত বাহাত্তর টাকা মাত্র)**	**বন্ধক রাখা সম্পদ:- সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি: ২০০০০২৭৮১৭১১: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি- ৪০০০০২৭৮৩৮৮১** "মেফেয়ার লেক ভিউ" নামে পাঁচতলা আরসিসি ফ্রেমযুক্ত আবাসিক কাঠামোর জি+৪ -এর ১ম ফ্লোরে ব্লক নং "এ"-এর ১০৩ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ ৯২০ বর্গফুট এবং ১০০ বর্গফুট (কমবেশি) পরিমাপের একটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্থান। যার মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৮৪ এবং ৬১২/৮৪, নয়াবাদ এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০৯৪; মৌজা- নয়াবাদ, স্কিম প্লট নং- ০৫ এবং ৫এ, সেক্টর সি, তৌজি নং- ৫৬, রে.সা. নং ০৩, জেএল নং- ২৫, সিএস নং ০৫ এবং ০৬, আরএস নং ১,১৩৯ এবং ১৪০, খতিয়ান নং- ১৩৯, আর.এস. দাগ নং- ১১০, থানা- পূর্ব যাদবপুর, জেলা- ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), কলকাতা- ৭০০০৯৪ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০৯ নং ওয়ার্ডের মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস আলিপুরের অধীনে সেইসঙ্গে উল্লিখিত প্রেমিসেসে সংযুক্ত সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার, সুবিধা এবং সাধারণ পথের সুবিধাগুলি সহ এবং ফ্ল্যাটের সীমানা: **উত্তর-** ল্যান্ডিং এবং তারপরে ফ্ল্যাট নং ১০৩ হিমাংশু শেখর বসুর ফ্ল্যাট নং - ১০২ (অংশ) এবং লিফট, **দক্ষিণ-** খোলা আকাশ, **পূর্ব-** খোলা আকাশ, **পশ্চিম-** হিমাংশু শেখর বসুর ফ্ল্যাট ১, ফ্ল্যাট নং ১০২ (অংশ)। স্বত্বাধিকারী- শ্রী দত্তাত্রেয় বসু।
২.	**শ্রী সুভাষ প্রসাদ** পিতা- প্রয়াত ক্রিস্টো প্রসাদ এবং **শ্রীমতী মধুবালা প্রসাদ** স্বামী- শ্রী সুভাষ প্রসাদ, ১৯৩এ/১৬, পিকনিক গার্ডেন রোড, তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ **শাখা : টালিগঞ্জ**	১. ২৩.০৯.২০২৪ ২. ০৫.১২.২০২৪ ৩. **২৭,৮৩,০৭৫.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ তিরাশি হাজার পঁচাত্তর টাকা মাত্র)**	এসএস রিজেন্সি নামক বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৩য় ফ্লোরে আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল,যার প্রিমিসেস নং-১৯৩এ/১৬, পিকনিক গার্ডেন রোডে অবস্থিত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে থানা-কসবা, কলকাতা -৭০০০৩৯ পরিমাপ প্রায় ৮৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা যা দুটি বেড রুম, ১টি ড্রয়িং/ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট ও বারান্দার সমন্বয়ে গঠিত দাগ নং-১৫৮২, খতিয়ান নং ৪৩ মৌজা - কসবা, পরগণা- পঞ্চান্নগ্রাম, জেএল নং-১৩, আর এস-২৩৩, তৌজি নং-১৪৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এসআর আলিপুরে এক্তিয়ারে সুভাষ প্রসাদের নামে নিবন্ধন । **প্রেমিসেসের সীমানা: উত্তরে-** ১৯৩এন, পিকনিক গার্ডেন রোড দ্বারা, **দক্ষিণে-** ১৬ ফুট কমন প্যাসেজ, **পূর্বে-** প্রেমিসেস নং -১৯৩এ/১০, পিকনিক গার্ডেন রোড, **পশ্চিমে-** অন্যদের জমি দ্বারা। **ফ্ল্যাটের সীমানা: উত্তরে-** সিঁড়ি, **দক্ষিণে-** খোলা আকাশ, **পূর্বে-** সিঁড়ি, **পশ্চিমে-** সিঁড়ি দ্বারা।
৩.	**শ্রী কার্ত্তিক মল্লিক,** ৪৭ ক্রিস্টপার রোড, গোবিন্দ খটিক রোড, পোস্ট- পাপড় বাজার, থানা- ট্যাংরা, কলকাতা- ৭০০০৪৬ এবং **জামিনদার** শ্রীমতী সঙ্গীতা দেবী মল্লিক, ৪৭, ক্রিস্টপার রোড, গোবিন্দ খটিক রোড, পোস্ট- পাপড় বাজার, থানা- ট্যাংরা, কলকাতা- ৭০০০৪৬ **শাখা : পার্ক সার্কাস শাখা**	১. ০৭.০৯.২০২৪ ২. ০৭.১২.২০২৪ ৩. **১৯,৭৬,৭৩৫/- টাকা (উনিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র)**	তথায় থাকা ১২৭৪.৪৪ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা পরিমাপের একতলা আবাসিক বিল্ডিং সহ ২ কাঠা ১২ ছটাক যা কমবেশি ২.৭৫ কাঠার সমতুল্য পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা ডিহি মৌজায় অবস্থিত, পরগনা- মেদনমল্ল, আরএস নং- ১৮১, তৌজি নং ১০৯, আরএস দাগ নং ১৭১, এল আর দাগ নং ২১৬, এলআর খতিয়ান নং ১১২, এলআর খতিয়ান নং ২১৭ (পুরাতন) ২৯৫৭ (নতুন), থানা - সোনারপুর, কামরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সীমানা এলাকা: উত্তরে-** আরএস দাগ নং ১৬৭ এর জমি দ্বারা; **দক্ষিণে-** ১৬ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা; **পূর্বে-** ২০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা; **পশ্চিমে-** দাগ নং ২১৬ এর জমি দ্বারা।
৪.	**মেসার্স আশীষ চিকেন (ঋণগ্রহীতা),** স্বত্বাধিকারী: প্রয়াত আশীষ মুখার্জি, ১৫২, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৭, শ্রীমতী রাধা রানী মুখার্জি (প্রয়াত আশীষ মুখার্জির আইনি উত্তরাধিকারী/স্ত্রী), ঢালিপাড়া, পশ্চিম নিশ্চিন্তপুর, বড়াল, কলকাতা- ৭০০১৫৪ এবং **রণজিৎ মুখার্জি (আশীষ মুখার্জির উত্তরাধিকারী/পুত্র)** ঢালিপাড়া, পশ্চিম নিশ্চিন্তপুর, বোড়াল, কলকাতা- ৭০০১৫৪ **শাখা : সাউদার্ন এভিনিউ**	১. ১০.০৫.২০২৪ ২. ০৯.১২.২০২৪ ৩. **১৩,২১,২৬৬/- টাকা (তের লক্ষ একুশ হাজার দুইশত ছেষট্টি টাকা মাত্র)**	**বন্ধকীকৃত সম্পত্তি:-** তথায় থাকা টাইলস/অ্যাসবেস্টস কাঠামো সহ ২ কাঠা (কমবেশি) পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা হোল্ডিং নং ৩৮৪, মৌজা পশ্চিম নিশ্চিন্তপুর, জেএল নং ৬০, খতিয়ান নং ৯০, দাগ নং ৩৩২ এবং ৩৪, থানা- সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে-** পান্না মণ্ডলের বাড়ি, **দক্ষিণে-** বিমল বিশ্বাসের বাড়ি, **পূর্বে-** কার্তিক বাছার বাড়ি, **পশ্চিমে-** কনক মণ্ডলের বাড়ি দ্বারা।

তারিখ : ০৯.১২.২০২৪, স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
চৌরঙ্গি রোড শাখা
৫৫, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল আইডি : k746@indianbank.co.in

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. শ্রীমতি প্রিয়াংকা ভোওয়াল (দত্ত) স্বামী প্রয়াত সুমন ভোওয়াল এবং পিতা কার্তিক দত্ত ঠিকানা গোপাল বিহার, হাউস নং এফডি-৪৯/৪, স্ট্রিট/লেন - বিদ্যাসাগর পল্লী, লোকালিটি - দেশবন্ধু নগর, গ্রাম/শহর বিধাননগর, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৫৯ আরও ঠিকানা - বাতাইগোল বাজার, মন্দিরপাড়া, পোস্ট এবং থানা - মল, জেলা - জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৫২২১
২. শ্রীমতি সুচিত্রা ভোওয়াল মা এবং আইনি উত্তরাধিকারী প্রয়াত সুমন ভোওয়ালের, ঠিকানা বাতাইগোল বাজার, মন্দিরপাড়া, পোস্ট এবং থানা - মল, জেলা - জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৫২২১
৩. শ্রীমতী সুদিতি ভোওয়াল কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী প্রয়াত সুমন ভোওয়ালের, স্বাভাবিক এবং আইনি অভিভাবক শ্রীমতী প্রিয়াংকা ভোওয়াল কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী ঠিকানা বাতাইগোল বাজার, মন্দিরপাড়া, পোস্ট এবং থানা - মল, জেলা - জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৫২২১
৪. মেসার্স হিমাঙ্গ মার্কেন্টাইলস প্রা. লি. ডিরেক্টর শ্রী রৌনক ঝুনঝুনওয়ালা পিতা শ্রী সুশীল কুমার ঝুনঝুনওয়ালা পি ৮২৯/এ লেক টাউন ব্লক এ, পো. লেকটাউন, থানা - লেকটাউন, কলকাতা - ৭০০০৮৯

স্যার/ম্যাডাম,
বিষয় : আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট/গুলি - শ্রী সুমন ভোওয়াল এবং শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা ভোয়াল (দত্ত) - এ/সি-৭২২০৪৩৩০৩৫ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চৌরঙ্গী শাখার সাথে - রেজি.
আপনি প্রথম আর্ক ব্যক্তি। আপনার মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থজন হল সমস্ত বস্তুগত সময়ে প্রয়াত সুমন ভোয়ালের (সহ ঋণগ্রহীতা ও বন্ধক) আইনী উত্তরাধিকারী। প্রয়াত সুমন ভোয়ালের সাথে প্রথমটি তাদের সম্পত্তির জন্য জামানত হিসাবে প্রস্তাব করেছিল ১ম এবং প্রয়াত সুমন ভোয়াল তার আইনি উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করে নেওয়া ঋণের জন্য। আপনার মধ্যে ৪ জন ডেভেলপার/প্রমোটার/বিল্ডার।
ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময় আপনার এবং সুমন ভোয়ালের (এখন মৃত) প্রথমজনের অনুরোধে, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনি এবং সুমন ভোয়াল (এখন মৃত) দ্বারা নেওয়া হয়েছিল। মঞ্জুরিকৃত ঋণ সুবিধার বিবরণ নিম্নরূপ।

অ্যাকাউন্ট নং	সুবিধা	লোন সীমা (টাকা)
৭২২০৪৩৩০৩৫	HL-ADVTGE-RESFLOT75L MCLR	৪৩০০০০০.০০

ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং ডেভলপার/বিল্ডার নিম্নোক্ত নথিগুলি দাখিল করেছেন প্রতিটি সুবিধার জন্য

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
৭২২০৪৩৩০৩৫ HL-ADVTGE-RESFLOT75L MCLR	অনুমোদন টিকিট তারিখ ২৭.০৫.২০২২ এবং এর গ্রহণযোগ্যতা ২৭.০৫.২০২২ এবং ০৮.০১.২০২৪ তারিখের একক/যৌথ প্রতিশ্রুতি নোট ২৭.০৫.২০২২ তারিখের হোম লোনের জন্য মেয়াদী ঋণ চুক্তি ১৮.০৫.২০২২ তারিখের সম্পত্তির ইএম তৈরির জন্য ত্রিপক্ষীয় চুক্তি, ইত্যাদি।

উল্লিখিত ঋণের পরিশোধটি নিম্নোল্লিখিত সম্পত্তির দায়বদ্ধতা দ্বারা সুরক্ষিত হয় উল্লিখিত ঋণের পরিশোধটি ভবানি কোর্টইয়ার্ড ফ্ল্যাট নং - ডি ৬০২, ব্লক নং - ডি, প্রেমিসেস নং - ৯১/১, যশোর রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০১৩২ এখানে আপনার অন্তর্গত তফসিলে দেওয়া হয়েছে।
বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাকে সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ডিফল্ট করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে ০৯/০৩/২০২৪ থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
****৩০/১১/২০২৪ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া বকেয়া নিম্নরূপ

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭২২০৪৩৩০৩৫	৩৭৩১৪২৯.০০ টাকা	৩৯৮৮০০.০০ টাকা	৪১৩০২২৯.০০ টাকা

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা শব্দের অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধকী / তৈরি চার্জ তৈরি করেছেন ব্যাংক দ্বারা।
অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে **৩০.১১.২০২৪ অনুযায়ী** বকেয়া পরিমাণ **৪১৩০২২৯.০০/- (একচল্লিশ লাখ তিরিশ হাজার দুশো উনত্রিশ টাকা) সুদ সহ** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত দাবি নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে জারি করা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধাগ্রস্ত হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনার দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে নোট করুন যে সেক এর বিধান অনুযায়ী আইনের ১৩ (১৩) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা হবে না।
উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
সারফেসি আইনের ১৩(২) এবং ১৩(৪) পূর্ব মতে ইস্যু করা অনুযায়ী নোটিশ প্রত্যাহিত।
জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত তফসিল নিম্নোক্ত মতে
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ডি-৬০২ কার্পেট এরিয়া ৬৮১ বর্গফুট সপ্তম তলে, (ব্যালকনি এরিয়া ৩৭ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া আনুমানিক, কার্পেট এরিয়া ব্যতীত), দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি, এক মেকানিক্যাল কার পার্কিং স্পেস ব্লক নং ডি, ভবানী কোর্টইয়ার্ড এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৮ বিঘা ৩ কাঠা ১০ ছটাক ৩ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত আরএস দাগ নং ৪৪৩, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০ এবং ৪৬২ এলআর দাগ নং ৭৪৭, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, এবং ৭৫৭, এলআর খতিয়ান নং ৩০৫২, শ্রেণি -বাস্তু, মৌজা : সাহারা, জেএল নং ৪৬, আরএস নং ৩, তৌজি নং ১৪৬, উত্তর ২৪ পরগনা, পো : গঙ্গানগর, থানা : এয়ারপোর্ট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ৯১/১যশোর রোড (দক্ষিণ), কলকাতা ৭০০১৩২, ওয়ার্ড নং ২৬ মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন, উক্ত প্রেমিসেস চৌহদ্দি : উত্তরে : কমপ্লেক্সের ব্লক সি এর প্রস্তাবিত স্থান, দক্ষিণে : কমপ্লেক্সের ব্লক ই, পূর্বে : অভ্যন্তরীন চলার পথ এবং সীমা পাঁচিল, পশ্চিমে : প্রস্তাবিত বাগান এরিয়া এবং পরবর্তীতে ব্লক জি।

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ০৫.১২.২০২৪

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
শাখা : ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা

বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলসের) রুল ৬(২) এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে বিক্রির নোটিশ
প্রতি
মেসার্স পূজা এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা শ্রী দীনেশ যাদব) ৭৬/১৩, বেনারস রোড, থানা - ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১১০১
শ্রী দীনেশ যাদব (স্বত্বা মেসার্স পূজা এন্টারপ্রাইজ) পিতা শ্রী বিশ্বকর্মা প্রসাদ যাদব ৩০/১ দশরথ ঘোষ লেন, পো. সালকিয়া, থানা - ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১১০১
শ্রী দীনেশ যাদব পিতা শ্রী বিশ্বকর্মা প্রসাদ যাদব, ৩০/১ দশরথ ঘোষ লেন, পো. সালকিয়া, থানা - ব্যাঁটরা, হাওড়া - ৭১১১০১
বিষয় : লোন অ্যাকাউন্ট মেসার্স পূজা এন্টারাপ্রাইজ (A/C-50SO5282592 এবং 50520168186) এবং শ্রী দীনেশ যাদব পিতা শ্রী বিশ্বকর্মা (A/C-50468471249) ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা

মেসার্স পূজা এন্টারপ্রাইজ (**A/C-50SO5282592** এবং **50520168186)** এবং শ্রী দীনেশ যাদব পিতা শ্রী বিশ্বকর্মা (**A/C-50468471249**) ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ধর্মতলা স্ট্রিট শাখা, কলকাতা থেকে উপরে উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধা/গুলি গ্রহণ করেছেন, যার ঋণ পরিশোধের সময়সূচী উল্লিখিত সম্পত্তি বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে যা পরবর্তীতে 'সম্পত্তি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মেসার্স পূজা এন্টারপ্রাইজ (A/C-50SO5282592 এবং 50520168186) এবং শ্রী দীনেশ যাদব পিতা শ্রী বিশ্বকর্মা (A/C-50468471249) ব্যাঙ্কের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব, ০৯.০৮.২০২১ তারিখের একটি দাবি নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফি ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ('আইন') অনুমোদিত অফিসার দ্বারা জারি করা হয়েছিল ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদাতা(গণ) ব্যাঙ্কের কাছে দায়বদ্ধ টাকা বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে **১০৫৭০৪৭৩.০০ টাকা (এক কোটি পাঁচ লাখ সত্তর হাজার চারশ তিয়াত্তর টাকা) টাকা** এতে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ সকলই ০৯.০৮.২০২১ তারিখে আদায় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মেসার্স পূজা এন্টারপ্রাইজ **(A/C-50SO5282592** এবং **50520168186)** এবং শ্রী দীনেশ যাদব পিতা শ্রী বিশ্বকর্মা (**A/C-50468471249**) ডিমান্ড নোটিশ সত্ত্বেও অর্থপ্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে, অনুমোদিত অফিসার সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে ১৬.১০.২০২১ তারিখে আইনের অধীনে তফসিল উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নেয়।
আইনের ধারা ১৩(৪) অনুসারে, সুরক্ষিত পাওনাদারের দখলে নেওয়া সম্পদ বিক্রি করার এবং বকেয়া ব্যালেন্সের জন্য অর্থ আদায় করার অধিকার রয়েছে নিম্নস্বাক্ষরিত/অনুমোদিত অফিসার নিম্নলিখিত মোডে উল্লিখিত সিকিউরিটিগুলি বিক্রি করতে চান :
বিক্রয়টি পাবলিক টেন্ডার/নিলামের মাধ্যমে ই-নিলাম মোডে গ্রহণ করে
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে প্রণীত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ৬(২) এবং ৮(৬) অনুসারে, উদ্দেশ্যমূলক বিক্রয়ের ১৫ দিনের নোটিশ দেওয়া প্রয়োজন।
আর তাই আমরা এই নোটিশ জারি করছি ০২.০৮.২০২৪ তারিখে বকেয়া পরিমাণ টাকা ১৩১৩৩০৩৯.০০ টাকা (এক কোটি একত্রিশ লাখ তেত্রিশ হাজার উনচল্লিশ টাকা) এবং ২১৬৫৪৫৮.০০ টাকা (জামিন পরিমাণ) এবং আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ ০৩.০৮.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এটি ১৫ দিনের নোটিশ এবং তফসিল উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি ১৫ দিনের পরে যে কোনও সময় নিম্নস্বাক্ষরিত/অনুমোদিত অফিসার দ্বারা আইনের অধীনে বিক্রি করা হবে।
বিক্রয়ের তারিখ ২৪.১২.২০২৪ হিসাবে স্থির করা হয়েছে যা ই-নিলাম মোড দ্বারা হবে।
২১.১২.২০২৪ থেকে ২৩.১২.২০২৪ পর্যন্ত ছুটির দিনগুলি ব্যতীত সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টের মধ্যে নির্ধারিত সম্পত্তি এবং সম্পর্কিত নথি/আপ টু ডেট ইসি ইত্যাদি ইচ্ছুক ক্রেতা/দরদাতাদের দ্বারা পরিদর্শন করা যেতে পারে।
সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির জন্য রিজার্ভ মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) সময়সূচীতে উল্লিখিত হিসাবে স্থির করা হয়েছে।
নিয়ম ও শর্তাবলী সহ দরপত্র/বিড ফর্ম ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) (পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.) থেকে এবং সিস্টেম/সফ্টওয়্যারের বিধান ব্যবহার করে অনলাইনে পাওয়া যেতে পারে। টেন্ডার ফর্ম এবং শর্তাবলী ওয়েবসাইটটিতে পাওয়া যাবে।
ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে অনলাইন পোর্টালে (https://www.ebkray.in (পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.) নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি এবং ইএমডি পরিমাণ ই-ওয়ালেট মাধ্যমে ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ের যথেষ্ট আগে পোর্টালে স্থানান্তর করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কেওয়াইস নথিভুক্ত এবং ইএমডি এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর নিলামের যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদন করতে হবে।
উপরে উল্লিখিত বায়নার অর্থ জমা (ইএমডি) পরিমাণ অনলাইনে বা চালান তৈরির পর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in (পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.) থেকে দরদাতাদের গ্লোবাল ওয়ালেটে ইএমডি জমা করতে হবে। এনইএফটি স্থানান্তর যে কোনো তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যেতে পারে। অন্য কোন মোড যেমন চেক দ্বারা ইএমডি এর অর্থপ্রদান গ্রহণ করা হবে না। দরদাতারা, প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে জমা না করলে, তাদের ই-নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার জন্য কোনও সুদ দেওয়া হবে না
অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের কোন কারণ ব্যতিরেকে কোন বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা স্থগিত/স্থগিত/বিক্রয় বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।
সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা ইএমডি পরিমাণ (১০%) সহ, পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে এবং অবশিষ্ট অর্থ নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার এবং/অথবা মানি ট্রান্সফারের অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য মোডের আকারে নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর অনলাইন অর্থ স্থানান্তরের জন্য আইএফএসসি কোড ইত্যাদি নিম্নরূপ।

নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং এ/সি নাম	শাখার নাম এবং আইএফএসসি কোড
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ৫০১২৫৯২০৩৫৫	শাখা সল্ট লেক শাখা, IFSC IDIB000S147

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণগুলি জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাঙ্কে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসারের সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতা তা করতে পারবে না। বাজেয়াপ্ত পরিমাণ এবং সম্পত্তি উপর কোন দাবি থাকবে না।
বিক্রয়টি নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক নির্ধারিত হবে।
বিক্রয়টি 'যেখানে আছে এবং যেমন আছে' ভিত্তিতে করা হয় এবং দায়বদ্ধতা, সংবিধিবদ্ধ দায় ইত্যাদি সম্পর্কিত কোনও প্রতিনিধিত্ব এবং ওয়ারেন্টি ব্যাংক দ্বারা দেওয়া হয় না।
যদি কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা ইত্যাদির কারণে ই-নিলাম ব্যর্থ হয়, ৭ দিনের পূর্ব বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুনরায় নির্ধারিত হতে পারে।
***এই নোটিশটি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের প্রতি পূর্বাভাস ছাড়াই (এই অংশটি রাখা যেতে পারে যদি এটি একটি নন-স্যুট ফাইল অ্যাকাউন্ট হয়)।
****এই নোটিশটি সিকিউরড ক্রেডিটরের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই এবং ডিআরটি/ডিআরটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সামনে বিচারাধীন থাকা এবং কার্যকর করার সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সিকিউরড ক্রেডিটরের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করে। আদেশ/ডিক্রি প্রাপ্ত/প্রাপ্ত হবে। (এই অংশটি রাখা হতে পারে যদি এটি একটি মামলা দায়ের করা অ্যাকাউন্ট হয়)।

তপশিল

বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
বন্ধকদত্ত সম্পদ-সম্পত্তির বিস্তারিত/বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ৩, ৩য় তলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ৭৬৭ বর্গফুট এসবিইউ কমবেশি অবস্থিত হোল্ডিং নং পি/৫০/৭, বেনারস রোড, জেএল নং ৯, খতিয়ান নং ৪৫১, দাগ নং ৯৪৪, থানা : লিলুয়া(ব্যাঁটরা), পো : দাশনগর, মৌজা : বেলগাছিয়া কিসমত। জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার (এডিএসআর) অধিক্ষেত্রে, হাওড়া, **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** সিঁড়ি এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** অন্যান্য ফ্ল্যাট। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** এ কে দাসের ফ্যাক্টরি শেড, **দক্ষিণে :** রাজ কুমার জয়সওয়াল এর তিন তলা ভবন, **পূর্বে :** ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** অন্যান্য ফ্যাক্টরি শেড (হোল্ডিং নং পি-৫১, বেনারস রোড)। সংরক্ষিত মূল্য ১১১৪০০০.০০ টাকা, ইএমডি ১১১৪০০.০০ টাকা, ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৪/১২/২০২৪, সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। সম্পত্তি আইডি নং আইডিআইবি৫০৪৬৮৪৭১২৪৯, দখল দারি : জানা নেই।
অনলাইন ডাকে অংশ গ্রহণের জন্য আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা পি৫বি অ্যালিয়েন্স প্রা লি এর সঙ্গে ডাকদাতাদের ওয়েব সাইট https://www.ebkray.in দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। টেকনিক্যাল সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালিয়েন্স প্রা লি এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি : support.ebkray@psballiance.com এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেলফ ডেস্ক থেকে প্রাপ্তব্য নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। পিএসবি অ্যালিয়েন্স প্রা লি এর নথিভুক্তি এবং ইএমডি অবস্থান, এর জন্য অনুগ্রহ করে support.ebkray@psballiance.com. যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি সম্পর্কে অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in. এবং বিস্তারিতর জন্য পোর্টাল হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন। ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in. সম্পত্তি সম্পর্কে জানতে সম্পত্তি আইডি ব্যবহার করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থান : কলকাতা, তারিখ : ০৫.১২.২০২৪

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৬.০৮.২০২৪ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী রাজা কুমার পাসোয়ান** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৪,৬৬,৬৩৩.১১ টাকা (চব্বিশ লাখ ছেষট্টি হাজার ছশো তেত্রিশ টাকা এবং এগার পয়সা)** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত ইউসিআই সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম)** নিকট বকেয়া পরিমাণ **২৪,৬৬,৬৩৩.১১ টাকা (চব্বিশ লাখ ছেষট্টি হাজার ছশো তেত্রিশ টাকা এবং এগার পয়সা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি একটি একতলা ভবন ১.৮ কাঠা (৩ ডেসিমেল) জমি স্থিত নির্মিত। সম্পত্তি অবস্থিত রাধানগর রোড বাই লেন, ওয়ার্ড নং ৫৬, নিউ শিব মন্দির, আসানসোল পুরসভা অধীন, মৌজা : নরসামুদা, জেএল নং ৯, এলআর প্লট নং ১৩১২, পূর্বতন এলআর খতিয়ান নং ৬৮৭, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২৯১১, থানা : আসানসোল, (দক্ষিণ), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।
চৌহদ্দি : উত্তরে : রামু পাসোয়ান এর ভবন, দক্ষিণে : সুনীল পাসোয়ানের ভবন,পূর্বে : অর্জুন পাসোয়ানের ভবন, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ।

তারিখ- ০৭.১২.২০২৪
স্থান- আপকার গার্ডেন

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in

স্বত্ব দলিলগুলি হারানোর নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিয়মিত জামিন নথিতথ্য সঠিক ব্যবস্থিত রয়েছে কিনা যাচাইয়ের সময় দেখা গিয়েছে বন্ধকদত্ত কিছু সম্পত্তির মূল স্বত্ব দলিল নিম্নেবিস্তারিত মতে পাওয়া যাচ্ছে না ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট ফাইল থেকে এবং তা যথেষ্ট খোঁজার পরও পাওয়া যায়নি।
এমত অবস্থায় আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছি নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির যা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট জামিন হিসেবে বন্ধকদত্ত মেসার্স অ্যামবে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা লি এবং বনওয়ারি লাল আগরওয়াল অ্যান্ড আদার্স এবং মেসার্স শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রা লি এর এবং সাধারণের প্রতি অনুরোধ কোনও সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে বা সংশ্লিষ্ট স্বত্ব দলিল /নথি নিম্নোক্ত সম্পত্তির স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট শাখা-২, ১, মিডলটন স্ট্রিট, ১১শতল, জীবনদীপ বিল্ডিং, কলকাতা : ৭০০০৪৭, ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in , বা নিকটস্থ স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
দলিল/নথিতথ্যাদির বিস্তারিত
১. দলিল নং ৫৫৩২-২০০৯ সালের, বুক নং ১,সিডি ভল্যুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ৪৪৫৪ থেকে ৪৪৬৯, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর দুর্গাপুর, জেলা : দুর্গাপুর, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির (তদস্থিত ফ্যাক্টরি নির্মাণ সহ) অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম গঙ্গারামপুর, জেএল নং ৯২, আরএস খতিয়ান নং ২১৫৮, ১৮২ হাল খতিয়ান নং ১৪২, দাগ নং ৩৭৯, থানা : কাঁকসা, গ্রাম : বেলডাঙ্গা, পানাগড়, (বর্তমানে জেলা : পশ্চিম বর্ধমান) , জমির এরিয়া : ১৬৬ শতক/১.৬৬ একর/৫ বিঘা, ক্রেতা : শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল।
২. দলিল নং ৫৫৩৩-২০০৯ সালের, বুক নং ১,সিডি ভল্যুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ৪৪৭০ থেকে ৪৪৭৯, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর দুর্গাপুর, জেলা : দুর্গাপুর, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির (তদস্থিত ফ্যাক্টরি নির্মাণ সহ) অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম গঙ্গারামপুর, জেএল নং ৯২, আরএস খতিয়ান নং ২১৫৪, ১৮২ হাল খতিয়ান নং ১৪২,২২৪, দাগ নং ৩৭৯, ৫২৪, থানা : কাঁকসা, গ্রাম : বেলডাঙ্গা, পানাগড়, (বর্তমানে জেলা : পশ্চিম বর্ধমান) , জমির এরিয়া : ১৩৩ শতক/১.৩৩ একর/৪ বিঘা, ক্রেতা : শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল।
৩. দলিল নং ৫৫৩৭-২০০৯ সালের, বুক নং ১,সিডি ভল্যুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ৪৫১৭ থেকে ৪৫২৭, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর দুর্গাপুর, জেলা : দুর্গাপুর, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির (তদস্থিত ফ্যাক্টরি নির্মাণ সহ) অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম গঙ্গারামপুর, জেএল নং ৯২, আরএস খতিয়ান নং ২১৫৮, ১৮৬ হাল খতিয়ান নং ১৮৬, দাগ নং ৫২৪, থানা : কাঁকসা, গ্রাম : বেলডাঙ্গা, পানাগড়, (বর্তমানে জেলা : পশ্চিম বর্ধমান) , জমির এরিয়া : ৮৩ শতক/০.৮৩ একর/২.৫ বিঘা, ক্রেতা : শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল।
৪. দলিল নং ৫৫৩৮-২০০৯ সালের, বুক নং ১,সিডি ভল্যুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ৪৫২৮ থেকে ৪৫৪০, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর দুর্গাপুর, জেলা : দুর্গাপুর, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির (তদস্থিত ফ্যাক্টরি নির্মাণ সহ) অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম গঙ্গারামপুর, জেএল নং ৯২, আরএস খতিয়ান নং ২১৫৮, ১৮৬ হাল খতিয়ান নং ২২৪, দাগ নং ৫২৪, থানা : কাঁকসা, গ্রাম : বেলডাঙ্গা, পানাগড়, (বর্তমানে জেলা : পশ্চিম বর্ধমান) , জমির এরিয়া : ৮৩ শতক/০.৮৩ একর/২.৫ বিঘা, ক্রেতা : শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল।
৫. দলিল নং ৫৫৫০-২০০৯ সালের, বুক নং ১,সিডি ভল্যুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ৪৬৭২ থেকে ৪৬৮১, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর দুর্গাপুর, জেলা : দুর্গাপুর, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির (তদস্থিত ফ্যাক্টরি নির্মাণ সহ) অবস্থিত মৌজা : পশ্চিম গঙ্গারামপুর, জেএল নং ৯২, আরএস খতিয়ান নং ২১৫৮, ১৮১ হাল খতিয়ান নং ১৪২, দাগ নং ৩৭৯, থানা : কাঁকসা, গ্রাম : বেলডাঙ্গা, পানাগড়, (বর্তমানে জেলা : পশ্চিম বর্ধমান) , জমির এরিয়া : ৫৩৩ শতক/৫.৩৩ একর/১৬ বিঘা, ক্রেতা : শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল।
৬. দলিল নং ৫৭৪৪-২০০৭ সালের, বুক নং ১,সিডি ভল্যুম নং ০৪, পৃষ্ঠা ৪৭৬০ থেকে ৪৭৮৫, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর আসানসোল, জেলা : আসানসোল, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির (তদস্থিত ফ্যাক্টরি নির্মাণ সহ) অবস্থিত মৌজা : নাকরাজুড়িয়া , এলআর খতিয়ান নং ৪৯, ২৩০, ৩৯৮, ১৫৫, ২৫৫, ২৩২, আরএস প্লট নং ৬০৯ এবং ৬১১/১১২৪, থানা সালানপুর, গ্রাম : নাকরাজুড়িয়া,(বর্তমানে জেলা : পশ্চিম বর্ধমান) , জমির এরিয়া : ১.০৩ একর, ক্রেতা : শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল।
৭. দলিল নং ৯৩৯-২০১০ সালের, বুক নং ১,সিডি ভল্যুম নং ০২, পৃষ্ঠা ৫২১৭ থেকে ৫২৩৬, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর আসানসোল, জেলা : আসানসোল, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির (তদস্থিত ফ্যাক্টরি নির্মাণ সহ) অবস্থিত মৌজা : নাকরাজুড়িয়া , জেএল নং ২৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৯, ২৩০, ৩৯৮, ২২৫, ২৩২, ১৫৫, ২৭৩, ২৮৪, আরএস খতিয়ান নং ১৬৪, ৪৯, ৬৬, আরএস প্লট নং ৬০২, ৬০৪, ৬০৯, ৬১১/১১২৪, থানা সালানপুর, গ্রাম : নাকরাজুড়িয়া,(বর্তমানে জেলা : পশ্চিম বর্ধমান) , জমির এরিয়া : ২.০০ একর, ক্রেতা : শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল এবং শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল (অংশীদার মেসার্স অ্যামবে ইন্ডাস্ট্রিজ)। মেসার্স বনওয়ারিলাল অ্যান্ড আদার্স (গৃহ ঋণ) দলিলের বিস্তারিত ।
৮. দলিল নং ১৬৫৬- ২০০৬ সালের,বুক নং ১, পৃষ্ঠা ১ থেকে ২৪, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর কলকাতা, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির (তদস্থিত নির্মাণ সহ) অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৭, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৬৩, থানা : শেক্সপিয়র সরণি, জেলা : কলকাতা, জমির এরিয়া ২ কাঠা ১১ ছটাক ৩৯ বর্গফুট, ক্রেতা : শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল এবং অন্যান্য।

তারিখ : ১০.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি ২, কলকাতা

বাম কংগ্রেস দেয়নি, উদ্বাস্তুদের জমির পাট্টা দিল মমতা সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাম কংগ্রেস মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। মমতা সরকার উদ্বাস্তুদের কয়েক যুগের দাবি পূরণ করল। স্বাধীনতার পর নিজভূমি পেল ৯৫টি পরিবার। সরকারিভাবে পাট্টার দলিল পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালেন তারা।

কারোর বয়স ৮০, আবার কেউ বয়স ৬০, কেউ মারা গেছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করেনি বিগত দিনের রাজ্য সরকার। অবশেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বসিরহাট পুরসভা উদ্যোগে উদ্বাস্তুদের হাতে পাট্টার দলিল তুলে দিয়ে প্রতিশ্রুতি পূরণ করল বর্তমান সরকার। শুধু জমিই নয় জমির উপরে সরকারি প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ারও উদ্যোগ নেওয়া হল। অসহায় মানুষগুলি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছিল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পোস্ট অফিস পাড়ায়। সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল ওই ৯৫টি পরিবারের প্রায় ৫০০ জনের বেশি মানুষ। ভোট আসে ভোট যায়, হাজার প্রতিশ্রুতির পর ভোট চলে গেলে যা হওয়ার তাই হয়। তাদের দাবি ছিল, আমাদের স্থায়ী ঠিকানার ব্যবস্থা করে দিন। বামফ্রন্ট তার আগে কংগ্রেস, সবাইকে বারবার জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উদ্যোগ নেয় বসিরহাট পুরসভা। তাদের নাম ঠিকানা সরকারিভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। বসিরহাট মহকুমা শাসক আশিস কুমার বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায় চৌধুরী, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোমা দাস বিশেষ করে এ বিষয়ে উদ্যোগী নেন। অবশেষে বসিরহাট টাউনহলে রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক বসিরহাটের দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে ৯৫ টি পরিবারের হাতে ৯৯ বছরের জন্য জমির লিজ দিয়ে জমির দলিল তুলে দেওয়া হয়। তাদের মঞ্চে ডেকে মিষ্টিমুখ করিয়ে হাতে দলিল তুলে দেওয়া হয়। ৯ নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে তারা বসবাস করছিলেন সেখানে তাদের জমি দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর এই প্রথম নিজভূমি পেয়ে বেজায় খুশি তারা। বলছেন এর আগের কোনও সরকার আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তৃণমূল সরকার যেভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের। সুজিত বসু প্রতিশ্রুতি দেন, এরপরে সরকারিভাবে ঘর তৈরি হওয়ার পরিকল্পনা আছে।

সালিশি সভায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাণ্ডব পঞ্চায়েত সচিবের, মারধর যুবককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পঞ্চায়েত দপ্তরের অস্থায়ী মহিলা কর্মীর সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক তৈরি হয় পঞ্চায়েত সচিবের। তাকে ঘিরে প্রতিবাদ জানিয়েছিল প্রাক্তন প্রেমিক। আর সেই বিবাদের মীমাংসা বসল স্থানীয় এক প্রভাবশালীর বাড়িতে। সেই সালিশি সভায় পঞ্চায়েত সচিব আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। মারধর করা হয় এক যুবককে। ভাঙচুর করা হয় একটি চার চাকার গাড়ি। সিসিটিভির ক্যামেরায় সেই ভিডিও উঠে আসার পর সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের সালাইডাঙা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতের নাম স্বপন মুধা (৩০)। তাঁর বাড়ি সালাইডাঙা এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবকের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এই হামলার ঘটনার বিষয়ে বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব সুদীপ্ত সিনহা সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে হবিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তের দাদা গোপেন মুধা।

পুলিশকে অভিযোগে আক্রান্ত যুবকের দাদা গোপেন মুধা জানিয়েছেন, আমার ভাইয়ের সঙ্গে বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের এক মহিলা অস্থায়ী কর্মীর দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু গত বছর থেকে সেই সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব সুদীপ্ত সিনহার সঙ্গে ওই মহিলার পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপরই মাঝেমধ্যে আমার ভাইকে হুমকি দিত অভিযুক্ত সুদীপ্ত। এদিন রাতে সালাইডাঙা গ্রামে স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্য রাজীব মণ্ডলের বাড়িতে সালিশি সভা বসে। আর সেখানেই শুরু হয় গোলমাল। অভিযুক্ত সুদীপ্ত হাতে বন্দুক নিয়ে আমার ভাইয়ের ওপর হামলা চালায়। তার দলবল বাঁশ, লাঠি দিয়ে আমার ভাইকে বেধড়ক মারধর করে। এরপর গ্রামবাসীরা ছুটে এলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।

জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি বাবলা সরকার জানিয়েছেন, এখানে রাজনৈতিক কোনও বিষয় নেই। সম্পূর্ণ পারিবারিক বিষয়। এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব সুদীপ্ত সিনহা গা ঢাকা দিয়েছে। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, তদন্ত শুরু হয়েছে।

আরামবাগে নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি, আর্থিক ক্ষতির মুখে আলু ও ধান চাষিরা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: নিম্নচাপের জেরে মাথায় হাত চাষিদের। একদিকে আলু চাষিদের আলু বীজ পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অন্যদিকে পাকা ধানে মই। মাঠ থেকে পাকা আমন ধান উঠছে। নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে জল জমে পাকা ধান খামারজাত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে চাষিরা। আরামবাগ মহকুমা জুড়েই এই ঘটনা দেখা যাচ্ছে। শীতের মরসুমে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে আলু চাষ চলছে। বন্যার ভয়াবহতা কাটিয়ে চাষিরা নতুন উদ্যোমে আলু চাষ শুরু করেছে খানাকুল, পুরশুড়া, গোঘাট ও আরামবাগের চাষি মহল। কিন্তু আবারও নিম্নচাপ হওয়ায় আতঙ্কিত তারা। একদিকে সার ও আলু বীজের দাম আকাশছোঁয়া, অন্যদিকে চাষের শুরুতেই নিম্নচাপ, ফলে মাথায় হাত চাষিদের। তাঁদের দাবি এভাবে বৃষ্টি হলে পিছিয়ে যাবে আলু চাষ। যে সমস্ত আলু কয়েকদিন ধরে লাগানো হয়েছিল, সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিগুণ দামে সার কিনতে হয়েছে, আলু বীজ কিনতে হয়েছে, ফলে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেলে সমস্যায় পড়বেন কৃষকরা। এই বিষয়ে খানাকুলের আলু চাষি বংশী চন্দ্র সাঁতরা বলেন, বন্যার জন্য আমরা ধান চাষ করতে পারি না। শীতের সময় আলু চাষ করি। এই বছরও আলু বীজ রোপনের কাজ চলছে। কিন্তু অকাল নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি হওয়ায় আলু বীজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে যদি আর বৃষ্টি না হয় তাহলে ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা কমবে। অন্যদিকে কৃষকের 'পাকা ধানে মই' দিল নিম্নচাপ বলে মনে করছেন চাষিরা! ধান চাষেও ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা আরামবাগ মহকুমার কৃষকদের। সোমবার সকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় শুরু হয় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। উধাও শীতের আমেজ। আর এই আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় চরম দুশ্চিন্তায় কৃষকরা। আরামবাগ মহকুমার প্রায় প্রতিটি ব্লকে মাঠেই পড়ে রয়েছে পাকা ধান। আর কাটার পরে জমিতে রাখা পাকা ধান বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হচ্ছে। এই বিষয়ে আরামবাগের গৌরহাটি এলাকার কৃষক সনাতন গুটি বলেন, এই সময় পাকা ধান মাঠ থেকে গরুর গাড়ি করে আনা হয়। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় মাঠ থেকে ধান আনা যাচ্ছে না। কাদার জন্য পাকা ধান মাঠে পড়ে রয়েছে।

১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমিউনিটি হল তৈরির কাজের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এলাকায় কোনওরকম ফাঁকা জায়গা না থাকার কারণে সমস্যায় পড়তে হত গ্রামবাসীদের। আর এই দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের দাবি ছিল পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি মেনে অবশেষে দাবি পূরণ হল গ্রামবাসীদের। সোমবার মালদা জেলা পরিষদের উদ্যোগে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমিউনিটি হল তৈরির কাজের উদ্বোধন হয়ে গেল ইংরেজবাজার ব্লকের বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাটটারি স্ট্যান্ড এলাকায়। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কাজের সূচনা করা হয়। ফিতে কেটে এবং নারকেল ফাটিয়ে কাজের উদ্বোধন করেন তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সদস্য জুয়েল রহমান সিদ্দিকী। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজু মিঞা, পঞ্চায়েত সদস্য জামিল শেখ, বিশিষ্ট সমাজসেবী রহিম মিঞা সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরা।

এই কাজের উদ্বোধনের পর জেলা পরিষদ সদস্য জুয়েল রহমান সিদ্দিকী জানিয়েছেন , পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই এই এলাকার বাসিন্দাদের দাবি ছিল যে, তাদের পাড়ার জনঘনত্ব বেশি। যার ফলে বিয়ে বাড়ির হোক অথবা যে কোনওরকম অনুষ্ঠানে সমস্যার সম্মুখীন হতে হত তাদের। সে কথা মাথায় রেখে তাদের দাবি মতো এদিন মালদা জেলা পরিষদের উদ্যোগে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমিউনিটি হল তৈরির কাজের শিলান্যাস করা হল।

'দিদিকে বল' নম্বরে ফোন, ১৪৯ জন পেল আবাসের ঘর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: 'দিদিকে বল' নম্বরে ফোন, আর তাতেই বহুদিনের সমস্যার সমাধান। মিলল আবাস যোজনার ঘর। এক, দুই জন নয় সুন্দরবনের ১৪৯টি দরিদ্র পরিবার পেলেন সরকারি ঘর। ঘর পেয়েই আনন্দে দিশাহারা। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তাদের আপনজন 'দিদি' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না হিঙ্গলগঞ্জের মানুষেরা।

দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র সীমা নিচে থাকা এই পরিবারগুলো বারবার পঞ্চায়েত, ব্লক ও প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে ঘর পাওয়ার জন্য আবেদন করে আসছিল। ২০১৮-১৯ সালে তাতের লিস্টে নাম আসেনি। নানান কারণে তাদের ঘর পাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছিল। এই প্রথম দিদিকে বল ফোন নম্বরে ফোন করে প্রকল্পের আওতায় ঘর পেলেন সুন্দরবন এলাকার দরিদ্র মানুষগুলি। এতদিন তারা খোলা আকাশের নিচে থাকত। এবার মাথার উপর ছাদ পেয়ে রীতিমতো খুশি, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের স্যান্ডেল বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১৯ নম্বর বুথের শেফালী গাইন, খালেক গাজী, আব্দুল সামাদ গাজী, সহ ১৪৯টি পরিবার। গত কয়েক সপ্তাহ আগে পঞ্চায়েত সদস্যের পরামর্শে দিদিকে বল ফোন নম্বরে ফোন করে তারা। তারপরেই নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে ঘর পান তারা। ঘর পেয়ে রীতিমতো খুশির হাওয়া এলাকাজুড়ে। তারা বলেন আমরা কোনদিন ঘর পাব আশা করিনি, প্রশাসন এগিয়ে এসেছে আমরা খুশি। সানডেলের বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইকবাল আহমেদ ওরফে মুকুল বলেন, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মানুষের পাশে থাকে, শুধু এই গ্রামে পাঁচটি পরিবার নয় হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ১৪৯ টি পরিবার দিদিকে বল ফোন নম্বরে ফোন করে সরাসরি আবাস যোজনা ঘর পেয়েছেন।

তৃণমূলের প্রথম শহিদ প্রধান সিং মুড়ার স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: তৃণমূলের প্রথম শহিদ প্রধান সিং মুড়ার ২৭তম শহিদ দিবস পালিত হল বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে বাম আমলে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি এলাকার শ্রমিকদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হয় বাঘমুণ্ডির তনতন গ্রামের প্রধান সিং মুড়াকে। সোমবার সেই দিন যেদিন তৃণমূলের প্রধান সিং মুড়া নামের কর্মী শহিদ হন। প্রতিবছর বাঘমুণ্ডিতে ৯ ডিসেম্বর দিনটি প্রধান সিং মুড়ার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই অন্যান্য বছরের মতো এবারেও দিনটি বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রধান সিং মুড়ার শহিদ দিবস পালন করল বাঘমুণ্ডি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল যুব কংগ্রেস। এদিন প্রথমে শহিদের নিজ গ্রাম তনতনে তাঁর শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন দলের নেতা কর্মীরা। পাশাপাশি সেখানে দলের পক্ষ থেকে বস্ত্র বিতরণও করা হয়। সেখান থেকে দলের কর্মীরা এসে বাড়েরিয়া মোড়ে স্বর্গীয় প্রধান সিং মুড়ার আরেকটি শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। বাড়েরিয়া মোড়ে অনুষ্ঠিত হয় শহিদের স্মরণ সভা। মঞ্চ থেকে একে একে শহিদ প্রধান সিং মুড়ার স্মৃতিচারণ করেন। স্মরণ সভা উপলক্ষে সেখানে বাউল সংগীত ও মহিলা দলের ছৌ নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

ড্রেন তৈরিতে বাধা বিজেপি প্রধানের, বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: ড্রেন করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে, পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ তৃণমূলের। উত্তর ২৪ পরগনার ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বকচরা এলাকায় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য অধীনে একটি ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে। অভিযোগ বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান সেই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। কি কারণে ড্রেনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জবাব চেয়ে পঞ্চায়েতের সামনে বসে পড়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা। কিছু সময় অবস্থান বিক্ষোভের পর তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা পঞ্চায়েতের গেটে তালা দিতে যান। তখন তাদের আটকে দেয় বিজেপি। যাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় পঞ্চায়েত এলাকায়। তৃণমূলের দাবি শুধু এই একটি কাজে নয় এই অঞ্চলে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যদের কোনও কাজ হলে তা বিভিন্ন বাহানায় আটকে দেয় বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাইঘাটা থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান টুশি রায় সেনের দাবি তৃণমূল মিথ্যা অভিযোগ করছে। ড্রেন নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছিল। একটি অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই কারণে রবিবার ড্রেনের কাজ বন্ধ করা হয়েছিল। সোমবার পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ শুরু করে।

ঝাড়গ্রামে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘাটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঝাড়গ্রাম শহরের নতুন বাস স্ট্যান্ড এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ ঝাড়গ্রাম পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে মায়নাতদন্তের জন্য। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই গৃহবধূ নিজেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত গৃহবধূর নাম সুপর্ণা সাঁতরা। সুপর্ণাদেবীর একটি সন্তান রয়েছে। স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার। স্বামী পেশায় টোটো চালক। স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রতাক্ষদর্শী বাপি মুদি জানান, বাড়ির এক ভাড়াটে দুপুরে হটাৎ আগুন লেগেছে বলে চিৎকার করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি বাড়ির সদর দরজা ও জানালা ভেতর থেকে লাগানো এবং জানলার কাছে আগুন জ্বলছে। কোনোরকমে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলেও সুপর্ণা দেবীকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। পারিবারিক অশান্তির কারণেই এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে।

খামার মালিক ও গ্রামবাসীদর মধ্যে বিবাদ থেকে সংঘর্ষ, আহত দু'পক্ষের ৮

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মুরগির খামার থেকে মাছির উপদ্রব। দুর্গন্ধ ছড়ানোর অভিযোগ। গ্রামবাসীদের বিবাদের জেরে সংঘর্ষ, আহত দু'পক্ষের ৮ জন। পাণ্ডুয়ার সিমলাগড় ভিটাসিন গ্রামপঞ্চায়েতের পোটবা গ্রামের ঘটনা। এই গ্রামে রয়েছে কয়েকটি মুরগির খামার। শেখ জামশেদের খামার থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং মাছির উপদ্রব হয় বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের একাংশের। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ অনেক দিনের।

সোমবার বিএলআরও অফিস থেকে যে জায়গায় খামার সেই জায়গা মাপ করতে যায়। সেখানে দু'পক্ষ জড়ো হয়। মাছির উপদ্রব হওয়া নিয়ে তর্কাতর্কি থেকে মারামারি শুরু হয়ে যায়। বাঁশ, বটি, কাটারি নিয়ে দুই পক্ষ একে অপরকে মারে। মাথা ফেটে দুই পক্ষের ৮ জন আহত হয়। আহতদের প্রথমে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে একজনকে চুঁচুড়ার স্থানান্তরিত করা হয়।

ফার্ম মালিকের দাবি, 'যাঁরা দূষণের অভিযোগ করছেন, তাঁরাই মসজিদের জমিতে ধান শুকোন। সেটা বলায় আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হামলা চালায়।' গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বলা হলেও দূষণ ঠেকাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মাছির জন্য থাকা দায়। সেটা বলতে যাওয়ায় বাঁশ দিয়ে মারে।

বাস ও বাইকের সংঘর্ষ, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। গুরুতর আহত অপর এক আরোহী। সোমবার দুর্ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান আরামবাগ রোডের গোপালপুর সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রায়না থানা সহ ট্রাফিক পুলিশের বিশাল পুলিশ বাহিনী। বাইকে থাকা দু'জনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। অপর একজন বাইক আরোহী গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। জানা গিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম রমজান আলি, বাড়ি রায়না এক ব্লকের শাকনাড়া এলাকায়। গুরুতর আহত তুষার মণ্ডলের বাড়ি রায়না দুই ব্লকের মাধবডিহি থানার মেয়রে।

ঘটনার জেরে বর্ধমান আরামবাগ রোডে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও বাইকটিকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। গত শুক্রবার ঠিক একই রোডে পথ দুর্ঘটনা ঘটেছিল মৃত্যু হয় মা ও সাত মাস বয়সের শিশু কন্যার, আবারো পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল একজনের।

বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের সূচনা চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের সূচনা করলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান। এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এদিন ওই এলাকায় বিশুদ্ধ জল প্রকল্পের শুভ সূচনা করা হয়। জানা গিয়েছে, বালুরঘাট পুরসভার ২৫ নং ওয়ার্ডের সুকান্ত কলোনি এলাকায় বসানো হয়েছে এই ঠান্ডা ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিনটি। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র,২৫ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি প্রলয় কুমার সরকার সহ আরো অনেকে।

এবিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র জানান, ২৫ টি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছনোর কাজের প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। তার পাশাপাশি আমরা একটি করে বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিন বসানোর কাজ শুরু করেছি। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে এটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিন বসানো হল।

বিলুপ্ত হওয়া ৯ কেজি ও ৪ কেজির দুটি ময়ূরী কাছিম উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: সোমবার উদ্ধার হল বিলুপ্ত প্রায় নয় কেজির ও চার কেজির দুটি বিশালাকার ময়ূরী কাছিম বা পিকক্ সফটশেল টার্টেল। জানা গিয়েছে, বাগনানের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের স্কুল ছাত্রী অঙ্কিতা পাঁজা ভাত খেয়ে ব্যাগ গুছিয়ে স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় দেখে একটি বিশালাকার কাছিম পাশের ডোবা থেকে উঠে রাস্তা পার হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার মা রীনা পাঁজাকে নিয়ে গিয়ে রাস্তা থেকে কাছিম টিকে তুলে নিয়ে বাড়ি আসে। খবর পেয়ে ওই গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী সোনাই সামন্ত, পরিবেশ কর্মী সুমন্ত দাস ও রঘুনাথ মান্নার সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামানিক, ঝিন্দন প্রধান ও সুপ্রকাশ আদক পৌঁছান। গ্রামের মানুষকে এই বিলুপ্ত প্রায় কাছিম রক্ষার বিষয়ে সচেতন করে ও বন বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে বৈদ্যনাথপুর গ্রামের ই একটা জলাভূমিতে ময়ূরী কাছিমটিকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।

অপরদিকে আমতা গাজীপুর গ্রামে একটি চার কেজি ওজনের ময়ূরী কাছিম উদ্ধার করে পুনরায় এলাকার নিরাপদ জলাশয়ে মুক্ত করে দেয়।

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামানিক বলেন, 'এই ময়ূরী কাছিম বা পিকক্ সফটশেল টার্টেল ২০২২ ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ পরিমার্জিত আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংরক্ষণের আওতায় তফশিলি ১ এর অন্তর্ভুক্ত। একে শিকার করলে ও বাড়িতে আটকে রাখলে কয়েক বছরের জেল ও জরিমানা হয়। ক্রমাগত জলাভূমি নষ্ট ও শিকারের কারণে এর সংখ্যা কমছে।'

বন্ধুর বাড়িতে এসে অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বন্ধুর বাড়িতে এসে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ওই ব্যক্তির নাম কল্যাণ দত্ত চৌধুরী (৬৫)। বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের আপার চেলিডাঙা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কল্যাণ বাবু পুরুলিয়ার কাশীপুর থানা এলাকার এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলেন। রবিবার রাতে খাবার খাওয়ার পর রাতে ঘুমিয়েছিলেন। গভীর রাতে হঠাৎ তাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার বন্ধু ও তার পরিবারের আত্মীয়রা তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার রঘুনাথপুর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে হাসপাতাল থেকে তার দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেল বনগাঁ স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: অশান্ত বাংলাদেশ, সীমান্ত লাগোয়া বনগাঁ স্টেশনে জিআরপি ও আরপিএফ এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা জোরদার করা হল। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপরে নজর রেখে পুলিশ প্রশাসন ও আরপিএফ এর পক্ষ থেকে বনগাঁ স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার হল। আগেই প্লাটফর্মে নজরদারি ছিল। এবার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরো বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।অন্যদিকে জিআরপি এবং আরপিএফ এর পক্ষ থেকে বাড়তি নিরাপত্তা নিয়ে খুশি যাত্রীরা।

৩ দিন নিখোঁজ থাকার পরে জঙ্গলে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: তিনদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পরে সোমবার সকালে জামুরিয়া শ্মশান লাগোয়া জঙ্গলের একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল এক ব্যক্তির মৃত দেহ। ঘটনাটি ঘটনাছে জামুড়িয়া থানার ৫নং ওয়ার্ডের জামুড়িয়া শ্মশানে। মৃত ব্যক্তির নাম গণেশ রুইদাস, জামুড়িয়া গ্রামের রুইদাস পাড়ার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। গত তিনদিন আগে পারিবারিক অশান্তি জেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় গণেশ। এই পরে তাকে খোঁজাখুঁজি করে না পাওয়ায় জামুড়িয়া থানার নিখোঁজ ডাইরি করে পরিবারের লোকজন। সোমবার সকালে স্থানীয়রা জামুড়িয়া শ্মশানে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে এলাকায় খবর দেয়। পরে স্থানীয়রা জামুড়িয়া থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগীদের সহায়তায় অনুষ্ঠিত এমএসএমই শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগীদের সহায়তা করতে রাজ্য সরকারের অভিনব ভাবনা। সোমবার গুসকরা পুরসভা অফিস চত্বরে শুরু হল এমএসএমই শিবির। এদিন এই শিবিরে উপস্থিত হন পুরসভার চেয়ারম্যান কুশল মুখোপাধ্যায় ও ভাইস চেয়ারম্যান বেলী বেগম সহ অনান্যরা। জানা গিয়েছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হস্তশিল্প সামগ্রীর যেমন সেখানে স্টল বসেছে। তেমনই বসেছে মুখ রোচক বিভিন্ন খাবারের স্টল। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্যম রেজিস্ট্রেশন, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, হস্তশিল্পীদের নাম নথিভুক্ত করনের পাশাপাশি এই শিবির থেকে পরিষেবা প্রদান করা হবে। গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান কুশল মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগ এই স্টলের আয়োজন করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের উন্নতি ঘটবে। পাশাপাশি সরকারি বেশকিছু ব্যাংকের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাদের উদ্যোগ স্বল্প লোনের ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে শহরের বহু ছোট ও মাঝারি শিল্প বেঁচে থাকবে। পাশাপাশি এদিন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক অফিস চত্বরে এমএ সেমি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রায় ১৫টির বেশি স্টল বসানো হয়। আউশ গ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিডিও চিন্ময় দাস জানান, আগামী ১৪ তারিখ পর্যন্ত এই শিবির চলবে।

পাণ্ডবেশ্বরে ২৫ কেজি গাঁজা-সহ ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পাণ্ডবেশ্বর থানার উদ্যোগে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জিত হল। রবিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে রেলস্টেশন সংলগ্ন রাস্তায় সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে আটক করে। তাঁদের কাছ থেকে আনুমানিক প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের পরিচয় এমডি ইনজামামুল হক (৩১) এবং আজিজুল ইসলাম (২৪)। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই দুই ধৃতই মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। তাঁরা মাদক পাচারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। ধৃতদের সোমবার আসানসোল মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মাঠে বিবাদ, জরিমানা দিতে হল সিরাজকে, তুলনায় কম শাস্তি অস্ট্রেলিয়ার হেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাঠে বিবাদে জড়িয়ে শাস্তি পেলেন ভারতের মহম্মদ সিরাজ এবং অস্ট্রেলিয়ার ট্রেভিস হেড। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে দুই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধেই। তুলনায় বেশি শাস্তি পেয়েছেন ভারতের জোরে বোলার।

অ্যাডিলেড টেস্টের দ্বিতীয় দিন হেডকে আউট করেন সিরাজ। তার পর উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গি করেন তিনি। সিরাজের এই ব্যবহার পছন্দ হয়নি হেডের। তিনি সাজঘরে ফেরার সময় পাল্টা জবাব দেন। সেই ঘটনার রিপোর্ট ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাদুগালের কাছে জমা দেন আম্পায়ারেরা। তা যায় আইসিসির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির কাছে। কমিটি দুই ক্রিকেটারকেই দোষী সাব্যস্ত করে। সেই অনুযায়ী, সিরাজকে ম্যাচ ফির ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। তাঁকে এক ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। হেডের জরিমানা না হলেও ডিমেরিট পয়েন্ট এড়াতে পারেননি। তাঁকেও এক ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। মৌখিক ভাবে সতর্ক করা হয়েছে দুই ক্রিকেটারকে।

সিরাজের বিরুদ্ধে আইসিসির আদর্শ আচরণবিধির ২.৫ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। অন্য দিকে, হেডের শাস্তি তুলনায় লঘু। তিনি ২.১৩ ধারা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত হয়েছেন। গত ২৪ মাসে দু'জনের বিরুদ্ধেই এমন কোনও অভিযোগ না থাকায় কাউকে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করা হয়নি। তবে আগামী ২৪ মাস সিরাজ এবং হেড দু'জনেই থাকবেন আইসিসির নজরদারিতে।

১৭ বলে ৩২, ১৩টি ডট বল, বাংলাকে সৈয়দ মুস্তাকের কোয়ার্টারে তুললেন শামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: যত বেশি ম্যাচ খেলছেন ততই বেশি ছন্দে দেখাচ্ছে মহম্মদ শামিকে। ক্ষুরধার বোলিং করার জন্য তিনি বিখ্যাত। তবে ব্যাট হাতেও কম যাচ্ছেন না। সোমবার বাংলাকে প্রায় একার হাতেই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে তুলে দিলেন শামি। চণ্ডীগড়কে তিন রানে হারাল বাংলা।

এ দিন আগে ব্যাট করতে নামলেও চণ্ডীগড়ের সামনে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি বাংলা। ২১ রানের মধ্যেই তিনটি উইকেট হারায় তারা।

অভিষেক পোড়েল (৮), সুদীপ শর্মার এক ওভারে ১৯ রান নেন শামি। তিন চার এবং দু'টি ছয় মেরেছেন তিনি। শেষ দশ বলে ওঠে ২১ রান। বাংলা পৌঁছে যায় ১৫৯ রানে।

বল করতে নেমে প্রথম স্পেলে তিন ওভার করেন শামি। ফিরিয়ে দেন ওপেনার আরসালান খানকে। তবে সায়ন ঘোষের (৪-৩০) বোলিং জেতায় বাংলাকে। শেষ ওভারে জিততে চণ্ডীগড়ের ১১ রান দরকার হলেও সাত রানের বেশি তুলতে পারেনি তারা।

সৈয়দ মুস্তাকে ১৬ দিনে আটটি ম্যাচ খেলেছেন শামি। প্রতিটিতেই

ঘরামি (০), শাকির হাবিব গান্ধী (১০) সাজঘরে ফিরে যান। ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়ের (২৮) সঙ্গে জুটি বাঁধেন করণ লাল (৩৩)।

ঋত্বিক ফেরার পর আবারও চাপে পড়ে বাংলা। পর পর হারায় শাহবাজ আহমেদ (৭), করণকে। দু'রানের ব্যবধানে অগ্নিভ পান (৬) এবং কণিষ্ক শেঠ (১) ফেরেন। এর পরেই শুরু হয় 'শামি শো'। সন্দীপ

প্রায় পুরো ওভার বল করেছেন। চোট সারিয়ে রঞ্জি ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ফেরার সময় শামির ওজন বেশি মনে হয়েছিল। এখন সেই ওজন ঝরে অনেক বেশি ফিট দেখাচ্ছে তাঁকে। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার ব্যাপারে এখনও নিশ্চয়তা নেই। তবে শামি যে তৈরি সেটা বাংলার হয়ে বোলিং করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

চলতি অধিবেশনেই পেশ হতে চলেছে 'এক দেশ, এক ভোট' বিল

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর: চলতি শীতকালীন অধিবেশন কিংবা পরবর্তী অধিবেশনে সংসদে পেশ হতে চলেছে 'এক দেশ, এক নির্বাচন বিল'। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বলে সূত্রের খবর। বিল নিয়ে আলোচনা ও ঐক্যমত জোগাড় করতে এটি 'যৌথ সংসদীয় কমিটি'তে পাঠানোরও পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজের পাশাপাশি বিধানসভার স্পিকারদেরও এই বিষয়ে মতামত জানানোর আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে খবর।

চলতি বছর লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় 'এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে সওয়াল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি যুক্তি দেন, ঘন ঘন নির্বাচনে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে বাধা পড়ে। প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, গোটা দেশ এই প্রক্রিয়াকে সমর্থনও জানাচ্ছে। সব রাজনৈতিক দলগুলিকে এই বিষয়ে সমর্থন করার আহ্বানও জানান তিনি। মোদির সেই বার্তার পর জল্পনা তৈরি হয়েছিল এনডিএ সরকারের চলতি মেয়াদেই কার্যকর হবে এক দেশ, এক নির্বাচন রীতি। এ বিষয়ে সরকার পক্ষের দাবি, এই ব্যবস্থা চালু হলে ভোট প্রক্রিয়ার জন্য যে বিপুল অঙ্কের খরচ হয়ে থাকে, তা অনেকটাই কমে যাবে।

'এক দেশ, এক নির্বাচনে'-এর বাস্তবতা খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্র। গত মার্চ মাসে সেই কমিটি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। যেখানে 'এক দেশ, এক নির্বাচনে'-এর পক্ষে সায় দেওয়া হয়েছে। যদিও বিরোধী দলগুলি শুরু থেকেই 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-এর বিরোধিতা করে এসেছে। বিরোধী নেতারা অভিযোগ করেছেন, এই নীতি ঘুরপথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ধাঁচের ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

অনুপ্রবেশের চেষ্টা, সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে মৃত্যু পাক যুবকের

অমৃতসর, ৯ ডিসেম্বর: সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে পাকিস্তানি যুবকের। রবিবার গভীর রাতে পঞ্জাবের অমৃতসর জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। সোমবার বিএসএফের তরফে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এক আধিকারিক।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতের অন্ধকারে অমৃতসরের মহাওয়া গ্রামের কাছে সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন এক যুবক। সুযোগের অপেক্ষায় বেশ কিছু ক্ষণ ধরেই সীমান্তের কাছে ঘোরাঘুরি করছিলেন তিনি। সে সময় কর্তব্যরত সীমান্তরক্ষীরা তাঁকে দেখে ফেলেন। সীমান্তরক্ষীরা সন্দেহভাজন ওই যুবককে আটকানোরও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কথা না শুনে উল্টে নিরাপত্তা বেষ্টনীর দিকে দৌড়তে শুরু করেন ওই যুবক। এর পরেই বিএসএফ কর্মীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে বাধ্য হন।

প্রাথমিক তদন্তের পর বিএসএফের অনুমান, ওই যুবক পাকিস্তানি নাগরিক। তবে তাঁর নামপরিচয় জানা যায়নি। যুবকের কাছ থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে। সেই ব্যাগে ছিল কিছু জামাকাপড় এবং কয়েকটি ব্যক্তিগত জিনিসপত্র।

সম্প্রতি নানা অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশ থেকে এ দেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএসএফের দাবি, গত কয়েক মাসে বাংলা সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিরোধ করার জন্য আরও আঁটসাঁট হয়েছে প্রহরা। অনুপ্রবেশ এবং অনুপ্রবেশে মদত দেওয়ার অভিযোগে চলতি বছরে এ পর্যন্ত ১৯৪ জন বাংলাদেশি এবং ১৯৭ জন ভারতীয় পাকড়াও হয়েছেন। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৩৯৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বিএসএফ। সেই আবহেই এ বার পাকিস্তান থেকেও ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হল।

নোতর দাম গির্জার উদ্বোধনে ব্রিটিশ রাজকুমার প্রিন্স উইলিয়ামের প্রশংসায় ট্রাম্প

প্যারিস, ৯ ডিসেম্বর: মসনদে বসার আগেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ঝালিয়ে নিতে উদ্যোগী ডোনাল্ড ট্রাম্প। নভেম্বরের নির্বাচনে জয় পেলেও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে এখনও দেরী। তাতে কী? এখন থেকেই আন্তর্জাতিক স্তরে সক্রিয় হচ্ছেন তিনি। শনিবার প্যারিসে নোতর দাম গির্জার পুনর্গঠনের পর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে গিয়ে ব্রিটিশ রাজকুমার প্রিন্স উইলিয়ামকে দেখে তাঁর পিঠ চাপড়ে দিলেন ট্রাম্প। বললেন, ভালো ছেলে, ভালো কাজ করছে। একান্তে দীর্ঘ প্রায় ৪০ মিনিট ধরে বৈঠক করেছেন উইলিয়াম-ট্রাম্প। সূত্রের খবর, আমেরিকা-ইংল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক একাধিক বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে দুজনের মধ্যে। অগ্নিকাণ্ডের পাঁচ বছর পর পুনর্জন্ম হয়েছে প্যারিসের ঐতিহ্যবাহী নোতর দাম গির্জার। বড়দিনের আগে ফের গির্জার দরজা সাধারণের জন্য খুলে যাওয়ায় খুশির জোয়ার ফ্রান্স জুড়ে। শনিবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১১টায় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে। তাতে আমন্ত্রিত ছিলেন আমেরিকার বিদায়ী ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন, ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ব্রিটিশ রাজকুমার প্রিন্স উইলিয়াম, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েরে পক্ষে প্রধান এলাকার নলকুপ, ঢালায় রাস্তা এবং ড্রেন সংক্রান্ত কাজের জন্য (15th FC & 5th S.F.C. Grant) থেকে দরপত্র আহ্বান করছেন। **e-Tender id –[2024_ZPHD_778934_1 To _4], [2024_ZPHD_778985_1 To _5] & [2024_ZPHD_779033_1] Dated-05/12/2024. Bid Submission Start Date -05/12/2024 at 11:30AM and Bid Submission End Date-13/12/2024 at 5.30 PM, Bid opening Date-17/12/2024 at 11.30AM. Online e- Tender** সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও আবেদন করার জন্য **www.wbtenders.gov.in** ভিজিট করুন।

ধন্যবাদান্তে
প্রধান
জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
মন্দির বাজার ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

WB-HMC/TN/ED/WS/06/24-25 ই-টেন্ডার তারিখ : ০৪.১২.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া পৌর নিগম-বার্ষিক জল সরবরাহ প্রেসার পরীক্ষা এবং জল সরবরাহ উন্নয়নের জন্য পাইপ লাইন সংস্থাপন এবং মেরামতি কাজের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে (নির্ধারিত ফর্মে) ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ওএসডি(ডব্লুএস) এর বিভাগীয় ওয়েবসাইট এবং **www.wbtenders.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইনে) ২৭.১২.২০২৪, বেলা ৩ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যে কোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

১১১(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
৯.১০.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH

e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) MAK-II/NIT/26/2024-25, dated- 09.12.2024, Sl- 1 & 2. Fund: SBM(G) & 15TH FC.** Bid submission start date: **09.12.2024 at 06.00 PM.** Last date of Bid submission: **16.12.2024 up to 03.00 PM.** Date of opening: **18.12.2024 at 03.00 PM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211

NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call

WBPMID/BASU/GP/NIT-21/24-25, Memo No-509, Date- 09.12.2024,
WBPMID/BASU/GP/NIT-22/24-25, Memo No-510, Date- 09.12.2024,
WBPMID/BASU/GP/NIT-23/24-25, Memo No-511, Date-09.12.2024,
WBPMID/BASU/GP/NIT-24/24-25, Memo No-512, Date-09.12.2024,
WBPMID/BASU/GP/NIT-25/24-25, Memo No-513, Date-09.12.2024,
Tender Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **10/12/2024**, Bid Submission end Date : **17/12/2024** and Bid Opening Date : **20/12/2024.** For Details Plese Visit website http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
DMC
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the work : Consultancy Service for Preparing a Detail Project Report (DPR) regarding Renovation of Pneumatic & Valve System of 8 nos. filter beds at 15MGD Water Treatment Plant, Angadpur under DMC
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/EOI-163/24-25
Tender ID : 2024_MAD_780982_1
2) Name of the work : Laying of 160mm (OD) Dia. HDPE pipe line and 50mm Dia. PVC pipe line with Road Cross Over by Jack Pushing Method at Bengal Ambuja S.R. Sarani for water supply connection at New Court Building (Ward No.-22) under DMC
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-115/24-25 (3rd Call)
Tender ID : 2024_MAD_781064_1 • Est. Amt. : Rs. 24,99,768.00
3) Name of the work : Construction of Concrete Road at Pardoi Arani Welfare Society within Ward No.-25 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-236/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_781102_1 • Est. Amt. : Rs. 15,69,359.00
Last Date : **24.12.2024 upto 5.00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/MV/NIQ-27/2024-25** for "Supply of 41 seated School Bus for girls' student under Krishnanagar Municipality as per specification". The intending Bidders are requested to visit the website **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2024_MAD_781176_1.**

Sd/- **Chairman**
Krishnanagar Municipality

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for Construction of 18 no's W.H.S scheme under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **09/12/2024 to 31/12/2024. Vide NIT- 06/PMKSY-WDC2-NRM-3/1/24-25.** Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block
& PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

TENDER NOTICE

E Tender is invited through on-line Bid System vide NIeT No. **09/Rampara-II GP/2024-25** With Vide Memo No. - **476/Ram-II GP/2024-25, Dated: - 09-12-2024** The Last date for online submission of tender is **16/12/2024 upto 03.00 P.M.** For details, please visit website: - htpps://wbtenders.gov.in

Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3 nos. development work(s) under **LWM (SBM(G))** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-12/2024-25, Dated: 09.12.2024.** Bid submission end date: **17/12/2024 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **20/12/2024 at 10.00 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal, Dist. - South 24 Parganas

On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 478/SGP/ TIED/2024, and 479/SGP/UNTIED/2024, Dated: 10-12-2024** within the GP area. The last bid submission date is **17-12-2024 till 12:00 P.M.**
For more details visit to our GP office Notice Board or visit wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan,
Sridharnagar GP

পাবলিক নোটিশ

সার্কুলার নং 42.2 of DoR.FIN.REC.No.45/03.10.119/2023-24
তারিখ ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ (১০ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে আপডেট করা হয়েছে) মাস্টার নির্দেশাবলী- ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা - স্কেল ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ) নির্দেশিকা, ২০২৩ অনুযায়ী
আইপিআরও ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN : U51491WB1947PLC061685
CoR No.B-05.00231 তারিখ ২০.০২.১৯৯৮
রেজি. অফিস ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
টেলিফোন : ০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০ / ২২২০ ০৬০০, ই-মেইল ipro.capital@gmail.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) উল্লেখ্য পত্র নং KOL.DOR.DOR.No S140/01-01-005/2024-2025 তারিখ ২ ডিসেম্বর, ২০২৪ মাধ্যমে কোম্পানিকে আইপিআরও ক্যাপিটাল লিমিটেড অনুমোদন দিয়েছে একজন নতুন ডিরেক্টর নিয়োগের জন্য যেমন শ্রী পবন কুমার ছাউছারিয়া (DIN 00200547) এর ২১২, ক্যানাল স্ট্রিট, বিল্ডিং নং. ১৩, ফ্ল্যাট নং ১/ডি, কলকাতা - ৭০০ ০৪৮, পেশা কোম্পানি এক্সিকিউটিভ, কোম্পানির বোর্ডে সমস্ত শর্ত মেনে চলা সাপেক্ষে উপরের সার্কুলারে উল্লিখিত এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক আইন/বিধির সাথে সম্মতিক্রমে। উল্লিখিত একজন নতুন পরিচালককে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে কোম্পানির বোর্ডের গঠন ৩০ শতাংশের বেশি পরিবর্তিত হবে না এবং পরিবর্তনের পরে বোর্ডের নতুন গঠনে (১) শ্রী সিদ্ধার্থ কুমার বিড়লা, (২) শ্রীমতি মধুশ্রী বিড়লা, (৩) শ্রী অলোক মহেশ্বরী (৪) শ্রী উমরাও চাঁদ জৈন, (৫) শ্রীমতি মীনাক্ষী অপূর্ব বাজাজ এবং (৬) শ্রী পবন কুমার ছাউছারিয়া। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াকলাপগুলির প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বোর্ডকে শক্তিশালী এবং বিস্তৃত করা। কোম্পানির সদস্যদের শেয়ারহোল্ডিং এবং ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন হবে না।
যে কোন ব্যক্তি, যার স্বার্থ উপরোক্ত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তারা উল্লিখিত ঠিকানায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের কাছে এবং আরবিআই, প্রবিধান বিভাগ, ৬ষ্ঠ তলা, ১৫, এন.এস. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে নোটিশ পাঠাতে পারেন। এই পাবলিক বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা জারি করা হয়েছে

আইপিআরও ক্যাপিটাল লিমিটেড'-এর পক্ষে
স্বা/-
(অলোক মহেশ্বরী)
পরিচালক
ডিন : ০০১৭১৩০৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬.১২.২০২৪

Kalukhali Samabay Krishi Unnayan Samiti Ltd.
Regd. No: 22, Date - 12/10/2018
Vill + Post: Kalukhali, Thana : Bhagwangola, District: Murshidabad

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৭৪৪ dated ২৫-০৭-২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আগামী ইং ২২-০১-২০২৫ **তারিখ বেলা ১২ টায়** Kalukhali SKUS Ltd. - এর বিশেষ সাধারণ সভা, সমিতির অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির সকল সদস্য/সদস্যা-কে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিস্তারিত নির্বাচনসূচী তথা নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হইল।

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট : SCHEDULE FOR ELECTION:

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	০২/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২ টা	Sri Md. Rajib Ali, Manager, Kalukhali SKUS Ltd
২.	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা	০৩/১২/২০২৪- ১৬/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	Sri Md. Rajib Ali, Manager, Kalukhali SKUS Ltd
৩.	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানী	১৭/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	Sri Souvik Samanta, A.R.O, Kalukhali SKUS Ltd
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৯/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২ টা	Sri Md. Rajib Ali, Manager, Kalukhali SKUS Ltd
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি Distribution of nomination papers	২০/১২/২০২৪- ২১/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	ঐ
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ Filing of nomination papers	২১/১২/২০২৪- ২৩/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	ঐ
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা Scrutiny of nomination papers	২৪/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	Sri Souvik Samanta, A.R.O, Kalukhali SKUS Ltd
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ Publication of list of valid Nomination	২৪/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	ঐ
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার Withdrawal of Candidature	২৫/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	Sri Md. Rajib Ali, Manager, Kalukhali SKUS Ltd
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ Publication of final list of valid Candidates' after withdrawal	২৫/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ৩.৩০ টা	Sri Souvik Samanta, A.R.O, Kalukhali SKUS Ltd
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন Distribution of symbols (if required)	২৫/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ৪ টা	ঐ
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place of Poll	২১/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা পর্যন্ত	পরে জানা যাবে
১৩.	ভোট গণনা Counting of Votes	২১/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	পরে জানা যাবে
১৪.	ফল ঘোষণা Declaration of Result	২১/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরেই	Sri Souvik Samanta, A.R.O, Kalukhali SKUS Ltd

ক) পরিচালকমণ্ডলীর ০৬ (ছয়) টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এরমধ্যে ২(দুই) টি আসন মহিলা সদস্যাদের জন্য ও ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি/উপজাতি সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্যপদের মেয়াদ ন্যূনতম ১ বৎসর হইতে হইবে। গ) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুন U/S ৩২ (২), (৫) with Provisio: (৬) Sa), (b), (৭) and (৮) U / S ১৩৪ C (১০) (a), (b) and (১২) (c) of WBCS Act, 2006 as amended up to date. Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]

স্বাক্ষর - শৌভিকসামন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
কালুখালি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

Kantanagar G.P. Samabay Krishi Unnayan Samiti Ltd.
Regd. No 40, Date- 10/12/2003
Vill + Post Kantanagar– Thana Bhagwangola, District- Murshidabad

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৭৪৪ dated ২৫-০৭-২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আগামী ইং ২২-০১-২০২৫ **তারিখ বেলা ১২ টায়** Kantanagar GP SKUS Ltd. - এর বিশেষ সাধারণ সভা, সমিতির অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির সকল সদস্য/সদস্যা-কে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিস্তারিত নির্বাচনসূচী তথা নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হইল।

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট : SCHEDULE FOR ELECTION:

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৪/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা১২ টা	Sri Rejwanul Hoque, Manager, Kantanagar GP SKUS Ltd.
২.	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা	০৪/১২/২০২৪- ১৭/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	Sri Rejwanul Hoque, Manager, Kantanagar GP SKUS Ltd.
৩.	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানী	১৮/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	Sri Souvik Samanta A.R.O Kantanagar GP SKUS Ltd.
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২০/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২ টা	Sri Rejwanul Hoque, Manager, Kantanagar GP SKUS Ltd.
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি Distribution of nomination papers	২১/১২/২০২৪- ২২/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	ঐ
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ Filing of nomination papers	২২/১২/২০২৪- ২৩/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা	ঐ
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা Scrutiny of nomination papers	২৫/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত	Sri Souvik Samanta, A.R.O Kantangar GP SKUS Ltd.
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ Publication of list of valid Nomination	২৫/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর	ঐ
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার Withdrawal of Candidature	২৬/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ৩ ঘটিকার আগে পর্যন্ত	Sri Rejwanul Hoque, Manager, Kantanagar GP SKUS Ltd.
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ Publication of final list of valid Candidates' after withdrawal	২৬/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ৩.৩০ টা	Sri Souvik Samanta, A.R.O Kantangar GP SKUS Ltd.
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন Distribution of symbols (if required)	২৬/১২/২০২৪	সমিতির অফিস	বেলা ৪ টা	ঐ
১২.	ভোট গ্রহণের তারিখ সময় এবং স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place of Poll	২২/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	বেলা ১২টা থেকে বৈকাল ৩ টা পর্যন্ত	পরে জানা যাবে
১৩.	ভোট গণনা Counting of Votes	২২/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	ভোট শেষ হওয়ার পরেই	পরে জানা যাবে
১৪.	ফল ঘোষণা Declaration of Result	২২/০১/২০২৫	সমিতির অফিস	ভোট গননা শেষ হওয়ার পরেই	Sri Souvik Samanta, A.R.O Kantangar GP SKUS Ltd.

ক) পরিচালকমণ্ডলীর ০৬ (ছয়) টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এরমধ্যে ২(দুই) টি আসন মহিলা সদস্যাদের জন্য ও ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি/উপজাতি সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্যপদের মেয়াদ ন্যূনতম ১ বৎসর হইতে হইবে। গ) আইনানুযায়ী পরিচালক (Director) নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবত থাকবে। [দেখুন U/S ৩২ (২), (৫) with Provisio: (৬) Sa), (b), (৭) and (৮) U / S ১৩৪ C (১০) (a), (b) and (১২) (c) of WBCS Act, 2006 as amended up to date. Rule 42 of W.B.C.S Rules 2011]

স্বাক্ষর - শৌভিকসামন্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
কান্তনগর জি.পি. সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অগ্রদূত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সকল সদস্য ও সদস্যা গণকে অবগত করা যাইতেছে যে, আগামী ২২/১২/২০২৪ (রবিবার) BILCHATRA JR. HIGH SCHOOL এর গৃহে বেলা ১১.০০ ঘটিকা থেকে ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলী গঠনের জন্য ৬ জন (যাহার মধ্যে অসংরক্ষিত ৪ জন ও মহিলা ২) প্রতিনিধির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকার সকল সদস্য/সদস্যা গনকে অনুরোধ করা হইতেছে।

খসড়া নির্বাচক তালিকায় আপত্তি গ্রহন ৫/১২/২৪- ৬/১২/২৪ এবং নিষ্পত্তিকরণ ৭/১২/২০২৪, সমিতির অফিসে। চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ ৭/১২/২০২৪, দুপুর ১২.০০টা, সমিতির নোটিশ বোর্ড।

ক্রমিক সংখ্যা	নির্ঘন্ট সূচি	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিখ
১.	আবেদনক্রমে মনোনয়নপত্র বিতরণ	১১/১২/২০২৪ ও ১২/১২/২০২৪	দুপুর ১২ টা হইতে বেলা ৩.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	সমিতির ম্যানেজার
২.	প্রার্থী কর্তৃক মনোনয়নপত্র দাখিল	১৩/১২/২০২৪ ও ১৪/১২/২০২৪	দুপুর ১২ টা হইতে বেলা ৩.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	সমিতির ম্যানেজার
৩.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা ও তার অব্যহিত পরে বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ	১৬/১২/২০২৪	বেলা ১১.০০ টা	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও / ম্যানজার
৪.	প্রার্থীর লিখিত আবেদন ক্রমে মনোনয়ন প্রত্যাহার	১৭/১২/২০২৪	দুপুর ১২ টা হইতে বেলা ২.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৫.	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৭/১২/২০২৪	বেলা ২.০০ টার পর	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৬.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১৭/১২/২০২৪	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৭.	আবশ্যক ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ	২২/১২/২০২৪	বেলা ১১.০০ ঘটিকা থেকে ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত	Bilchatra Jr. High School	এ.আর.ও
৮.	ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গননা ও ফল প্রকাশ	২২/১২/২০২৪	ভোট গ্রহণের পর	Bilchatra Jr. High School	এ.আর.ও

বিঃদ্রঃ- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয় পত্র, সমিতির পাশবহি, অথবা বিকল্প স্বচিত্র পরিচয় পত্র ভোটদান কেন্দ্রে সঙ্গে আনিবেন।

সহকারী রিটানিং অফিসার
অগ্রদূত সমবায়
কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

hindware
home innovation limited

হিন্ডওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেড
CIN : L74999WB2017PLC222970
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১ -৩৩-২২৪৮ ৭৪০৪/০৭
ইমেল: investors@hindwarehomes.com
ওয়েবসাইট: www.hindwarehomes.com

কোম্পানির সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের (আইন) কোম্পানি আইনের ১১০ ধারা এবং তৎসহ ১০৮ সংস্থান এবং তৎসহ ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২২ এবং রুল ২০ সংস্থান অধীনে এবং আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত (এমসিএ সার্কুলারস), ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া (আইসিএসআই) কর্তৃক ইস্যুকৃত সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস-২) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন এবং অধ্যাদেশ, সংশোধিত মতে সময়ে সময়ে (বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) সহ) বা পুনপাশকৃত পরবর্তীতে বলবৎ, মোতাবেক কোম্পানি ১২ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে পোস্টাল ব্যালট নোটিশে (নোটিশ) উল্লিখিত বিষয় সমূহের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (ই-ভোটিং) সদস্যগণের অনুমোদন পেতে ইচ্ছা করে :

দফা নং	বিবরণ
	বিশেষ প্রস্তাবের দ্বারা :
১	শ্রীমতী সোনালি দত্ত (ডিন : ১০৭২৭৭০৭) কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে :
(ক) উপরে উল্লিখিত বিধান এবং এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে সোমবার, ৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে কোম্পানির সেই সমস্ত সদস্যদের যাদের ই-মেইল ঠিকানা শুক্রবার ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ (''কাট-অফ তারিখ'') পর্যন্ত কোম্পানির আরটিএ/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত।
(খ) ই-ভোটিং সময়কাল মঙ্গলবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে।
(গ) ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ৮ জানুয়ারি ২০২৫ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।
(ঘ) ই-ভোটিং অধিকার শুধুমাত্র সকল সদস্যদের শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন এমন যেকোন ব্যক্তি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ব্যবহার করবেন।
(ঙ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য বিশদ নির্দেশাবলী নোটিশের নোটে দেওয়া আছে।
(চ) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী প্রবীণ কুমার ড্রলিয়া, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্য নং এফ২৩৬৬, সিপি নং ১৩৬২) কে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ভোটদান ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।
(ছ) এমসিএ-এর সার্কুলার অনুসারে, নোটিশের প্রকৃত কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খাম পাঠানো হয়েছে এবং সদস্যরা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল') এর পরিষেবাগুলিকে নিযুক্ত করেছে।
(জ) যে সদস্যরা নোটিশ পাননি তারা mdpldc@yahoo.com-এ লিখতে পারেন এবং ইমেলের মাধ্যমে এটি পেতে পারেন বা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.hindwarehomes.com বা সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evotingindia. com/ থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।
(ঝ) ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগের জন্য, সদস্যরা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সিডিএসএল, এ উইং, ২৬ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ এর কাছে জানাতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ একটি ইমেল পাঠান বা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮/৮৫৪২/৪৩ নম্বরে কল করুন বা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ এ কল করুন। এই পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ/প্রশ্নগুলি কোম্পানির আরটিএ-তে mdpldc@yahoo.com -এ যোগাযোগ করতে পারেন।
(ঞ) বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindwarehomes.com এবং সিডিএসএল -এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com/ -এ পাওয়া যাচ্ছে।
(ট) পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ শুক্রবার ১০ জানুয়ারি বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindwarehomes.com এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
হিন্দওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
পায়েল এম পুরি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
সিনিয়র ভি.পি. গ্রুপ জেনারেল কাউন্সেল
মেম্বারশিপ নং : A16068

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৯ ডিসেম্বর ২০২৪

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোব্যাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

মঙ্গলবার • ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

উচ্চশিক্ষার প্রবণতা বাড়ার সঙ্গে সমানুপাতে বাড়ছে ঋণের চাহিদা

শুভাশিস বিশ্বাস

দেশ জুড়ে উচ্চশিক্ষার প্রবণতা বাড়তে থাকায় শিক্ষায় ঋণের চাহিদাও বাড়ছে। নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানিগুলি (এনবিএফসি) যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এনবিএফসিগুলির কাছে ঋণের জন্য যত আবেদন জমা পড়ছে তার বেশির ভাগই উচ্চশিক্ষার। বিশেষ করে বিদেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনার জন্য করা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ঋণের চাহিদা এবং আবেদন মঞ্জুর করার সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে এনবিএফসিগুলিতে, সম্প্রতি এক রিপোর্টে এমনটাই দাবি করেছে রেটিং সংস্থা ক্রিসিল।

চলতি অর্থবর্ষে ভারতের ব্যাঙ্ক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাক্ষেত্রে দেওয়া ঋণের পরিমাণ বার্ষিক ৪০-৪৫ শতাংশ হারে বেড়ে ৬০ হাজার কোটি টাকার অঙ্ক ছাপিয়ে যাবে বলে রিপোর্টে জানিয়েছে রেটিং সংস্থাটি।

২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে যথাক্রমে ৮০ শতাংশ এবং ৭০ শতাংশ হারে বাড়ার ফলে চলতি বছরের মার্চে এনবিএফসিগুলির শিক্ষাখাতে দেওয়া ঋণের অঙ্ক ৪৩ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। যে সমস্ত দেশে গিয়ে পড়াশোনার জন্য ঋণ নেওয়া হয়েছে সেই দেশগুলির নির্দিষ্ট কোনও সমস্যা বাদ দিলে বকেয়া ঋণ মেটানোর প্রবণতা বেশ ভালোই বলে জানিয়েছেন ক্রিসিল রেটিং-এর এক বিশেষজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে সংস্থার সিনিয়র ডিরেক্টর অজিত ভেলোনি জানান, 'বিদেশে পড়াশোনার জন্য গিয়েছে এমন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা গত পাঁচ বছরে দ্বিগুণ বেড়েছে। গত অর্থবর্ষ পর্যন্ত সংখ্যাটা ১৩.৪ লক্ষ ছিল। এর মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ বিভিন্ন এনবিএফসির কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া শিক্ষাঋণের অঙ্ক ধরলে ঋণগ্রহীতার সংখ্যাটা খুব একটা বেশি নয়। এর অর্থ, বিদেশে যাঁরা পড়াশোনার জন্য যাচ্ছেন তাঁদের একটা বড় অংশ চিরাচরিত আর্থিক সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছেন না। অনেকে আবার নিজেরাই জমানো অর্থ খরচ করে পড়তে যাচ্ছেন বা অন্য কোনও ধরনের ঋণ নিয়ে পড়তে যাচ্ছেন।'

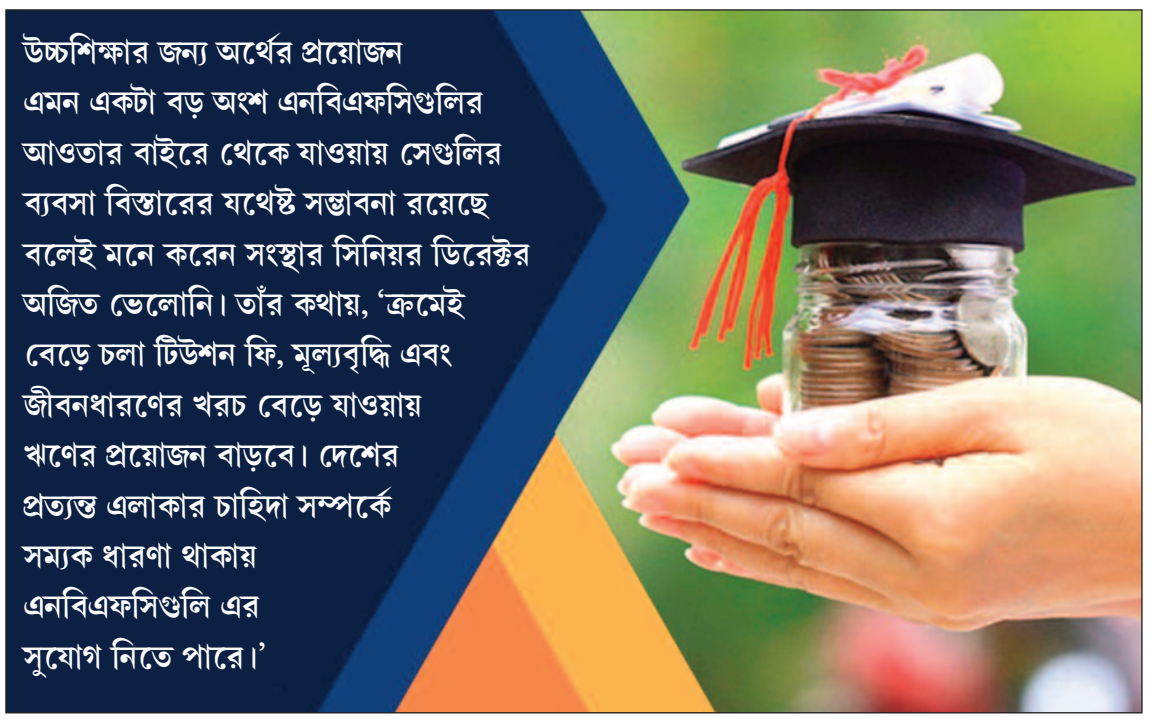

উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন এমন একটা বড় অংশ এনবিএফসিগুলির আওতার বাইরে থেকে যাওয়ায় সেগুলির ব্যবসা বিস্তারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করেন সংস্থার সিনিয়র ডিরেক্টর অজিত ভেলোনি। তাঁর কথায়, 'ক্রমেই বেড়ে চলা টিউশন ফি, মূল্যবৃদ্ধি এবং জীবনধারণের খরচ বেড়ে যাওয়ায় ঋণের প্রয়োজন বাড়বে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার চাহিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকায় এনবিএফসিগুলি এর সুযোগ নিতে পারে।'

কাজেই উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন এমন একটা বড় অংশ এনবিএফসিগুলির আওতার বাইরে থেকে যাওয়ায় সেগুলির ব্যবসা বিস্তারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে করেন সংস্থার সিনিয়র ডিরেক্টর অজিত ভেলোনি। তাঁর কথায়, 'ক্রমেই বেড়ে চলা টিউশন ফি, মূল্যবৃদ্ধি এবং জীবনধারণের খরচ বেড়ে যাওয়ায় ঋণের প্রয়োজন বাড়বে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার চাহিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকায় এনবিএফসিগুলি এর সুযোগ নিতে পারে।'

এদিকে ইউএসএ, ইউকে এবং ক্যানাডা তাদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকলেও বেশ কিছু দেশে পড়াশোনায় ঋণ দিতে ইতস্তত করে এনবিএফসিগুলি। দু'বছর আগে ভারত থেকে কানাডায় পড়তে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২১ শতাংশকে ঋণ দিয়ে থাকলেও গত বছর তা কমিয়ে ১৫ শতাংশ করেছে তারা। সে দেশের নিয়ম এবং কাজ করার পরিবেশের কারণে এনবিএফসিগুলির এই পদক্ষেপ।

মোটর সাইকেল ট্যাঙ্ক ফুল করলে বাইকে মাইলেজ বেশি পাওয়া যাবে কি না বড় প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোটর সাইকেল এখন ঘরে ঘরে। তবে ব্যবহারকারীদের একেক জনের একেক রকমের অভ্যাস। কেউ বাইক নিয়ে বেরলে তবেই ১০০-২০০ টাকার পেট্রোল ভরেন। আবার কেউ সবসময় ট্যাঙ্ক ফুল করে রাখেন।আর এখানেই সবথেকে বড়প্রশ্ন, লাভজনক কোনটা? তবে টু হুইলার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্যাঙ্ক ভর্তি রাখাই উচিত। এতে বাইকের পারফরম্যান্স ঠিক থাকে। একই সঙ্গে টাকাও বাঁচে।

ট্যাঙ্ক ফুল রাখার প্রথম কারণ হল, এতে ইঞ্জিনে জ্বালানির চাপ স্থির থাকে। ফলে ইঞ্জিন তার সম্পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করতে পারে। মাইলেজ বেশি পাওয়া যায়। ট্যাঙ্ক অর্ধেক বা কম পেট্রোল থাকলে ফুয়েল পাম্পকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। যার প্রভাব পড়ে মাইলেজে। সোজা কথায়, মাইলেজ কমে যায়। পারফরম্যান্সেও এর খারাপ প্রভাব পড়ে।

দ্বিতীয়ত, ফুয়েল পাম্পের সুরক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। ট্যাঙ্ক পুরো ভর্তি করলে ফুয়েল পাম্প ঠান্ডা এবং লুব্রিকেটেড থাকে। আর জ্বালানি কম থাকলে পাম্প গরম হয়ে যেতে পারে। এমনটা লাগাতার চলতে থাকলে আয়ুষ্কালও কমে যায়। শুধু তাই নয়, জল ফুয়েলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। আর তেমনটা হলে ইঞ্জিনের পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

তৃতীয়ত, খালি ট্যাঙ্কে বাতাসের সংস্পর্শে কন্ডেনসেশন বা জল জমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। এই জল ফুয়েলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। আর তেমনটা হলে ইঞ্জিনের পারফরম্যান্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

চতুর্থত, ট্যাঙ্ক ফুল থাকলে পেট্রোল ভরার জন্য বারবার থামার দরকার হয় না। সময় বাঁচে। অর্থ বাঁচে। আর দীর্ঘ দূরত্ব অনায়াসে অতিক্রম করাও যায়। তাছাড়া সময়ও কম লাগে।

পঞ্চমত, জ্বালানির দাম কখনও এক জায়গায় থাকে না। কখনও বাড়ে কখনও কমে। তবে মুদ্রাস্ফীতি এবং অন্যান্য খরচ যে হারে বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে জ্বালানির দাম কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। বরং বাড়বে। এ ক্ষেত্রে দাম বাড়ার আগে ট্যাঙ্ক ফুল করে নেওয়া যায়। যখন দাম বাড়বে, তখন অতটা গায়ে লাগবে না।

এছাড়াও বাইক বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ট্যাঙ্ক ফুল থাকলে বাইক তার পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারে। ইঞ্জিন ভাল থাকে। সামগ্রিকভাবে বাইকের সুস্বাস্থ্যের জন্য এটা জরুরি। তবে ট্যাঙ্ক ফুল করা মানে সম্পূর্ণ ভর্তি করা নয়। বিশেষ করে গরম কালে এতে বিপদ হতে পারে। কারণ তাপের কারণে জ্বালানি প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ট্যাঙ্ক ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তি করা উচিত। পাশাপাশি নিয়মিত সার্ভিসিং করাতে হবে। এতে বাইকের পারফরম্যান্স এবং মাইলেজ বজায় থাকবে।

৩ মাস প্রশিক্ষণ নিলেই সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র ৩ মাসের প্রশিক্ষণ নিলেই সামনে উজ্জ্বল এক ভবিষ্যত। কারণ, অল্পদিনের এই প্রশিক্ষণে মিলবে মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জনের পথ। খুব সত্যি বলতে, বর্তমান দিনে ভাল চাকরির বাজারে প্রায় হাহাকার। ফলে কারিগরি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে যুব সমাজের।

তারই জেরে তথ্য ও পরিসংখ্যান বলছে দিন দিন চাহিদা বাড়ছে অম্বুজা ফাউন্ডেশনের এসইডিআই (সেডি) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কারিগরি শিক্ষা নেওয়ার। এখানে সেলাই, অটোমোবাইল চার চাকা এবং দু'চাকা গাড়ি রিপেয়ারিং, বিউটিশিয়ান বেসিক ও অ্যাডভান্স কোর্স, মোবাইল রিপিয়ারিং হার্ডওয়ার ও সফটওয়্যার, কাস্টমার কেয়ার এক্সগিউটিভ অটোমেটিভ সেলস এসিস্ট্যান্ট এছাড়াও বিজনেস করসপন্ডেন্ট এন্ড বিজনেস ফেসিলেটেটর বিষয় শিক্ষা দান।

এখানে সারা বছরে তিন মাসের প্রশিক্ষণ। এক বছরে চারটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সপ্তাহে পাঁচ থেকে ছয় দিন প্রশিক্ষণ। প্রতিদিন ৪-৬ ঘণ্টা ক্লাস। এখানে উন্নত মেশিনারি এবং আধুনিক ভাবে প্রশিক্ষণ।

বিগত ১৫ বছর হাওড়ার ধুলোগড় অম্বুজা ফাউন্ডেশনের এসইডিআই- এর প্রশিক্ষণ যুবক-যুবতীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ রয়েছে বহু কোম্পানির। ফলে প্রশিক্ষণ শেষ হলেই রয়েছে কাজের সুযোগ। এই প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রের আরও গুরুত্ব হল, বর্তমান দিনে কাজের বাজার এবং অর্থনৈতিক লাভবান দিক বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে নানা বিষয়ে। আর এই প্রশিক্ষণ নিতে ভিড় জমাচ্ছেন হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লক-সহ পার্শ্ববর্তী ব্লক এবং জেলার বাইরে থেকে যুবক যুবতীরা। যত দিন গড়াচ্ছে অম্বুজা ফাউন্ডেশনে প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে মানুষের মধ্যে। এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত বহু যুবক যুবতী। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, প্রশিক্ষণ নিতে অষ্টম দশম , দ্বাদশ শ্রেণি এবং স্নাতক যোগ্যতা প্রয়োজন। শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহের উপর গুরুত্ব দিয়ে স্ক্রিনিং কাউন্সিলিং বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে নির্বাচিত হবার পর উপযুক্ত ছেলেমেয়ে এখানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

কৃষিক্ষেত্রেও সাহায্য নেওয়া হবে এআই-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জয়জয়কার সর্বত্রই। দিন বদলের সঙ্গে হচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির। সঙ্গে বাড়ছে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপর নির্ভরশীলতাও। শিক্ষাক্ষেত্র, বিচারবিভাগ, চিকিৎসা শাস্ত্রের পর এবার কৃষি ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তুলতে এবারও ভরসা সেই এআই।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতা-লন্ডন ভিত্তিক একটি বেসরকারি সংস্থা কৃষকদের সুবিধার্থে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কৃষি প্রযুক্তিতে এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। যা কৃষিকাজকে আরও উন্নত ও সহজ করে তুলবে বলেই আশা। উন্নত পরিষেবা দিতে এবং ফসল সরবরাহের হার বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এমনকি কৃষিকাজের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানে সাহায্য করবে এই নতুন প্রযুক্তি। সঠিক সময়ে মাটির পর্যবেক্ষণ করে তার বিশ্লেষণ করে, শস্য পর্যবেক্ষণ করে, ফলন কেমন হবে তা আগাম বলে দিতে পারবে এই স্বয়ংক্রিয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।

শুধু ফসল উৎপাদনের জন্যই নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে খামারের উৎপাদনশীলতা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধির দিকেও নজর দেওয়া হবে। এমনকি সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট, লাইভস্টক ও স্মার্ট কোল্ড স্টোরেজ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানেও সুবিধে হবে। সমগ্র পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনতেও সাহায্য করবে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আবার সামগ্রিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে ও কৃষি ব্যবসাকে শক্তিশালী করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে প্রযুক্তি।

এই প্রযুক্তি প্রস্তুতকারি বেসরকারি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও, সায়ন্তন সাহা এই বিষয়ে জানান, তাঁর স্বপ্ন ভারতের কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ বিশ্বেরমানের করে তোলা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় কৃষকদের অত্যাধিক ফসল উৎপাদন ও স্বনির্ভর করে তোলার জন্যই এই উদ্যোগ 'দেশকাকৃষিএআই'।

এমনকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে কৃষিক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যার সমাধানেও সচেষ্ট। সেই উদ্দেশ্যেই বার্কলেস ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে ভারত এবং যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গেও আলোচনা করছে বেসরকারি সংস্থাটি। ভবিষ্যতে কৃষিক্ষেত্রে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ এক নব দিগন্ত খুলে দেবে বলেই দাবি বেসরকারি সংস্থাটির।

তথ্যপ্রযুক্তিতে বঙ্গে আসছে ব্রিটিশ লগ্নি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ লগ্নি আসছে। আগামী বছর সল্টলেক সেক্টর ফাইভে দপ্তর খুলছে ইউকের দুটি সংস্থা, রেডক ও প্রেফারি। সূত্র বলছে, এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৬০০র মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

এই প্রসঙ্গে ওয়েবল টাওয়ারে ইউকের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র এক বৈঠকও হয়। এরপরও এই ঘোষণা। কলকাতায় ব্যবসা ও লগ্নি সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে ইউকের ১৭টি প্রযুক্তি সংস্থার প্রতিনিধিরা শহরে এসেছেন। বৈঠকের পর বাবুল সুপ্রিয় জানান, 'টিসিএসের মতো অনেক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা কলকাতায় সাফল্য পেয়েছে এবং সম্প্রসারণ করেছে। ইউকের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমাদের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বাংলার প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমরা তাদের থেকে বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। এখানে তাদের ব্যবসা করার জন্য সমস্ত সহায়তা দিতে রাজ্য সরকার প্রস্তুত।

এই প্রসঙ্গে কলকাতায় নিযুক্ত ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং জানান, 'ইউকের প্রযুক্তি সংস্থাগুলির কলকাতায় আসার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভালো কাজের পরিবেশ ও দক্ষ মেধা সম্পদ।'

এই প্রসঙ্গে সাইবার সিকিওরিটি সংস্থা প্রেফারির বিজনেস ডেভেলপমেন্টের জেনারেল ম্যানেজার সৌরভ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, আগামী জানুয়ারি থেকে কলকাতায় ৪০, ৫০ জন কর্মী নিয়ে তাঁরা কাজ শুরু করবেন।

একইসঙ্গে রেডক এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সূর্যপ্রতীম মুখোপাধ্যায় জানান, ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে তাঁরা কলকাতায় ২৫০ জন কর্মী নিয়ে কাজ শুরু করবেন। কর্মী সংখ্যা তার কয়েক মাসের মধ্যে দ্বিগুণ করা হবে।

স্মার্টফোনের সাউন্ড কমে গেলে ঠিক করুন নিজে হাতেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্তমানে সবসময়ের সঙ্গী স্মার্টফোন। দিনকে দিন মোবাইল ফোনের উপর নির্ভরতা আরও বাড়ছে মানুষের। তাই মোবাইল ফোন ঠিকঠাক থাকাও জরুরি। তবে স্মার্টফোনে প্রায়শই একটি সমস্যা দেখা যায়। ফোন কিছুদিনের পুরনো হয়ে গেলেই স্পিকারের শব্দ কমে যায়। এরজন্য ঝামেলায় পড়তে হয় প্রচুর ব্যবহারকারীকে। এর ফলে ফোনে কথা শুনতে কষ্ট হয়। অনেকেই মনে করেন সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে গেলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু, ফোনটির ওয়ারেন্টি না থাকলে এর জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হতে পারে। তাই কারও যদি এমন সমস্যা থাকে তাহলে সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার বাড়িতেই কয়েকটি কাজ করলে সেরে যেতে পারে সমস্যা। আবার বাড়বে ফোনের সাউন্ড। নিজের ফোন থেকে যদি একেবারেই কোনও শব্দ না হয়, তাহলে প্রথমে এটি কোনও ব্লুটুথ ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করা আছে কি না দেখে নিতে হবে। যদি তা না হয় এবং স্পিকার থেকে ধীরগতির শব্দ শোনা যায়, তাহলে স্পিকারে ময়লা জমে থাকতে পারে। অতএব, প্রথমে নিজেদের স্পিকারের মধ্যে জমে থাকা ধুলো পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়াও ইউজাররা সাউন্ড অ্যান্ড নোটিফিকেশনস বা সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনস -এর অপশন পাবেন। এটা সম্ভব যে এই বিকল্পটি কারও ফোনে অন্য নামে থাকতে পারে। এখানে ভলিউম অপশনে ক্লিক করলে স্লাইড বার দেখা যাবে। এখান থেকে ভলিউম বাড়াতে হবে। এখানে রিংটোন, মিডিয়া, অ্যালার্ম, বিজ্ঞপ্তির জন্য অন্যান্য অপশনও মেলে। এই সব সিলেক্ট করার পরেও যদি কারও ফোনের স্পিকারের শব্দ একই থাকে, তাহলে তাকে আলাদাভাবে ভলিউম অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। কেউ প্লে স্টোরে ভলিউম বুস্টার সার্চ করলে অনেক অপশন দেখতে পাবেন। এই ধরনের আলাদা অ্যাপ ব্যবহার করে স্পিকারের ভলিউম বাড়ানো যায়।